★ Windows 10 Will Not Be Free for Individual Pirates ★ AMD Rising: Microsoft May Acquire ★ Cheaper Core i7 Microsoft Surface Pro 3 Now on Sale ★ Apple's iPhone 7 to Be Released Next Year ★ Samsung Wants to Double Smartphones Battery Life

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

জুলাই ২০১৫ বছর ২৫ সংখ্যা ০৩

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

দাম মাত্র ৳৭০

JULY 2015 YEAR 25 ISSUE 03

তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ অধ্যাপক আবদুল কাদেরের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে **স্মরণ**

আসছে ডিজিটাল বিজনেসের উই ইকোনমি

A Computer Jagat Initiative
2nd UK-BANGLADESH e-COMMERCE FAIR 2015
Business at your click

Organized by
ICT DIVISION
Ministry of Posts, Telecommunications and IT
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
কমপিউটার জগৎ

11 12 September 2015
London
THE ATRIUM
124 – 126 Cheshire Street
Shoreditch, London E2 6EJ

Stall Booking 01819 898 898

মাসিক কমপিউটার জগৎ
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
বাংলাদেশ	৮৪০	১৬৮০
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৪৮০০	৯৬০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৪৮০০	৯৬০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৫৬০০	১১০০০
আমেরিকা/কানাডা	৫৩০০	১০৫০০
অস্ট্রেলিয়া	৫৩০০	১০৫০০

গ্রাহকের নাম, ঠিকানাসহ টাকা নগদ বা মানি অর্ডার মারফত **"কমপিউটার জগৎ"** নামে রুম নং ১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। চেক গ্রহণযোগ্য নয়।

ফোন : ৯৬১৩০১৬, ৯৬৬৪৭২৩
৯১৮৩১৮৪ (আইডিবি), গ্রাহকরা বিকাশ করতে পারবেন এই নম্বরে ০১৭১১৫৪৪২১৭
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন

সূচিপত্র

জুলাই ২০১৫ বছর ২৫ সংখ্যা ০৩

২১ **সম্পাদকীয়**

২২ **৩য় মত**

২৩ **অ্যাকসেনচার টেকনোলজি ভিশন ২০১৫-এর তাগিদ**
বিশ্বের প্রযুক্তি প্রবণতার ওপর অর্থাৎ টেক ট্রেন্ডের ওপর অ্যাকসেনচার পরিচালিত বছরওয়ারী পর্যালোচনা করে ডিজিটাল বিজনেসের সীমানা বাড়িয়ে নেয়ার তাগিদ দিয়ে এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন **গোলাপ মুনীর**।

২৯ **বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫**
বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫-এর ওপর রিপোর্ট করেছেন **ইমদাদুল হক**।

৩২ **বদলে গেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন**
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের অফিস ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা হয়েছে তার ওপর রিপোর্ট করেছেন **এহতেশাম উদ্দিন মাসুম**।

৩৯ **অধ্যাপক কাদেরবিহীন একযুগ**
কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল কাদেরকে স্মরণ করে লিখেছেন **গোলাপ মুনীর ও মইনউদ্দীন খান**।

৪২ **দেশে নেই কোনো আইসিটি ইনকিউবেটর**
দেশের আইসিটি ইনকিউবেটরের নাম বদলে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক করায় এর ওপর রিপোর্ট করেছেন **হিটলার এ. হালিম**।

৪৪ **অনলাইন টেন্ডারিংয়ে রেজিস্ট্রেশন ও টেন্ডার**
অনলাইন টেন্ডারিংয়ে রেজিস্ট্রেশন ও টেন্ডার প্রক্রিয়ার ওপর রিপোর্ট করেছেন **কাজী সাঈদা মমতাজ**।

44 **ENGLISH SECTION**
* Jobs Without Borders

45 **NEWS WATCH**
* Windows 10 Will Not Be Free for Individual Pirates
* AMD Rising : Microsoft May Acquire
* Cheaper Core i7 Microsoft Surface Pro 3 Now on Sale
* Apple's iPhone 7 to Be Released Next Year
* Samsung Wants to Double Smartphones Battery Life

৫৫ **গণিতের অলিগলি**
গণিতের অলিগলি শীর্ষক ধারাবাহিক লেখায় গণিতদাদু এবার তুলে ধরেছেন **লগারিদম**।

৫৬ **সফটওয়্যারের কারুকাজ**
সফটওয়্যারের কারুকাজ বিভাগের টিপগুলো পাঠিয়েছেন **আশীষ কুমার সাহা, বিষ্ণুপদ দাস ও শ্রাবন্তী সরকার**।

৫৭ **এইচএসসির আইসিটি সিলেবাস নিয়ে আলোচনা**
এইচএসসির আইসিটি বিষয়ের সম্পূর্ণ সিলেবাস নিয়ে লিখেছেন **প্রকাশ কুমার দাস**।

৫৮ **পিসির ঝুটঝামেলা**
পিসির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়েছে **কমপিউটার জগৎ ট্রাবলশুটার টিম**।

৫৯ **হতে হলে সফল মিডিয়া ম্যানেজার**
সফল মিডিয়া ম্যানেজার হওয়ার জন্য যা যা দরকার তার ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন **মো: আতিকুজ্জামান লিমন**।

৬০ **ব্রাউজার হিস্ট্রি যেভাবে ক্লিয়ার করবেন**
বিভিন্ন ধরনের ব্রাউজারের হিস্ট্রি ক্লিয়ার করার কৌশল দেখিয়েছেন **ডা. মোহাম্মদ সিয়াম মোয়াজ্জেম**।

৬১ **গুগল দেখা ও গুগল বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি**
গুগল ডেভেলপারস গ্রুপের সম্মেলনের ওপর রিপোর্ট করেছেন **মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী**।

৬২ **ইন্টেল কমপিউট স্টিক**
ইন্টেলের তৈরি মেমরি কমপিউট স্টিক নিয়ে লিখেছেন **কাজী শামীম আহমেদ**।

৬৩ **কমপিউটেক্সে এনভিডিয়া জিটিএক্স৯৮০টি আই গ্রাফিক্স কার্ড**
এনভিডিয়ার জিটিএক্স৯৮০টিআই গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে লিখেছেন **সোহেল রানা**।

৬৪ **গেমের জগৎ**

৬৫ **মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশন ব্যাকআপ রিস্টোর ও রাউটার রক্ষা করা**
মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশন ব্যাকআপ রিস্টোর ও রাউটার রক্ষা করার কৌশল দেখিয়েছেন **ইশতিয়াক জাহান**।

৬৬ **উইন্ডোজ ২০১২ সার্ভার কোর রিমোট ম্যানেজমেন্ট**
উইন্ডোজ ২০১২ সার্ভার কোর রিমোট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে লিখেছেন **কে এম আলী রেজা**।

৬৮ **জাভা দিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইন**
জাভা দিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কৌশল দেখিয়েছেন **আবদুল কাদের**।

৬৯ **ইলাস্ট্র্যাটর টিউটোরিয়াল : ব্লেন্ড টুল**
অ্যাডোবি ইলাস্ট্র্যাটরের ব্লেন্ডিং টুল নিয়ে লিখেছেন **আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ**।

৭১ **ইন্টারনেটে আয়ের অনেক পথ**
ইন্টারনেটে আয়ের অনেক পথ লেখার তৃতীয় পর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে smashword.com বই বিক্রি করে আয়ের উপায়।

৭২ **পিসি ও ল্যাপটপ কেনায় সাধারণ ভুল**
পিসি ও ল্যাপটপ কেনায় সাধারণ ভুলগুলো তুলে ধরে লিখেছেন **তাসনীম মাহ্‌মুদ**।

৭৪ **সঠিকভাবে হার্ডডিস্ককে ডিফ্র্যাগ করার ৭ কৌশল**
হার্ডডিস্ককে ডিফ্র্যাগ করার ৭ কৌশল তুলে ধরেছেন **তাসনীম মাহ্‌মুদ**।

৭৬ **উইন্ডোজ ১০-এ শীর্ষ ১০ ফিচার**
উইন্ডোজ ১০-এ শীর্ষ ১০ ফিচার নিয়ে লিখেছেন **লুৎফুন্নেছা রহমান**।

৭৮ **আসছে নানা ব্র্যান্ডের পাতলা ট্যাব**
নানা ব্র্যান্ডের পাতলা কয়েকটি ট্যাবের আগমনবার্তা দিয়ে লিখেছেন **সোহেল রানা**।

৭৯ **কমপিউটার জগতের খবর**

Advertisers' INDEX

Anando Computer	20
Banglalink	09
Business Automation Ltd.	54
Compute Source (MSI)	52
Computer Source-1 (MSI)	53
Computer Village	48
Dell	38
Executive Technologies Ltd.	2nd Cover
Flora Limited (Epson)	03
Flora Limited (Pc)	04
Flora Limited (Microsoft)	05
General Automation Ltd.	11
Genuity Systems (Contact Center)	51
Genuity Systems (Training)	50
Global Brand (Pvt.) Ltd (Asus)	16
Global Brand (Pvt.) Ltd (Ienovo)	15
GrameenPhone	10
HP	Back Cover
IBCS Primex Software	87
IEB	41
Internet a ai	58
I.O.E (vision)	88
J.A.N. Associates	47
Leads Corporation Ltd.	49
MRF Trading	13
Multilink Int. Co. Ltd. (HP)	06
Multilink Int. Co. Ltd. (Mtech)	07
Pubali Bank	12
Rangs Electronice Ltd.	08
Reve Systems	35
Sat Com Computers Ltd.	14
Smart Technologies (Gigabyte)	89
Smart Technologies (Gigabyte)	90
Smart Technologies (HP Notebook)	18
Smart Technologies (Ricoh)	91
SSL	17
UCC-1	36
UCC-2	37

কমপিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক	গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক	মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক	মোহাম্মদ আবদুল হক
কারিগরি সম্পাদক	মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক	নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী	সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি	ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি

জামাল উদ্দীন মাহমুদ	আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা	কানাডা
ড. এস মাহমুদ	ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী	অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান	জাপান
এস. ব্যানার্জী	ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা	সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ	মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ	মোহাম্মদ আবদুল হক
ওয়েব মাস্টার	মোহাম্মদ এহ্তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী	মনিরুজ্জামান পিন্টু
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা	মো: মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার	সোহেল রানা

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫

অর্থ ব্যবস্থাপক	সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক	শিমুল শিকদার
সহ-বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক	শাওন সাহা জয়
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক	প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪, ৯৬১৩০১৬, ০১৭১১৫৪৪২১৭, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Editor	Golap Monir
Associate Editor	Main Uddin Mahmood
Assistant Editor	Mohammad Abdul Haque
Technical Editor	Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent	Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেমের আনস্মার্ট ভোগান্তি

চার দিনের প্রাযুক্তিক ঝুটঝামেলার কারণে সৃষ্ট উৎকণ্ঠা আর ভোগান্তি শেষে ২৮ জুন মধ্যরাতের পর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফল প্রকাশ করা হয়। ফল প্রকাশের পর নতুন করে অদ্ভুত সব ভোগান্তিতে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেম নামের একাদশ শ্রেণির অনলাইন পদ্ধতির ভোগান্তির যাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হওয়ার পর এখন ভিন্ন ধরনের মহাদুর্ভোগের কবলে ভর্তিচ্ছুরা। কারিগরি ত্রুটি আর দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে শুরু থেকেই এ নিয়ে ভোগান্তি ও হয়রানি এখন চরমে পৌঁছেছে। অথচ হঠাৎ করে চালু করা এই নতুন পদ্ধতির জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। আগে থেকে নেয়া হয়নি সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রায় হুট করেই নতুন এই পদ্ধতি অনেকটা একগুঁয়েমি করে চাপিয়ে দেয়া হয় ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের ওপর। এ পদ্ধতি চালু করার আগে ভালো করে প্রচারও চালানো হয়নি। ফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক পদ্ধতিটি ঠিকমতো বুঝেও উঠতে পারেনি। এমনকি শিক্ষকদের কাছেও পদ্ধতিটি ছিল দুর্বোধ্য ও জটিল। এ নিয়ে সময়ে সময়ে যে নির্দেশনা জারি করা হয়, তাও স্পষ্ট ছিল না।

সার্বিকভাবে এবারের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির কথিত স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেমটি হয়ে ওঠে পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। এ কারণে ভর্তির আবেদন থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পদে পদে বিপাকে পড়তে হয়। অনলাইনে ফল পেতে ভোগান্তি, অনলাইনে ভর্তির ফরম ডাউনলোডে বিড়ম্বনা, সার্ভারের দুঃসহ ধীরগতিসহ নানা কারিগরি দুর্গতিতে পড়ে শিক্ষার্থীরা। ওয়েবসাইটে ঢোকাই যেন যাচ্ছিল না। অনলাইনে কমান্ড দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ফল মেলেনি। উপায়ন্তর না দেখে ফল দেখার জন্য কেউ সশরীরে ছুটে গেছে তাদের দেয়া অপশনের কলেজগুলোতে। কাউকে হয়তো পছন্দের পাঁচটি কলেজেই দৌড়াতে হয়েছে। অনেকে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েও পড়েছে মহাদুর্ভোগে। অনেকে জিপিএ-৫ পেয়েও কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। আবার জিপিএ-৫ পাওয়া কোনো শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পায়নি তার পছন্দের কোনো কলেজেই। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে বলা হয়েছে কমার্স কলেজে, মেয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছে ছেলেদের কলেজে ভর্তির জন্য। ঢাকার কলেজগুলো পছন্দ করা ছাত্রদের ভর্তি হতে বলা হয়েছে ঢাকার বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অচেনা-অজানা কোনো কলেজে।

জিপিএ-৪.৭২ পাওয়া এক শিক্ষার্থীর পছন্দের কলেজ ছিল যথাক্রমে ঢাকার ধানমণ্ডি আইডিয়াল কলেজ, সরকারি কবি নজরুল কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ফেনী সরকারি কলেজ ও ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ। কিন্তু তাকে ভর্তি হতে বলা হয়েছে ভোলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার আবদুল জব্বার ডিগ্রি কলেজে। এই শিক্ষার্থীর বাবা ছেলের রেজাল্ট দেখে হতবাক। নিজ জেলা ফেনী থেকে ঢাকায় এসে ঢাকা বোর্ডে পৌঁছে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিনিধির কাছে তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া– 'জানি না-চিনি না কোথাকার কোন কলেজে ছেলেকে ভর্তি করাব। আমি কেনো, বোর্ডও জানে না কোথায় এই কলেজ। আমরা মানুষ, মেশিন না। চাইলেই দেশের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে ছুটে যাওয়া যায় না।' একজন সরকারি বিজ্ঞান কলেজের ব্যবসায় বিভাগে ৪০০ সিটের বিপরীতে আবেদন করে টিকে যায়। কিন্তু ভর্তি হতে গিয়ে মাথায় হাত। কলেজ কর্তৃপক্ষ থাকে জানায়, এ কলেজের ব্যবসায় বিভাগ দুই বছর আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঢাকার অনেক কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েও ভর্তি হতে পারছে না অনেকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, আগে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করে পরে আসন খালি থাকলে অন্যদের ভর্তি করা হবে। ঢাকার একটি নামি-দামি কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীতদের তালিকার প্রথম ৪১ জনই অন্য প্রতিষ্ঠানের। তাদের ভর্তি হতে দেয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, নিজেদের শিক্ষার্থীদের ভর্তির পর আসন খালি থাকলে ওই ৪১ জন ভর্তির সুযোগ পাবে। কী অদ্ভুত ব্যাপার? পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভোগান্তির রকমফের দেখলে রীতিমতো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রযুক্তির আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে এভাবে হুট করে অপরিকল্পিতভাবে চালু করা অনলাইনে কথিত স্মার্ট অ্যাডমিশন সিস্টেম যে চরম ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীদের ফেলেছে, তা জনমনে প্রযুক্তি সম্পর্কে রীতিমতো এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করবে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হতে হবে বৈ কি।

লেখক সম্পাদক
● প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম ● সৈয়দ হাসান মাহমুদ ● সৈয়দ হোসেন মাহমুদ ● মো: আবদুল ওয়াজেদ

হাইটেক পার্কের বাস্তবায়ন কবে হবে?

আমরা জানি, নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণসহ সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা ও নীতি-নির্ধারকদের প্রায় সবার মনে কমপিউটার-ভীতি ছিল। এ সময় এরা মনে করতেন এ দেশে কমপিউটারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে দেশে বেকারত্বের হার বেড়ে যাবে। অবশ্য সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে '৯৬ সালে নির্বাচনের পর সরকারের পট-পরিবর্তনের পর থেকে যখন সরকার দেশের আইসিটির অবস্থা উন্নয়নে কিছু যুগান্তকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনমানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশে প্রযুক্তিপ্রেমীদের কাছে এক প্রযুক্তিবান্ধব সরকার হিসেবে খ্যাত। এ সরকার তার বিভিন্ন শাসনামলে আইসিটিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্বাক্ষর রেখেছে, যা ইতোপূর্বে কখনই হতে দেখা যায়নি। এ সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহল যথার্থ উপলব্ধি করে, আইসিটিই হতে পারে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই এ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইন্টারনেটের অনুমোদন দেয়। কমপিউটার ও এ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিপণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককর প্রত্যাহার করে নেয়। মোবাইল ফোনের একচেটিয়া মনোপলি ব্যবসায় ভেঙে দেয়। দেশে প্রতিবছর দশ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে, যদিও তা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্কের জন্য অধিগ্রহণ করে জমির সব ঝামেলা দূর করা হয়। তখন সবাই আশা করেছিল খুব শিগগিরই দেশের হাইটেক পার্ক চালু হবে। তাছাড়া এ সময় দেশে আইসিটি বিষয়ে পড়াশোনা করার হার দিন দিন বাড়তে থাকে, যা এক ইতিবাচক দিক। কেননা, আইসিটি অঙ্গনের এরাই হবেন আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এ সরকারের আমলেই ঘোষিত হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়– লক্ষ্য স্থির করা হয় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার। দেশের আইসিটির অবস্থা উন্নয়নে বর্তমান সরকার এসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযুক্তিবান্ধব সরকার হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য এ সরকারের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে সমালোচিত। আইসিটিপ্রেমীদের কাছে সরকারের সমালোচিত কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো দীর্ঘদিনেও কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক বাস্তবায়ন না হওয়া।

ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি বিশ্বের বিখ্যাত সপ্তম আশ্চর্যের একটি হলো আগ্রার তাজমহল, যা সে সময় তৈরি করতে ২২ বছর লেখেছিল। অথচ এই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক তৈরি করতে আমাদের বোধহয় তার চেয়েও বেশি সময় লাগবে। এ কথাটি আমি এ কারণেই বলছি, আমরা গত ১৫ বছর ধরে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের শীর্ষস্থানীয়দের কাছ থেকে প্রায় শুনে আসছি কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক তৈরির কথা। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের শীর্ষস্থানীয় কর্তা-ব্যক্তিরা হাইটেক পার্ক তৈরির কথা এমনভাবে বলে থাকেন, যা শুনে মনে হয় কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক তৈরি করার কাজ সম্পন্ন হয়ে বুঝি তার অপারেশন শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বক্তব্যের বাস্তবভিত্তিক কোনো সংবাদ আমরা পত্র-পত্রিকায় আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি, যেমনটি সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের শীর্ষস্থানীয় কর্তা-ব্যক্তিরা বলে থাকেন। বরং হাইটেক পার্ক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সংবাদ আমরা প্রায় সময় পত্র-পত্রিকায় দেখে আসছি, যা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আমাদের সবার কাছে অপ্রত্যাশিত।

আমরা কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক নিয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের শীর্ষস্থানীয় কর্তা-ব্যক্তিদের কথামালার ফুলঝুরি আর শুনতে চাই না। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক সঠিকভাবে বাস্তবায়ন।

নাজিম উদ্দিন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ডিজিটাল প্রতারণা প্রতিরোধে সরকারের সহযোগিতা চাই

আমি কমপিউটার জগৎ-এর একজন নিয়মিত পাঠক। আমি মূলত কমপিউটার জগৎ পত্রিকার সুবাদেই দেশ-বিদেশের আইসিটির হালনাগাদ সংবাদ জানতে পারি। বর্তমানে সারাবিশ্বে আইসিটি নিয়ে চলছে দারুণ প্রাণচাঞ্চল্য ও উন্মাদনা। এ উন্মাদনায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে আরেক নতুন উন্মাদনা, যা ই-কমার্স নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মূলত ইন্টারনেটকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে এই নতুন ব্যবসায় ধারা। এ নতুন ব্যবসায় ইতোমধ্যে সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলেও আমাদের দেশে তেমনভাবে এখনও বিস্তার লাভ করেনি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায়।

সম্প্রতি বিভিন্ন ই-কমার্স সাইট যেমন বিক্রয় ডটকম, এখানেই ডটকম, ওএলএক্স ইত্যাদি বেশ ভালোভাবেই আস্থা ও সুনামের সাথে ব্যবসায় করে আসছে। এ ধরনের আরও কিছু ই-কমার্স সাইট তাদের ক্লায়েন্টদের আস্থা অর্জন করতেও সক্ষম হয়। মজার ব্যাপার– ক্রমবর্ধমান হারে ই-কমার্স সাইটের ব্যবসায় কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি বেশ কিছু প্রতারক চক্র প্রতিষ্ঠিত এই ই-কমার্স সাইটের নাম ব্যবহার করে কিংবা নতুন কোনো ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে নীরবে প্রতারণা করে আসছে। এসব প্রতারক চক্রের কারণে সদ্য বিকাশমান ই-কমার্স ব্যবসায় আস্থার সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে। এসব প্রতারক চক্রকে এখনই যদি প্রতিরোধ করা না যায়, তাহলে ই-কমার্স সাইটগুলো শুধু যে সঙ্কটেই পড়বে তা নয়, বরং মান-সম্মানের ভয়ে নিজেদের ব্যবসায় গুটিয়েও ফেলতে হতে পারে।

সুতরাং ই-কমার্স সাইটের নাম ভাঙ্গিয়ে যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে, সেজন্য সদ্য গড়ে ওঠা ই-কমার্স সাইটগুলোর সংগঠন ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সব সদস্যের ভূমিকা থাকা দরকার। ই-কমার্স সাইটগুলোর সংগঠন ই-ক্যাবসহ ই-কমার্স ব্যবসায় জড়িত অন্যান্য সদস্য সম্মিলিতভাবে প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা চালাবে, যাতে কেউ প্রতারণার শিকার না হয়। যেসব ওয়েবসাইট ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়, সেগুলোকে চিহ্নিত করে বন্ধ করার পাশাপাশি প্রতারক চক্রের হোতাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। এর অন্যথা হলে সদ্য বিকাশমান এই ই-কমার্স ব্যবসায় মুখ থুবড়ে পড়বে।

পরিশেষে কমপিউটার জগৎ পরিবারকে ধন্যবাদ, মে ২০১৫ সংখ্যায় 'ডিজিটাল প্রতারণা : বাঁচতে হলে জানতে হবে' শীর্ষক এক সময়োপযোগী লেখা প্রকাশের জন্য। এ ধরনের ডিজিটাল প্রতারণা প্রতিরোধে ই-কমার্স সাইটগুলোর পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ অপরিহার্য। সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া ই-কমার্সভিত্তিক প্রতারণা দমন করা কোনোভাবেই ই-ক্যাব নামের সদ্য গড়ে ওঠা এক সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সব ধরনের ডিজিটাল প্রতারণা দমনে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই সরকারকে ই-কমার্স সাইটের বিকাশের লক্ষ্যে আরোপিত কর প্রত্যাহার করায়।

তাহমিনা
শাহজাহানপুর, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা তিনটি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়া প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম **কমপিউটার জগৎ**-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কারের টাকা **কমপিউটার জগৎ**-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫

ভোক্তা-উৎপাদক-উদ্ভাবকের মিলন মেলা

ইমদাদুল হক

'মিট ডিজিটাল বাংলাদেশ' আহ্বানে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫। গত ১৫-১৭ জুন উদ্ভাবনী প্রদর্শনী, আইটি পণ্যের মেগা সেল, উৎপাদক লক্ষ্য পূরণে সভা-কর্মশালা– এই তিন আয়োজনে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল তিন দিনের এই মেলা। হার্ডওয়্যার ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অমিত সম্ভাবনায় ও দেশজ উদ্যোগের নান্দনিক উপস্থাপনায় প্রতিভাত হয় বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য ও সেবানির্ভর ডিজিটাল জীবনধারা। আইসিটি বিভাগ এবং বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) যৌথ উদ্যোগে উপস্থাপিত হয় দেশের হার্ডওয়্যার শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যসেবা প্রদর্শনী। দেশী-বিদেশী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, বিশ্লেষক ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে রচিত হয় প্রযুক্তি শিল্পায়নের পথে বাংলাদেশের আগামীর পথরেখা। নানা আয়োজনে উপস্থাপিত হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি ও মানুষের মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের দ্বিতীয় ধাপ।

দুই যুগ পর

১৯৯৩ সাল থেকে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী আয়োজন করে আসছে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষণার পর ২০০৯ সাল থেকে এককভাবে 'বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো', 'ডিজিটাল বাংলাদেশ সামিট' ও 'বিসিএস আইসিটি ওয়ার্ল্ড' নিয়মিত আয়োজন করে বিসিএস। তবে এবার আন্তর্জাতিক আবহে সরকারের আইসিটি বিভাগের সাথে মিলে বিসিএস আয়োজন করে 'বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫'। এ মেলা উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। দুই যুগ পর যেনো নতুন করে জেগে ওঠে বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। আয়োজনে কিছুটা অপূর্ণতার ছাপ থাকলেও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের দ্বিতীয় ধাপে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে এই মেলা। নিজস্ব ব্র্যান্ডের ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের পথে হাঁটার প্রত্যয় ফুটে উঠেছে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। 'মেইক বাই বাংলাদেশ' দেশপ্রেমের নতুন এক স্লোগানে স্নাত হয়েছেন দর্শনার্থীরা।

মেলা প্রাঙ্গণে

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের প্রায় ৬০ হাজার বর্গফুট আয়তন জুড়ে বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫ মেলায় অংশ নিয়ে শতাধিক দেশী-বিদেশী তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য উৎপাদক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রাঙ্গণ জুড়ে ৪০টি প্যাভিলিয়ন এবং ৬৮টি স্টলে উপস্থাপন করা হয়েছে হালনাগাদ প্রযুক্তিপণ্য। দেশী আইটি কোম্পানি ফ্লোরা লিমিটেড, ড্যাফোডিল, গ্লোবাল ব্র্যান্ড, স্মার্ট টেকনলোজি, কমপিউটার ভিলেজ, ফাইবার অ্যাট হোমস, ওয়াল্টন, সিম্ফোনি, টেকনোনিডস, আনন্দ কমপিউটার্স, এক্সেল টেকনোলজি, সিস্টেক, সাউথবাংলা, মাইক্রোসান, ডাটাবিজ, আইবিসিএস প্রাইম্যাক্স, রিশিত কমপিউটার, জবসবিডি, ইউবিএস, পিসি মার্ট, কমপিউটার ভিলেজ, র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স এবং কমপিউটার সোর্সের পাশাপাশি ডেল, এইচপি, কোনিকা মিনোলটা, প্রোলিংক, স্যামসাং, আসুস, সিসটেক, হুয়াই টেকনোলজিস বাংলাদেশ ইত্যাদি কোম্পানিও এই মেলায় অংশ নিয়েছিল। এছাড়াও মেলায় ছিল টেশিস, টেলিটক, কপিরাইট বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প সংস্থা ও আইসিটি বিভাগসহ মোট ৭টি সরকারি প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রযুক্তি পণ্যসেবার পসরা। প্রাঙ্গণের 'মিল্কি ওয়ে'-তে ছিল পাওয়ার কুলিং, সার্ভার, ডাটা সেন্টার, নেটওয়ার্ক, ভার্চুয়ালাইজেশন এবং নিরাপত্তায় সব ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির সমাধান। এখানেই ছিল ডেল, এইচপি, মাইক্রোল্যাব ছাড়াও রয়েছে অন্য স্পন্সরদের প্যাভিলিয়ন। বেসিস, টেলিটকসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের স্টল ছাড়াও ফ্লোরা লিমিটেড, কমপিউটার সোর্স, স্মার্ট টেকনোলজিস, গ্লোবাল ব্র্যান্ড, ওয়াল্টন প্লাজাসহ ২৫টির বেশি প্যাভিলিয়ন ছিল। একটু সামনে এগিয়ে বাম দিকে গেলেই সাক্ষাত মিলেছে সিম্ফোনি মোবাইলের কার্নিভাল, অনলাইন মার্কেট প্লেস এখনই ডটকম, এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড, বিজয় ডিজিটাল, কমপিউটার ভিলেজসহ প্রায় ৩০টি স্টল। এসব স্টলে ছিল ল্যাপটপ, পাওয়ার ব্যাংক, সাউন্ড সিস্টেম, পেনড্রাইভ ও ডাটা ক্যাবল। কার্নিভ্যালের পাশেই ছিল হারমোনিতে র‍্যাংগস ইলেক্ট্রনিক্স, হুয়াই টেকনোলজি বাংলাদেশসহ পাঁচটি প্যাভিলিয়ন। এছাড়া ডিবি টেকনোলজি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), সাউথ বাংলা কমপিউটারসহ ১৫টির বেশি স্টল। মেলা প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথের ডান দিকে টেলিফোন শিল্প সংস্থার স্টলের 'দোয়েল ল্যাপটপ'-এ ছিল দর্শনার্থীদের আলাদা দৃষ্টি। দোয়েলের অ্যাডভান্সড ১৬১২ আই৩, অ্যাডভান্সড আই৩ বায়ো, অ্যাডভান্সড ১৬১২ আই৫, স্ট্যান্ডার্ড ২৬০৩, অ্যাডভান্সড ই, ক্রমবুক এবং ট্যাব নিয়েও আগ্রহ ছিল দর্শনার্থীদের মধ্যে। একইভাবে ওয়াল্টন, সিম্ফোনি, সিএসএম, বিজয়, ড্যাফোডিল, পারফেক্ট, ফ্লোরা, টুইনমস ইত্যাদি আইটি ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ভিড়ে দেশের পতাকা বহন করেছে। ব্যাংকিংয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরে এনআরবি ব্যাংক। ট্যাপ ট্যাপ অ্যান্ড গেম প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল রাইজআপল্যাবস। মেলায় ডেস্কটপ ল্যাপটপ, ট্যাব, প্রিন্টার, মনিটর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, পাওয়ার ব্যাংক ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য ডিজিটাল ডিভাইসের পাশাপাশি মেলায় দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে থ্রিডি প্রিন্টার।

বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

থ্রিডি প্রিন্টারের চমক

আইসিটি এক্সপোতে দর্শনার্থীদের চমকিত করে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার। টেবিলের ওপর ফাঁপা বর্গাকৃতির এই প্রিন্টারটি দেখে দর্শনার্থীদের অনেকেই ঠাহর করতে পারছিলেন না ছাপার নামে কিভাবে বস্তুর গঠন অনুযায়ী গোটা বস্তুটাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। প্রিন্টারের পাশেই টেবিলে দেখা গেলো ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিংয়ে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক-রোল। অটোক্যাড, থ্রিডি এস ম্যাক্স কিংবা মায়া ইত্যাদি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত সফটওয়্যারে ডিজাইন করা মডেল দিয়েই মূলত থ্রিডি প্রিন্ট করা হচ্ছিল তিন নেতার মাজার, ফুলদানি ও নৌকা থেকে শুরু করে কৃত্রিম হাত ও আইফেল টাওয়ারের মতো কাঠামো। দুই রঙের এই প্রিন্টারের জাদু দেখিয়েই মেলায় দর্শনার্থীদের নজর কাড়ে একেবারেই নবীন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেকনোনিডস। তাইওয়ানের দ্য ভিঞ্চি সিরিজের প্রিন্টারের মাধ্যমে স্টলটিতে ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং প্রক্রিয়াও দেখানো হয়। ওয়ানহাও ব্র্যান্ডের ডি৫এস মিনি মডেলের থ্রিডি প্রিন্টার নিয়ে আসে

কমপিউটারসিটি টেকনোলজিস। জানা গেলো, তাদের প্রিন্টারটি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেল, প্রটোটাইপ মডেল, আর্কিটেকচারাল মডেল কিংবা শৌখিন যেকোনো মডেল প্রিন্ট করতে পারে। পাশাপাশি বড় প্যাভিলিয়নে তাইওয়ানের তৈরি এমবট ব্র্যান্ডের দুটি মডেলের ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার, প্রিন্টারগুলোর কার্ট্রিজ ও অন্য যন্ত্রপাতির পসরা সাজায় ইউনিক বিজনেস সিস্টেম। দর্শনার্থীদেরকে বাংলাদেশের মানচিত্র, ছোটদের খেলনা তৈরি করে দেখানো হয় সেখানে। মেলা প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় তলায় ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের ব্যবহার সম্পর্কে দর্শনাথীদের বিভিন্ন তথ্য জানান ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেখানে থ্রিডি স্ক্যানারে হাত দিয়ে নিজের শরীরের থ্রিডি প্রিন্টের ছবি দেখেছেন আনেকেই। থ্রিডি প্রিন্টারে তৈরি বিভিন্ন পণ্য দেখতে মেলা প্রাঙ্গণে ছিল দর্শনার্থীজট।

উদ্ভাবকের মেলায়

আইটি পণ্যের পসরা ও প্রযুক্তি সেবার আয়োজন ছাপিয়ে দর্শনার্থীদের সবচেয়ে ভিড় ছিল মেলা প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় তলায়। চলন্ত সিঁড়ি বেয়ে মিডিয়া বুথ অতিক্রম করে সেলিব্রিটি হলের দরজা পেরুতেই গর্বে বুক ভরে গিয়েছিল দেশে উদ্ভাবিত রোবট, ড্রোন নিয়েও মেলায় অংশ নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের নানা উদ্ভাবনায়। দর্শনার্থীরা উপভোগ করেছেন মাথার ওপর দিয়ে কোয়াড কোর কপ্টারের শো শো চক্কর, উড়ন্ত ড্রোনের নৈপুণ্য, কৃত্রিম হাত। রোবটের ফুটবল ম্যাচ। ভূমিকম্প হওয়ার আগেই সতর্কবার্তা পাওয়ার উপায়, রোবটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গাড়ি পরিচালনা, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় রোবট পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ কিংবা অন্ধদের জন্য ব্রেইল প্রিন্টার অথবা চিন্তাশক্তির মাধ্যমেই হুইল চেয়ার নিয়ন্ত্রণ, হোম অটোমেশন সিস্টেম, মেরিন সিকিউরিটি ডিভাইস, মুঠোফোন থেকেই ট্রেনের সিডিউল জানা– ধরনের ৩৬টি উদ্ভাবনী প্রকল্পে উদ্ভাসিত ছিল বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫। তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীদের আগ্রহের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল উদ্ভাবন কেন্দ্রটি। নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে মেলায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চমকে দিয়েছে দর্শনার্থীদের। প্রমাণ দিয়েছে 'মেইক বাই বাংলাদেশ' প্রত্যয় নিছক গাল-গপ্পো নয়। আর তরুণদের এমন বৈচিত্র্যময় উদ্ভাবনাকে উজ্জীবিত রাখতে মেলার শেষ দিন পুরস্কৃত করা হয়। ভূমিকম্পের সতর্কবার্তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করায় বেসরকারি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এআইইউবি) শিক্ষার্থী রায়হানুল হক, সোয়াইব হাসান, আসাদুল্লাহিল গালিব ও আক্তার সাদাফকে মেলার সেরা উদ্ভাবনা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। নিজেদের উদ্ভাবনা বিষয়ে দলনেতা রায়াহানুল হক বলেন, আর্থকোয়াক মনিটরিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা দূরবর্তী জায়গায় একটি সেন্সর নোট রেখে দেব। আর ঢাকা শহরের মধ্যে একটি ল্যাপটপসহ মনিটরিং রুম থাকবে। ভূমিকম্প শুরু হওয়ার ২০ থেকে ২৫ সেকেন্ড আগে এসএমএসের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারবে তাদের এই প্রযুক্তিটি।

গুগল কারের মতোই চালক ছাড়া প্রতিষ্ঠানের গাড়ি পরিচালনার পদ্ধতি উপস্থাপন করে উদ্ভাবনা জোন থেকে দ্বিতীয় হয়েছে বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা। এই দলে ছিলেন আবুল আল আরবি ও খালেদ বিন মুঈন উদ্দিন। 'স্মার্ট অটোমেটেড গাইডেড ভেহিক্যাল প্রজেক্টে'র মাধ্যমে এরা উদ্ভাবন করেন কীভাবে প্রতিষ্ঠানের সব গাড়ি চালক ছাড়া পরিচালনা করা সম্ভব। আবুল আল আরবি জানান, তাদের প্রজেক্টে দেখানো হয়েছে রোবটের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের গাড়ি পরিচালনার পদ্ধতি। সিসি ক্যামেরা থেকে ভিডিও ফুটেজ দেখে কমপিউটারের মাধ্যমে গাড়ির মধ্য থাকা রোবট পরিচালনা করা হবে। আর দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় রোবট পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রকল্প উপস্থাপন করে মেলায় তৃতীয় হয়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা। এরা প্রদর্শন করেছিল 'এসএম ১৮০৫' নামের একটি রোবট। রোবটটির মূল কারিগর মাইনুল হাসান। তার সাথে এই দলে ছিলেন সহপাঠী আমানুল রিয়াদ ও মো. আবির। মাইনুল বলেন, অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে কাজ করার কথা মাথায় রেখেই এই রোবটটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

খেলায় মগ্ন

প্রবল আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ানোর লড়াইয়ে সরগরম ছিল বাংলা আইসিটি এক্সপো। ফেরারী নিয়ে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে রেসে প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে প্রথম হওয়ার নেশায় কিবোর্ড আর জয়স্টিক নিয়ে চলেছে ধুন্ধুমার লড়াই। আর এই লড়াই দেখতে জটলা লেগেছিল গেমিং জোনে। সেখানে সবাই ছিল সমবয়সী-তরুণ। কেউ শত্রুপক্ষকে ঘায়েলে মগ্ন ছিল কমপিউটারের সামনে, কারও হাতে ছিল মেসি আর রোনালদোর নিয়ন্ত্রণ। স্মার্ট টেকনোলজিসের সৌজন্যে গিগাবাইট আয়োজন করেছিল এই গেম

প্রতিযোগিতার। ফিফা, স্ট্রিট ফাইটার৪, কল অব ডিউটি ২ এবং ডটা ২ খেলতে এখানে ছিল টানটান উত্তেজনা। প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় ছিল অর্পণ কমিউনিকেশন এবং আমব্রেলা ম্যানেজমেন্ট। আমব্রেলা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম বাসিতুল ইসলাম জানিয়েছেন, খেলার ফাইনালে বিজয়ীদের জন্য ছিল ৭০ হাজার টাকার পুরস্কার।

শিশুর তুলিতে আগামী প্রযুক্তি

মেলায় প্রযুক্তির সাথে শিশুদের সখ্যতা গড়ে তুলতে ছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় জলরঙে মনের মাধুরি মিশিয়ে আগামী প্রযুক্তির ডিভাইসের সাথে ছবি এঁকে তাক লাগিয়ে দেয় শিশুরা। সড়কে চলার পাশাপাশি আকাশেও উড়াল দিতে পারে এমন একটি 'উড়ুক্কু গাড়ি' একেছিল যানজটে নাকাল ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র মারুফ। অন্যদিকে মানুষের মন বুঝতে পারে এমন একটি গেমিং ডিভাইসের কল্পনা এঁকে দেখায় ভিডিও গেমসের পোকা ফারহান। মেলাপ্রাঙ্গণ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমের করিডোরের এই আয়োজনে অংশ নিয়েছিল রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের ১৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল তোমার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ডিভাইস। বয়সভিত্তিক দুই বিভাগে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিশুশ্রেণীতে পড়ুয়া ফয়সাল এঁকেছিল চারটি কর্মী রোবটের ছবি। এগুলো পুলিশ, সেলসম্যান, কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে বলে জানায় সে। প্রতিযোগিতা শেষে অংশ নেয়া শিশু-কিশোরদের চকলেট খাইয়ে অ্যাপায়ন করা হয়। এরপর দুই ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের হাতে ট্যাব তুলে দেয়া হয়।

সেমিনারে দেশ ও প্রযুক্তি

ডেল, এইচপি, ইলেকট্রোসেভাল, ওয়েস্টার্ন ▸

ডিজিটাল, প্রোলিংক, কোনিকা মিনোলটাসহ বিশ্বসেরা প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যপ্রযুক্তির পথযাত্রায় নির্দেশনা পেতে ১৯ জনসহ প্রায় অর্ধশতাধিক প্রযুক্তিবিদ অংশ নেন ১০টির বেশি কর্মশালায়। বিষয়ভিত্তিক ৩টি সভায় ছিল তারুণ্য আর দেশপ্রেমের জোয়ার। প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ারের জাদুর কাঠি নিয়ে মেলায় ছিল সেলিব্রেটি কনফারেন্স। উদ্বোধনী দিনে অনুষ্ঠিত হয় ডিজিটাল ই-হেল্‌থ এবং আইসিটি ফর বেটার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা। অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রকৌশলী নাভিদ রহমানের 'ব্র্যান্ড ইউরসেলফ' নান্দনিক আড্ডা। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ভারতসহ ১১টির বেশি দেশের বিশেষজ্ঞেরা তারুণ্যের ভাবনা উপস্থাপন ও বিনিয়োগ-জাগরণ সৃষ্টিতে থাকছে 'ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা ফোরাম' শীর্ষক বিশেষ সম্মেলন। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় 'ক্লাউড কমপিউটিং : দি ফিউচার' বিষয়ক কর্মশালা এবং বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপোর মূল সুরে উদ্ভাসিত বিশেষ আয়োজন 'হার্ডওয়্যার: চ্যালেঞ্জস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড' শীর্ষক সভা। বিসিএস সভাপতি মাহফুজুল আরিফের সঞ্চালনায় 'হার্ডওয়্যার : চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড' শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা হয় প্রযুক্তি ভোক্তা থেকে উৎপাদক দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার কৌশল ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে। দেশীয় হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি খাতে সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিয়ে সেমিনারে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সদস্য (মূসক) ফিরোজ শাহ আলম, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক আশরাফুল ইসলাম এবং আইসিটি সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার। ফ্লোর আলোচনায় অংশ নেনে বিসিএস সাবেক সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, ফায়জুল্লাহ খান, কমপিউটার সোর্স পরিচালক এইউ খান জুয়েল, গ্লোবাল ব্র্যান্ড চেয়ারম্যান এএসএম আব্দুল ফাত্তাহ, স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে মূলত স্থানীয় আইটি বাজারে বিদ্যমান সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়। আলোচনায় প্রতিভাত হয় আমদানির চেয়ে দেশে উৎপাদন ও আইটিতে নিজস্ব ব্র্যান্ডিংয়ে এখানে পদে পদে বাধা। স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা জানান, একইসাথে একাধিক কাজ করতে সক্ষম একটি সেল্যুলার ফোন আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকলেও মাল্টিফাংশনিং প্রিন্টারের জন্য উচ্চকর দিতে হয়। মেমরি মডিউল-র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, মেমরি কার্ড, কালি, টোনার, মানিটর ইত্যাদি আইটি পণ্যে রয়েছে একই ধরনের বৈসাদৃশ্য। একই সাথে উঠে আসে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানী করা পণ্যের খরচের বৈষম্য, অনিয়মিত পথে ওয়ারেন্টিবিহীন আমদানিপণ্যের স্থানীয় 'গ্রে' মার্কেটের প্রসঙ্গ। আইটি কমপোনেন্ট আমদানিতে সংখ্যা ও পরিমাণগত ধূম্রজাল। আলোচিত হয় বৈশ্বিক বাজারে আইটি হার্ডওয়্যারের উৎপাদন ও বাজারজাত করার পদ্ধতি এবং বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারের আকৃতি ও প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে আইসিটি হার্ডওয়্যার উৎপাদন বা সংযোজনের সম্ভাবনা নিয়ে। এসময় সরকারি এবং বেসরকারি হার্ডওয়্যার শিল্পের কর্মপদ্ধতি পুনঃনির্ধারণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে বিসিএস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের ওপর কর দেন। মেলায় অনুষ্ঠিত হয় আইটি পেশায় নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার গোপন সূত্র নিয়ে সুলাইমান সুখনের 'হাউ টু গেট নোটিস' শীর্ষক প্রযুক্তি আড্ডা। এছাড়া পাওয়ার ব্যাকআপ সলিউশন, ফিউচার টেকেনালজিস, ট্রান্সফরমিং এডুকেশন টু ডিজিটাল বিষয়ক সেমিনার এবং দেশীয় মার্কেট প্লেস বিল্যান্সারের আয়োজনে ফ্রিল্যান্সার লোকাল মার্কেটপ্লেস : পসিবিলিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস শীর্ষক প্রযুক্তি আড্ডাতে মুখর ছিল প্রথম বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো।

তরুণ প্রজন্ম চিনলো দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার

তিন দিনের বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপোর সবচেয়ে বড় চমক ছিল মেলার শেষ দিন। এদিন তরুণ প্রজন্ম চিনলো যার হাত ধরে আজ সুচিত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথচালা। তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার অপারেটর মো: হানিফ উদ্দীন মিয়া। আইসিটি এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠানে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয় তাকে। মো: হানিফ উদ্দীন মিয়ার পক্ষে পদক গ্রহণ করেন তার স্ত্রী, পুত্র শরীফ হাসান সুজন এবং নাতি ইরফান। এই গুণী ব্যক্তির পরিবারের কাছে সম্মাননা হস্তান্তর করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইমরান আহমদ, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সভাপতি এএইচএম মাহফুজুল আরিফ, আইসিটি বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার প্রমুখ।

মো. হানিফ উদ্দীন মিয়া

মেলার আয়োজন সম্পর্কে বিসিএস সভাপতি এএইচএম মাহফুজুল আরিফ বলেন, প্রস্ফুটিত দেশীয় প্রযুক্তি শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও সম্ভাবনার প্রতিচিত্র তুলে ধরতেই আমরা এবার ভিন্নমাত্রায় আয়োজন করে 'বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো ২০১৫'। দেশের প্রযুক্তি খাতকে নতুন মাত্রা দিতে এই আয়োজনে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি ভোক্তার কাতার থেকে উৎপাদক হয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে রফতানির মাধ্যমে জিডিপিতে অবদান রাখতে আমরা প্রতি প্রাণে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছি 'মেইক বাই বাংলাদেশ' আহ্বান। দেশের হার্ডওয়্যার খাতকে চাঙ্গা করতে আমরা এই মেলার মাধ্যমে সবাইকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করার প্রয়াস পেয়েছি। উৎপাদক দেশ হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার যে স্বপ্ন আমরা দীর্ঘদিন ধরে মনে মনে বুনে চলছিলাম এই মেলা তার একটি রূপ দিয়েছে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সবাইকে এখন হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করতে হবে। সূর্যাস্তের আগেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৌড় দিতে হবে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ পলক বলেন, এই মেলা থেকে আমরা প্রমাণ দিতে পেরেছি– আমরা শ্রমিক নই, প্রযুক্তিনির্ভর জাতি। বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবলের কোনো বিকল্প নেই। আর এই দক্ষ জনবল তৈরিতে এবার আমরা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি। ২০২১ সালের মধ্যে জনগণকে ডিজিটাল বাংলাদেশ উপহার দেয়ার পাশাপাশি বিশ্বকেও একটি বড় বার্তা দিতে চায় সরকার। আর এজন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতের এক হাজার পণ্যের তালিকা করা হবে, যেটি কোনো না কোনোভাবে এ দেশের সন্তানেরা তৈরি, সংযোজন বা ডেভেলপ করেছে। পরে এই পণ্যের তালিকা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ আমদানিকারক থেকে রফতানিকারকের তালিকায় নিজেদের নাম লেখাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা দেবে। বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো তারই প্রাথমিক উদ্যোগ কজ

আইসিটি এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠানে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয় মো. হানিফ উদ্দীন মিয়াকে। তার পক্ষে পদক গ্রহণ করেন তার স্ত্রী, পুত্র শরীফ হাসান সুজন এবং নাতি ইরফান। পরিবারের কাছে সম্মাননা হস্তান্তর করছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

বদলে গেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন

অফিস ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবায় এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন

সরকার চায় সীমিত সম্পদ ও সুযোগের মধ্যেও অফিস ব্যবস্থাপনাকে আইসিটিসমৃদ্ধ করে সর্বোত্তর নাগরিক সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন যথা সচেতন। সেই সূত্রে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নেয়া নানা উদ্যোগের ফলে অফিস ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সেবায় এসেছে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন। এরই ওপর আলোকপাতের প্রয়াস রয়েছে **মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন**-এর এ লেখায়।

ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম : অনলাইন নথি ব্যবস্থাপনা

২০১৪ সালের মার্চের শেষ দিকে সারাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম বা এনইএসএস কার্যক্রমে চট্টগ্রামের অবস্থান ছিল ৬২তম। এই হতাশাজনক অবস্থানের পেছনে কারণ ছিল ইন্টারনেটের ধীরগতি, কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব আর কর্মচারীদের নিস্পৃহ উদাসীন মনোভাব। এছাড়া এ কার্যালয়ের কমপিউটারগুলো ছিল আধুনিক প্রযুক্তির মাপকাঠিতে সেকেলে। মে ২০১৪ থেকে এ কার্যালয়ের আইসিটি শাখাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। পুরনো-নষ্ট কমপিউটারগুলো যুগোপযোগী করা হয়। বিভিন্ন ধাপে আরও ২২টি কমপিউটার ও দুটি ল্যাপটপ কেনা হয় সরকারি বরাদ্দের বাইরে।

এখানে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ইন্টারনেট সংযোগ ও এর ধীর গতি। বিভিন্ন সময় এ কার্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে আগে স্থাপিত ল্যান (LAN) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সারা অফিসের সব কয়টি কক্ষে আবার নতুন করে ল্যান সংযোগ দেয়া হয়। কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাউটার বসিয়ে পুরো অফিসকে ওয়াই-ফাইয়ের আওতায় আনা হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন প্যাকেজে ১৩ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়। ১১৬টি কমপিউটার ও ২৩টি ল্যাপটপের সমন্বয়ে এ কার্যালয়কে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। বদলিজনিত কারণে অনেক প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্যত্র চলে যাওয়ায় প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পথটা খুব মসৃণ ছিল না। কর্মকর্তাদের মধ্যে যাদের TOT প্রশিক্ষণ ছিল, তারাও বিভিন্ন সময় বদলি হয়ে গেছেন। পরে নতুনভাবে কর্মকর্তাদের TOT প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাদের মাধ্যমে প্রথম ধাপে জেলা প্রশাসনে নিযুক্ত অন্য কর্মকর্তাদের ও দ্বিতীয় ধাপে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এনইএসএস এবং ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে পক্ষব্যাপী এই প্রশিক্ষণ ছিল ফলপ্রসূ। যার ফলে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বর্তমানে এনইএসএসে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে। এ কার্যালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইসিটিবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে প্রযুক্তিবান্ধব ও দক্ষ করে তোলা হয়েছে। পুরনো আমলের নথি ব্যাবস্থাপনা থেকে সরে এসে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনার সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ফলে অফিসপ্রধান থেকে শুরু করে অফিস সহকারী পর্যন্ত সবাই ফাইল-নথির অবস্থান, মুভমেন্ট এবং বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন। কোন ডেস্কে কতটি নথি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে তা প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে কাজের জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা বেড়েছে। সার্বিকভাবে যা সুশাসন নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্টডেস্ক : নাগরিক সেবা নিতে যুগোপযোগী উদ্ভাবন

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সব সেবা স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ও ঝামেলাহীনভাবে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর দেশের সব জেলার সাথে চট্টগ্রামে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে রয়েছে সুদৃশ্য আধুনিক ফ্রন্টডেস্ক, যেখানে সব নাগরিক ও দাফতরিক আবেদন সরাসরি, ডাকযোগে কিংবা ই-মেইলে নেয়া হয়। ২০১৩ সালের ১ জুলাই জেলা ই-সেবা কেন্দ্রটি জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম তথা এনইএসএস দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু জেলা ই-সেবা কেন্দ্র থেকে জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিতে পারতেন না। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার কার্যালয়ে জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্টডেস্ককে নতুন আঙ্গিকে ও বড় পরিসরে সাজানোয় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা এ কেন্দ্রকে করেছে গতিময় ও

জেলা ই-সেবা কেন্দ্র ও ফ্রন্টডেস্ক

অত্যাধুনিক। এ কার্যালয়ের মূল ফটকের সামনের অবস্থানের কারণে সেবা পেতে মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হয় না।

জেলা ই-সেবা কেন্দ্রের অনলাইনভিত্তিক সেবা : ০১. নাগরিক আবেদন গ্রহণ; ০২. দাফতরিক আবেদন গ্রহণ; ০৩. সিএসআরএসএসএ দিয়ারা, পেটি, বিএস খতিয়ান ও নকশাসহ নানা সরকারি দলিলের সহিমোহরী নকল সরবরাহ; ০৪. জনস্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বিতরণের তথ্যাদি; ০৫. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের তথ্যাদি; ০৬. হজবিষয়ক প্রয়োজনীয় সহায়তা; ০৭. বিভিন্ন ব্যবসায় বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদান; ০৮. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স সংক্রান্ত সহায়তা দেয়া; ০৯. উপজেলাধীন সায়রাত মহাল, বদ্ধ জলমহাল ও বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি; ১০. কৃষি, অকৃষি, হাট-বাজারের খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি ও ফরম; ১১. হাট-বাজার পেরিফেরিকরণ, হাট-বাজারের খাস জমি চিহ্নিতকরণ, হাট-বাজার অভ্যন্তরস্থ খাস জমি বন্দোবস্ত/বণ্টন সংক্রান্ত তথ্যাদি ও ফরম; ১২. অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, লিজ দেয়া ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি; ১৩. বিদেশগামী কর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া; ১৪. বিদেশে মৃত্যুবরণকারীদের লাশ আনা এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে সহায়তা দেয়া; ১৫. উপজাতীয়দের উন্নয়ন ও শিশু অধিকার বিষয়ক ▸

তথ্য দেয়া; ১৬. প্রাথমিক শিক্ষা ও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পরিচালনায় বিভিন্ন সহায়তা; ১৭. ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তি এবং ১৮. হটলাইনের মাধ্যমে যেকেউ যেকোনো সময়ে তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়ে থাকে।

ওয়েব পোর্টাল : স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

২০১৪ সালের মার্চের শেষভাগে জেলা ওয়েব পোর্টালে তথ্য সন্নিবেশের শতকরা হার ছিল ৮৩ ভাগ, উপজেলা পর্যায়ে ৪০ ভাগ এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩০ ভাগ। এপ্রিলের শুরু থেকে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পোর্টাল হালনাগাদ করার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে জোর তৎপরতা শুরু হয়। উপজেলা

এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা টেকনিশিয়ান এবং ইউআইএসসি উদ্যোক্তাদের ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি সরকারি অফিসকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে এসে নিজ নিজ তথ্য হালনাগাদ করার জন্য তাগিদ দেয়া হয় এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। ফলে চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলা ও ১৯৫টি ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টালের নির্ভুলতা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১০০ ও ৯৮ শতাংশ।

ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সেবা দেয়া সম্পূর্ণভাবেই প্রযুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া। পোর্টালে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত থেকে জনসাধারণ তার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি পেতে পারেন। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সব ওয়েব পোর্টালে সব তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। বাংলাদেশের যেকোনো জেলার তুলনায় সঠিকতার মান যাচাইয়ে চট্টগ্রাম জেলা ওয়েব পোর্টাল বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষ অবাধে যেকোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন এবং তথ্য অধিকার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সেবা সুনিশ্চিত হচ্ছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সব ওয়েব পোর্টালে সব তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইনের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পোর্টালের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা : ভার্চুয়াল অফিস নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্পূর্ণভাবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান জেলা প্রশাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কার্যালয়ের ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১৬টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ফলে অযাচিত মানুষের ভিড় ও দালালের দৌরাত্ম্য কমেছে। এ কার্যালয়ে নিরাপত্তার স্বার্থে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনার লক্ষ্যে এবং ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে সিসি

ক্যামেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্থাপিত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থানীয় আইএসপির সহায়তায় জেলা প্রশাসক তার নিজস্ব বাংলো অফিস, বাসা ও অফিসের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিষয় এই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে তদারকি করে থাকেন।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক্স অ্যাটেনডেন্স

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের আওতাভুক্ত। প্রতিদিন সব কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাক্রমে পাঞ্চ কার্ড ও থাম্ব ইম্প্রেশনের মাধ্যমে সকাল ৯টার মধ্যে অফিসে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। এটি সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিনির্ভর একটি ব্যবস্থা। ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম যন্ত্রটির মাধ্যমে পাঞ্চ কার্ড ও থাম্ব ইম্প্রেশনের প্রয়োগ ঘটিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

এ পরিবর্তনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের

কার্যালয় একটি সুশৃঙ্খল অফিসে পরিণত হয়েছে। সবার সঠিক সময়ে উপস্থিতিতে কাজের গতি ও নাগরিক সেবার মান বেড়েছে।

ডিজিটাল সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দেওয়ানি আদালতে চলমান মামলাগুলোর ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় চট্টগ্রাম জেলাসহ দেশের সব জেলায় এ সফটওয়্যারটি ২০১১ সালের নভেম্বরে একযোগে চালু হয়। অনলাইনে এন্ট্রি পদ্ধতি ২০১১ সাল থেকে চালু হলেও মাঝপথে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি আবার বর্তমান জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে ২০১৪ সাল থেকে নতুন করে চালু হয় এবং নিয়মিত তথ্য আপডেট করা হয়। এ পদ্ধতিটি চালু হওয়ার পর থেকে অন্যান্য জেলার মতো এ জেলায়ও বিভিন্ন আদালতে (সদর এবং উপজেলায় অবস্থিত আদালত) চলমান দেওয়ানি মামলাগুলোর সব তথ্যাদি রেজিস্টারে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ডিজিটাল সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অনলাইনে মামলাগুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ডিজিটাল সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে দেওয়ানি মামলা রেকর্ড করা হয়। ঠিকানা : www.csmminland .gov.bd।

বর্তমানে উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে ৮ হাজারের মতো দেওয়ানি মামলা এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলায় সরকারি স্বার্থ জড়িত/জড়িত নেই এ ধরনের প্রায় বিশ হাজারের মতো মামলা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব মামলা অনলাইনে এন্ট্রি করা হচ্ছে। এ পদ্ধতিটি চালু থাকলে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারি মামলাগুলোর তদারকিতে আরও গতিশীলতা আসবে। এর মাধ্যমে সরকারবিরোধী মামলাগুলো রেকর্ড হচ্ছে। ফলে সারাদেশের মামলাগুলো এই সফটওয়্যারে সংরক্ষিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে বসে সব মামলা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। মামলার মধ্যে যে বিষয়গুলো সংরক্ষিত হচ্ছে তা হলো– মামলা নম্বর, মামলার ধরন, দায়েরের তারিখ, আদালত, বাদী, বিবাদী, তফসিল, জিপি/এজিপি। মামলাগুলো অপারেটর দিয়ে এন্ট্রি করার পর সংশ্লিষ্ট সেকশন অফিসার অনুমোদন দেন। পরে আবার চাইলে মামলাগুলো সংশোধন করা যায়। এটি ব্যবহারের জন্য আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হয়।

এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে কোন মামলা কী অবস্থায় আছে, তা জানা যাচ্ছে এবং মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে। এর ফলে কাজে গতিশীলতা এসেছে এবং জনগণ উপকৃত হচ্ছেন। এ প্রক্রিয়ায় সব মামলা নিবন্ধিত করা হচ্ছে এবং অচিরেই শতভাগ সফলতার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করা যাবে। এতে সরকারি সম্পদ রক্ষাসহ ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত মামলা সংক্রান্ত সেবা দ্রুত সময়ে পাবেন।

ভূমি অফিস

দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে নাগরিক সেবা দেয়ার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সদর সার্কেল ভূমি অফিসকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা হয়, যা বাংলাদেশে প্রথম নজির। সদর সার্কেল ভূমি অফিসে প্রত্যেকটি নামজারি মামলা অনুমোদনের প্রতিটি পর্যায়ে সময় নির্ধারিতকরণ এবং তদানুযায়ী একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ, অফিস ডিজিটালাইজেশন, ইন্টারনেট সংযোগ, মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে আবেদনকারীর নিজের মোবাইলে স্ট্যাটাস আপডেট জানানো এবং ওয়েবসাইটেও হালনাগাদ তথ্য দেয়ার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রযুক্তির প্রয়োগে সেবা দেয়া

০১. পুশ পুল ব্র্যান্ডেড এসএমএসের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা : 'এসিল্যান্ড সদর' এই ব্র্যান্ড নামে নামজারির আবেদনকারীর নিজ মোবাইল নম্বরে নামজারির প্রতিটি ধাপে এসএমএসের মাধ্যমে নোটিফিকেশন মেসেজ চলে যাবে। নামজারির প্রতিটি ধাপ সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে নামজারির কার্যক্রম শেষ হয়।

০২. ওয়েবসাইটেও নামজারির সর্বশেষ অবস্থা জানা যাবে : সদর সার্কেল ভূমি অফিসে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। নামজারির মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানতে www.acland-sadarctg.gov.bd ওয়েবসাইটে ক্লিক করুন। এ অংশে গিয়ে মামলা নম্বর ও আবেদনকারীর নিজস্ব মোবাইল নম্বর দিলে সংশ্লিষ্ট নামজারির নথিটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা দেখতে পারেন।

০৩. ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন : নামজারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য যেসব আবেদনকারী সদর সার্কেল ভূমি অফিসে আসেন, তারা এই অফিসের ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে থাকেন। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে হেল্পডেস্ক কর্মচারীর মাধ্যমেও এই সুবিধা নেয়া যায়।

০৪. হটলাইন সেবা : সদর সার্কেল ভূমি অফিস থেকে পরামর্শ, মামলার তথ্য ও সেবা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য সেবাপ্রত্যাশী জনগণকে যাতে সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে অফিসে না এসে ঘরে বসেই ছোটখাটো সমস্যার সমাধান ও তথ্য জানা যায় সেজন্য একটি হটলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। নম্বরটি হলো ০১৭৭০-৭৭৭০০০। আপনার কলটি ফ্রন্টডেস্কে কর্মরত কর্মচারীরা রিসিভ করে প্রত্যাশিত সেবা দিতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে থাকেন। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সাথে সরাসরি ০১৭৩৩-৩৩৪৩৬০ নম্বরেও যোগাযোগ করা হয়ে থাকে।

দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে নাগরিক সেবা দেয়ার লক্ষ্যে সদর সার্কেল ভূমি অফিসকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস ও আগ্রাবাদ সার্কেল ভূমি অফিসের ডিজিটালাইজেশনের কাজ দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরের তিনটি সার্কেল ভূমি অফিসের ডিজিটালাইজেশনের কাজ শেষ হলে ক্রমান্বয়ে জেলার সব উপজেলা ভূমি অফিসকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

ভূমি অফিস ডিজিটালাইজেশনের ফলে দালালদের দৌরাত্ম্য কমেছে। মানুষ সরাসরি সেবা পাচ্ছেন। তাই মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশনের ফলে তথ্য পরিবর্তনের সুযোগ না থাকায় সব রেকর্ড স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে, যা ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ফ্রন্ট ডেস্ক ও হটলাইনে সরাসরি আবেদনের সুযোগ থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।

ইউডিসি : জনগণের দোরগোড়ায়

সেবা পৌঁছানো

২০১১ সালের ১১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী সারাদেশে একযোগে সব কয়টি ইউনিয়নে ইউআইএসসি (বর্তমানে ইউডিসি) উদ্বোধন করেন। মূলত প্রযুক্তিকে গ্রামে-গঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়েই ইউডিসির জন্ম। সেই সময় থেকে চট্টগ্রামে ২১৩টি ইউডিসির যাত্রা শুরু। একজন পুরুষ ও একজন নারী পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত এই ইউডিসিগুলো অনলাইন জন্মনিবন্ধন, অনলাইন প্রচার আবেদন, বিদেশ গমনেচ্ছুদের রেজিস্ট্রেশনসহ নানা সেবা দিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অর্থ ও সময় সাশ্রয় করছে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে অনলাইনভিত্তিক সেবা দিতে ইউডিসিগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণে ইউডিসি পরিচালকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যেসব ইউডিসিতে বিদ্যুতের ঘাটতি আছে, সরকারের সহায়তায় সেসব ইউডিসিতে ইতোমধ্যে সোলার প্যানেল সরবরাহ করা হয়েছে। তাদের দেয়া হয়েছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর তিন দিন ও পাঁচ দিন মেয়াদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য জেলা প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে একাধিকবার দেয়া হয়েছে সার্ভিস বিষয়ক নানা প্রশিক্ষণ।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম : অনলাইন ক্লাস ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহার এ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করেছে। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল এবং গভীরভাবে পঠিত বিষয়টি জানতে পারছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মূল ভিত্তি হলো প্রযুক্তি প্রয়োগে শিক্ষাদান। অর্থাৎ প্রচলিত ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার সাথে প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করা। শিক্ষকরা নিয়মিত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের একঘেয়েমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে খেলার ছলে এবং প্রযুক্তির সাথে মিলে-মিশে তাদের শিখন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলার ১৪টি উপজেলার ৬৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ২০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিগগিরই চট্টগ্রাম জেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ৮৩৫টি সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষাদানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কি না, তা নিয়মিত তদারকি করা হয়। এতে করে শিক্ষকরা নিয়মিত তাদের প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান করছেন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের একঘেয়েমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে খেলার ছলে এবং প্রযুক্তির সাথে মিলে-মিশে তাদের শিখন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। এতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবহারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে উঠছে কজ

অধ্যাপক কাদেরবিহীন এক যুগ

গোলাপ মুনীর

পেছনে ফেলে আসা ৩ জুলাই ২০০৩। আর আজকের ৩ জুলাই ২০১৫। মাঝখানে গোটা বারো বছর, এক যুগ। এই এক যুগ কমপিউটার জগৎ পরিবারকে পথ চলতে হয়েছে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের নেপথ্যচারী অগ্রদূত অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরবিহীনভাবে। কারণ, মহান আল্লাহ পাকের ঘোষিত অমোঘ নিয়মে আমরা থাকে হারিয়েছি ২০০৩ সালের ৩ জুলাইয়ে। কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্য অনুভব করি, বেদনায় সঙ্কুচিত হই তার এই অনুপস্থিতিতে। কারণ, তার জীবদ্দশায় তিনি কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি পাতা যে যত্নের ছোঁয়ায় প্রতিমাসে নিয়মিত বের করতেন, সে ছোঁয়া এখন অনুপস্থিত। এর ফলে আমরা আজকের দিনে তার অনুপস্থিতিতে শত সচেতনতার মাঝেও কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তার যত্নলালিত সে ছোঁয়ার অভাব অনুভব করি বরাবর। মনে হয় তার অভাব যেনো পূরণ হওয়ার নয়। তবুও আমরা এই এক যুগ কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করে আসছি তারই রেখে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার মূলমন্ত্র ধারণ করে। তার শেখানো শিক্ষা ও আদর্শের তাগিদ ছিল– আমাদের কথা বলতে হবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এজন্য কমপিউটার জগৎ-কে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলন। আর কমপিউটার জগৎ হবে এই আন্দোলনের হাতিয়ার। আমরা বারবার আমাদের একটি বিশ্বাসের কথা জানাতে গিয়ে বলে থাকি– একটি পত্রিকা হতে পারে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার। আর এই আন্দোলনকে সঠিক পথে ধাবিত করতে হলে নেতিবাচক সাংবাদিকতার কোনো অবকাশ নেই। অবকাশ নেই সরকার বা সরকারবিরোধী অন্য কোনো মহলের লেজুড়বৃত্তি করার। শুধু বিরোধিতার কারণেই বিরোধিতা করার সুযোগও ইতিবাচক সাংবাদিকতায় নেই।

আরেকটি বিষয় আমাদের নিয়মিত পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই জানেন, আমরা শুরু থেকে উপলব্ধি করেছিলাম তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হলে কমপিউটার জগৎ-কে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে জন্ম দিতে হবে নতুন ধারার সাংবাদিকতার। এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডকে নিছক পত্রিকা প্রকাশের মধ্যেই সীমিত রাখিনি। নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি আমরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন চালিয়ে গেছি বরাবর। আমরা যথাসময়ে যথাতাগিদটি দিতে ভুলিনি আমাদের নীতি-নির্ধারকদের। কখনও নীতি-নির্ধারকদের সাথে দেখা করে, কখনও সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে এসব তাগিদ আমাদের জানাতে হয়েছে। আমরা এ খাতে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন, তাদের জাতির সামনে উপস্থাপন ও সম্মাননা প্রদান করে আসছি অকৃত্রিম আন্তরিকতায়। আমরা আয়োজন করেছি প্রোগ্রামিংসহ তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নানা প্রতিযোগিতার। আয়োজন করেছি দেশের প্রথম কমপিউটার মেলা। আমরা আয়োজন করেছি এবং করছি অসংখ্য তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট মেলা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা পালন করতে পেরেছি অগ্রদূতের ভূমিকা। আমরা এখনও এসব কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সম্মানিত পাঠকমাত্রই জানেন, আগামী ১১-১২ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক ও কমপিউটার জগৎ-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে এ মেলা। এর আগে কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে প্রথমবারের মতো আয়োজন করে ই-কমার্স মেলা। পত্রিকা প্রকাশনার বাইরে এ ধরনের আন্দোলনমুখী কর্মকাণ্ড কমপিউটার জগৎ নতুন করে সূচনা করেনি, মূলত মরহুম আবদুল কাদেরই এ ধরনের বহুমুখী কর্মতৎপরতার সূচনা করে গিয়েছিলেন। আমরা তা অব্যাহত রাখছি মাত্র। ইনশাল্লাহ, আগামী দিনেও তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি রইল সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে।

অধ্যাপক আবদুল কাদের

মরহুম আবদুল কাদের ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন প্রচারবিমুখ মানুষ। ফলে সামগ্রিকভাবে তিনি জাতির কাছে যতটুকু পরিচিত হওয়ার কথা ততটুকু পরিচিতি তার নেই। আমরা সবাই স্বীকার করি, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে তার ভূমিকা অসমান্তরাল। তথ্যপ্রযুক্তি খাত-সংশ্লিষ্ট মানুষ তাকে অভিহিত করেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অগ্রপথিক অভিধায়। কিন্তু আমরা জাতীয়ভাবে তার এই অবদানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানাতে পারিনি। একই সাথে এরই মধ্যে তার ইন্তেকালের পর পুরো একটি যুগ পেরিয়ে গেছে। ফলে আজকের প্রজন্মের কাছে আবদুল কাদেরের স্মৃতি যেনো ক্ষয়ে যেতে চলেছে। হয়তো আগামী প্রজন্মের কাছে তার কোনো নাম-পরিচয়ের অবশেষ থাকবে না। তার ইন্তেকালোত্তর এক যুগ সময়ে বিভিন্ন সুধীজন তাদের লেখালেখি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তার অবদানের স্বীকৃতি জাতীয়ভাবে ঘোষণার তাগিদ দিলেও এর বাস্তবায়ন আজও হয়নি। আসলে এর ফলে এটিই প্রমাণ হচ্ছে, আমরা সত্যিকারের গুণীজনদের সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত। এ প্রবণতা যেকোনো জাতির জন্য আত্মহননেরই নামান্তর। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না বলেই আমরা বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো একটি জাতিতে পরিণত হতে পারছি না। কবে এ প্রবণতার অবসান হবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আমাদের অনেক তরুণ পাঠকেরই হয়তো মরহুম আবদুল কাদেরের সাথে তেমন কোনো পরিচয়সূত্র নেই। তাদের উদ্দেশে তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য উপস্থাপনের তাগিদ অনুভব করছি।

অধ্যাপক আবদুল কাদেরের জন্ম ঢাকার লালবাগ, নবাবগঞ্জে, ১৯৪৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর। মৃত্যু ২০০৩ সালের ৩ জুলাই। বাবা মরহুম আবদুস সালাম ছিলেন লালবাগের স্থায়ী অধিবাসী। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। পড়াশোনা ঢাকার লালবাগের ▸

নবাবগঞ্জ, নবাববাগিচা প্রাইমারি স্কুল, ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি নেন। তিনি কর্মজীবনে অংশ নেন বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সে : ঢাকার বিএমডিসি থেকে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট কোর্স, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাংকের কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট কোর্স, ঢাকার সাভারের বিপিএটিসি থেকে উন্নয়ন প্রশাসন কোর্স। এছাড়া নিয়েছেন কমপিউটার-বিষয়ক ২০টি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ওপর প্রশিক্ষণ। শিখেছিলেন বেশ কয়েকটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজও।

কর্মজীবন শুরু ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবরে, ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে। ১৯৯৫ সালের ২ আগস্ট পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রভাষক হিসেবে। ১৯৮৪ সালের ৩১ নভেম্বর কলেজটি সরকারি করা হয়। ১৯৯২ সালের ২ আগস্ট পদোন্নতি পেয়ে হন সহকারী অধ্যাপক। ১৯৯৫ সালের ২ আগস্ট তাকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে বদলি করা হয় পটুয়াখালী সরকারি কলেজে। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। এরপর দায়িত্ব পান নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-পরিচালক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের কমপিউটার সেলের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার। সেখানে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই পর্যন্ত সময়ে। এরপর দায়িত্ব নেন একই অধিদফতরের নির্বাচিত সরকারি কলেজে কমপিউটার কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে। ২০০০ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আবার কাজে যোগ দিয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে তার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর কয়েক মাস আগে তিনি ৩ জুলাই ইন্তেকাল করেন।

কিন্তু তার এসব কর্মকাণ্ডের সবকিছুকে ছাপিয়ে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হয়ে উঠেছিল কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ হিসেবে। ১৯৯১ সালের মে মাসে তিনি মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা শুরু করেন মূলত তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নকল্প মাথায় রেখে। 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগান নিয়ে তিনি শুরু করেন এই স্বপ্নকল্প পূরণের অভিযাত্রা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বাংলাদেশে সূচনা করেন অন্যরকম এক তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের, যে আন্দোলনের তিনি ছিলেন মধ্যমণি। আর সেই সূত্রেই তার হয়ে ওঠা এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

কজ

কবে পাবেন আবদুল কাদের তার অবদানের স্বীকৃতি?

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা আইসিটিতে পড়াশোনা করছেন বা আইসিটিসংশ্লিষ্ট পেশা বা ব্যবসায় করছেন বা যারা দেশের আইসিটির ব্যাপারে সচেতন, তারা হয়তো অনেকেই জানেন না বাংলাদেশের আইসিটি অঙ্গনে ক্রমোন্নতির প্রাথমিক অবস্থা কেমন ছিল, আইসিটি সম্পর্কে এ দেশের সাধারণ জনগণসহ সরকারি উচ্চপর্যায়ের সব কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন দেশের আইসিটিসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বা খবরাখবর, প্রচার-প্রচারণায় আমাদের দেশের মিডিয়ার ভূমিকা কেমন ছিল অথবা কেমনই বা ছিল এ দেশের আইসিটি অঙ্গনকে এগিয়ে নিতে মিডিয়ার ভূমিকা।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা আইসিটিতে পড়াশোনা করছেন বা আইসিটিসংশ্লিষ্ট পেশায় বা ব্যবসায় করছেন বা দেশের আইসিটির ব্যাপারে সচেতন, তারা হয়তো জানেন না যে নব্বইয়ের দশকে এ দেশের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে মিডিয়াসহ রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী মহলের প্রায় সবাই মনে করতেন এ দেশে কমপিউটারের ব্যাপক বিস্তার হলে দেশে বেকারত্বের হার শুধু বেড়েই যাবে না বরং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত যারা আছেন, তাদের অনেকেরই চাকরিচ্যুত হবেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারকদের মনে ছিল কমপিউটার-ভীতি। আর এ কারণে সরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই সদর্পে কমপিউটারকে 'শয়তানের বাক্স' হিসেবে অবিহিত করেছিলেন। এরা ছিলেন কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

এমনই এক বৈরী পরিবেশে প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রযুক্তিপ্রেমী আবদুল কাদের বাংলায় তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক এক পত্রিকা প্রকাশে সিদ্ধান্ত নেন, যা ছিল সে সময় খুব দুঃসাহসিক কাজ। তার এ সিদ্ধান্তের কথা সে সময় এ দেশের শীর্ষস্থানীয় আইসিটি ব্যক্তিত্বদের জানালে তারা কেউ তাকে উৎসাহ বা সমর্থন দেয়নি বরং নিরুৎসাহিত করেছে। তারপর তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে 'কমপিউটার জগৎ' নামের পত্রিকাটি প্রকাশ করা শুরু করেন। যেহেতু তিনি প্রথম থেকে এ পত্রিকাটিকে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তাই কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম প্রকাশনা শুরু করেন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগান নিয়ে।

লেখক ও অন্যান্য আইটিবিষয়ক বই এবং পত্রিকার প্রেরণার উৎস

শুরু থেকেই আমি কমপিউটার লাইনের পুরো ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলাম। পাশাপাশি কমপিউটার জগৎ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর সব কর্মকাণ্ডের সাথে ছিলাম এবং আজো এর সাথে জড়িত আছি সহযোগী সম্পাদক হিসেবে।

সেই সূত্রেই জেনেছি, আইটিবিষয়ক লেখক সৃষ্টি ও নতুন নতুন আইটি ম্যাগাজিনের প্রেরণার উৎস ছিলেন আবদুল কাদের। কমপিউটার জগৎ পত্রিকা প্রকাশের সম্ভবত মাস দুয়েক আগে অধ্যাপক আবদুল কাদের তার এক ঘনিষ্ঠ স্কুলবন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া ইকবালের ছোটভাই ভূঁইয়া ইনাম লেলিনকে কমপিউটার জগৎ-এর প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ দেন। যিনি পরবর্তী সময়ে 'কমপিউটার বিচিত্রা' নামে আরেকটি কমপিউটারবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন সম্ভবত ১৯৯৫ সালে। কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার কয়েক মাস পর কমপিউটার লাইনের ছাত্র মো: তারেকুল মোমেন চৌধুরী সহকারী সম্পাদক হিসেবে কমপিউটার জগৎ-এ যোগ দেন। তিনি পরবর্তী সময়ে 'কমপিউটার ভুবন' নামে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন সম্ভবত ১৯৯৭-৯৮ সালে। ১৯৯২ সালে বুয়েটের ছাত্র জাকারিয়া স্বপন কমপিউটার জগৎ-এ সহযোগী সম্পাদক হন। তিনিও বছর দুয়েক পরে 'কমপিউটিং' নামে পত্রিকার সাথে যুক্ত হন নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে। অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রতিবেশীর ছেলে ইকো আজহার ঢাকা ভার্সিটির কমপিউটার সায়েন্সের ছাত্রাবস্থায় কমপিউটার জগৎ-এ লেখালেখি শুরু করেন। পরে এই পত্রিকার প্রথমে সহযোগী ও পরে কারিগরি সম্পাদক হন। এরপর তিনি ইত্তেফাক পত্রিকার কমপিউটারের পাতা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। গোলাম নবী জুয়েল ১৯৯২ থেকে কমপিউটার জগৎ-এ লেখালেখি শুরু করে এর লেখক-সম্পাদক হিসেবে উন্নীত হন। গোলাম নবী জুয়েল পরে কমপিউটার বিচিত্রার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে লেখালেখি শুরু করেন। এভাবে শামীমুজ্জামান প্রমি, মোস্তফা স্বপন, হাসান শহীদ, শামীম আখতার তুষার, ফাহিম হুসাইন, ইথার হান্নান, জেসান রহমান, ওমর আল জাবির মিশো, আবু সাঈদ, শোয়েব হাসান, নাদিম আহমেদ, জিয়াউস শামছ– এমনি একঝাঁক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণের কমপিউটার বিষয়ে লেখালেখির হাতেখড়ি অধ্যাপক আবদুল কাদেরের কাছে। তেমনি বেশ কিছু কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকার পরোক্ষভাবে প্রেরণার উৎসাহ ছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। সুতরাং বলা যেতে ▸

পারে, অধ্যাপক আবদুল কাদেরের তথা কমপিউটার জগৎ-এর অন্যতম একটি সাফল্যের দিক হলো আইটিসংশ্লিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক তৈরিতে বিরাট ভূমিকা রাখা। বর্তমানে আইটিতে যারা লেখেন বা সিনিয়র লেখক বা এ ক্ষেত্রে মূলধারার লেখক আছেন যাদের আইটি সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, অধ্যাপক আবদুল কাদের তাদেরকে দিয়ে আইটিবিষয়ক লেখালেখি করিয়েছেন। পরে তাদের অনেকেই এখন আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বর্তমানে অনেক আইটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং অনেক দৈনিকে নিয়মিতভাবে আইটি বিষয়ে কিছু অংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যার প্রেরণার উৎস হচ্ছেন অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের। শুধু আইসিটি বিষয়ে যে সাংবাদিকতা চলতে পারে, তারও পথপ্রদর্শক অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের। আজ দেশে প্রচুর প্রতিষ্ঠিত আইটি সাংবাদিক রয়েছেন। এসব সাংবাদিকের একটি ফোরামও সফলভাবে কাজ করছে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে বা দাবি আকারে উপস্থাপন করতে তিনি নিজে না লিখে দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্টদের দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন। সেজন্য তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে প্রয়োজনীয় রসদ বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দিতেন।

পাঠক সৃষ্টিতে আবদুল কাদের

কমপিউটার জগৎ যখন তার প্রকাশনা শুরু করে, তখন বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কমপিউটার সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সমাজের অনেকেই মনে করতেন কমপিউটারের ব্যাপক প্রসার হলে দেশে বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারকদের মনে ছিল কমপিউটার-ভীতি। এরা ছিলেন কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। এমন অবস্থায় কমপিউটারসংশ্লিষ্ট বাংলা পত্রিকা বের করা রীতিমতো এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

যেহেতু আবদুল কাদের কমপিউটার বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কমপিউটারের চলমান প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা রাখতেন, তাই কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনার শুরু থেকেই এমন সব বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা করেন, যা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পায় এবং কমপিউটার সম্পর্কে জনমনে ভীতি দূর হয়।

অধ্যাপক আবদুল কাদের কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার শুরু থেকে পরিকল্পনা করেন কমপিউটারের সুফল জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে। সেজন্য দরকার ছিল কমপিউটার প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামগুলোর ওপর বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করে কিছু বই প্রকাশ করা। কমপিউটার প্রযুক্তিবিষয়ক বাংলা বই প্রকাশ সে সময় ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। এমনকি তা কল্পনা করাও ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবদুল কাদের সাহসিকতার সাথে ৮টি বিষয়ে বাংলায় বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সেগুলো ছিল– ডস, ওয়ার্ডস্টার, লোটাস, ডিবেজ, উইন্ডোজ, ওয়ার্ড পারফেক্ট, ট্রাবলশুটিং ও ডিটিপি। তিনি এই বইগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বাইরে বিক্রি না করে কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহকদের ফ্রি দিতেন। এই বইগুলো প্রকাশের পরপর তিনি পত্রিকায় এক ঘোষণা দেন, যা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত হতো। ঘোষণাটি ছিল এমন– 'কেউ এ পত্রিকার এক বছরের গ্রাহক হলে পছন্দমতো বিনামূল্যে যেকোনো দুটি বই ফ্রি পাবেন। এই গ্রাহক যদি অপর কাউকে গ্রাহক করেন, তাহলে তিনি আরও দুটি বই ফ্রি পাবেন এবং নতুন গ্রাহকও অনুরূপভাবে তার পছন্দমতো দুটি বই ফ্রি পাবেন।' এভাবে রাতারাতি কমপিউটার জগৎ-এর গ্রাহক সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, যা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। বলতে বাধা নেই– আমি, ভূঁইয়া ইনাম লেলিন ও তারেকুল মোমেন চৌধুরী প্রবলভাবে মরহুম আবদুল কাদেরের এ কার্যক্রমের বিরোধী ছিলাম। আমরা তিনজনই এমন কার্যক্রমকে নিছকই পাগলামো মনে করতাম। কেননা, সে সময় কমপিউটার জগৎ-এর আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছিল এবং আমাদেরকে

হাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবদুল কাদের

প্রচন্ডভাবে আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। তিনি শুধু আমাদের বলতেন, 'প্রথমে জাতিকে সেবা দাও, সব সময় ব্যবসায় করতে চেয়ো না'। তিনি মনে করতেন, পাঠক বাড়লে কমপিউটারের ব্যাপারে জনসচেতনতা যেমন বাড়বে, তেমনি এ সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রতি জনসমর্থনও বাড়বে, যা প্রযুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করবে। আর এ কারণেই তিনি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বিনামূল্যে গ্রাহকদের বই দেয়ার মতো পাগলামিটা করে গেছেন, যা প্রকারান্তরে দেশে আইসিটিবিষয়ক পাঠক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমানে দেশে বাংলায় আইটিবিষয়ক যেসব বই প্রকাশিত হচ্ছে তার প্রেরণার উৎসও হলেন আবদুল কাদের।

অন্যান্য পত্রিকা ও আইটিবিষয়ক সাংবাদিক সৃষ্টিতে আবদুল কাদের

মরহুম আবদুল কাদের যেমনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তেমনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে বা দাবি আকারে উপস্থাপন করতে তিনি নিজে না লিখে দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্টদের দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন। সেজন্য তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে প্রয়োজনীয় রসদ বা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দিতেন। এজন্য আবদুল কাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণী মহলের কাছে এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি এসব প্রখ্যাত সাংবাদিককে দিয়ে নিয়মিতভাবে কমপিউটার জগৎ-এ লিখিয়েছেন, যাতে সব মহলে দাবিগুলো গ্রহণযোগ্যতা পায়। কমপিউটার জগৎ-এ নিয়মিতভাবে আইটিবিষয়ক লেখালেখি করে অনেকে রীতিমতো আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এসব বিখ্যাত সাংবাদিকের মাঝে অন্যতম হলেন নাজিম উদ্দিন মোস্তান, আবীর হাসান, আজম মাহমুদ, কামাল আরসালান, তাজুল ইসলাম, আবদাল হোসেন, গোলাপ মুনীর প্রমুখ।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় বলা যায়, বাংলায় আইটিবিষয়ক ম্যাগাজিন সৃষ্টির প্রেরণার উৎস যে কমপিউটার জগৎ তথা আবদুল কাদের ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং বলা যায়, বাংলাদেশে বাংলায় আইটিবিষয়ক প্রকাশনার সৃষ্টির প্রসব-বেদনা ভোগ করেছেন আবদুল কাদের। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদেরকে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। একটি পত্রিকা টিকে থাকার জন্য বিশেষ করে আইটিবিষয়ক পত্রিকাকে যে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়, সেই পথ পাড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার পথ মসৃণ করে দিয়ে গেছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। এর ফলে পরে যেসব পত্রিকা বের হয় সেসব পত্রিকাকে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। কেননা, সেসব পত্রিকা মূলত আবদুল কাদেরের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে গেছে।

৩ জুলাই ২০১৫ অধ্যাপক আবদুল কাদেরের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে লিখতে গিয়ে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে খ্যাত ও মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি তার কর্মসূত্রেই একুশে পদক কিংবা স্বাধীনতা পদক অন্যান্য পদক পাওয়ার দাবি রাখেন কজ

দেশে নেই কোনো আইসিটি ইনকিউবেটর

হিটলার এ. হালিম

দেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে নতুন উদ্যোক্তা আসবেন, তাদের আসার জন্য সব ধরনের আয়োজন নিয়ে উপস্থিত থাকবেন সেই অঙ্গনের কর্তা-ব্যক্তিরা, তাদের কী লাগবে না লাগবে সেদিকে নজর দেবেন সবাই। কিন্তু এর কিছুই নেই। অথচ এত কিছু না থাকার পরও দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে তরুণেরাই।

কম মূল্যে জায়গা, উচ্চগতির ইন্টারনেট, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ– এই তিনটি থাকলে নবীন উদ্যোক্তাদের আর কিছু লাগে না। কিন্তু নবীনেরা হালে এটুকুও পাচ্ছে না। যদিও তাদের জন্য সব আয়োজন ছিল। কিন্তু সেই আয়োজন তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে বা সেই সুযোগ পাওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, অন্তত তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নবীনদের বিকাশের জন্য দেশে অবশ্যই আইসিটি ইনকিউবেটর থাকতে হবে। কিন্তু তা কি দেশে আছে?

দেশে কোনো আইসিটি ইনকিউবেটর নেই। যা ছিল তার নাম বদলে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি-১) করা হয়েছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তিতে নবীন উদ্যোক্তাদের আগমন ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ছে, উদ্যোক্তারাও আসতে চাইছেন, কিন্তু তাদের ব্যবসায়ের বিকাশে নেই কোনো ইনকিউবেটর। দীর্ঘদিন ধরেই তথ্যপ্রযুক্তির উদ্যোক্তারা এর অভাব অনুভব করছেন, কিন্তু সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে লক্ষণীয় কোনো উদ্যোগের খবরও জানা যায়নি। প্রযুক্তিবিদেরা মনে করেন, সারাদেশে বেশ জোরেশোরে একাধিক হাইটেক পার্ক তৈরির কথা বলা হচ্ছে। এটা তথ্যপ্রযুক্তির জন্য বিরাট পাওয়া, তবে এর পাশাপাশি জরুরিভিত্তিতে দেশে আইসিটি ইনকিউবেটর গড়ে তুলতে হবে, যেখান থেকে ছোট উদ্যোগগুলো বড় হবে। আইসিটি ইনকিউবেটরে 'নার্সিং' হয়ে তৈরি হবে আরেকটি বিডিজবস ডটকম, এখনি ডটকম, আজকের ডিলের মতো প্রতিষ্ঠান।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিডিবিএল ভবনে গড়ে তোলা হয়েছিল দেশের প্রথম আইসিটি ইনকিউবেটর। ২০১৩ সালের ৩০ জানুয়ারি ইনকিউবেটরকে 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-১' হিসেবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন সে সময়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা ফারুক মোহাম্মদ। ওইদিন বেসিস আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এ ঘোষণা দেন। 'সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, আইসিটি ইনকিউবেটরকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি-১) হিসেবে ঘোষণার বিষয়ে ইতোমধ্যেই স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় একে এসটিপি-১ ঘোষণা করা হলো। সেদিন সারাদেশে আরও ১০টি এসটিপি স্থাপনের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

দেশের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের 'অবকাঠামোগত' সুবিধা দিতে গড়ে তোলা আইসিটি ইনকিউবেটরকে এক ঘোষণাতেই সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-১ করার ফলে এ খাতে ইনকিউবেশনের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির পথ বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো ইনকিউবেটর তৈরির উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

সফটওয়্যার ও সেবা খাতের নবীন উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে বিডিবিএল ভবনের ৬০ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে আইসিটি ইনকিউবেটর গড়ে তোলে সরকার। ২০০২ সালে গড়ে ওঠা ইনকিউবেটরে ৪৮টি সফটওয়্যার ও সেবাপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাচ্ছিল। ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, কম দামে উচ্চগতির ইন্টারনেট, কম ভাড়া সুবিধা ছাড়াও আরও অনেক ধরনের সুবিধা ছিল ইনকিউবেটরে।

দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও ইনকিউবেটরের শুরুতে চালু প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে নতুনদের সেখানে কাজ করার সুযোগ করে না দিয়ে ইনকিউবেটরে থেকে যায়। অভিযোগ ছিল, শুরু থেকে ইনকিউবেটরে ঠাঁই পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসায় চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেই আইসিটি ইনকিউবেটরকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক করা হয়েছে। সফটওয়্যার ও সেবা খাতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেসিসের অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা দীর্ঘদিন ধরে ইনকিউবেটরে থেকে তাদের ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অভিযোগ, বর্তমান সরকার গত মেয়াদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণের। নানা জটিলতায় হাইটেক পার্ক (কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক) নির্মাণ না হওয়া এবং একটিও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক চালু করতে না পারার 'ব্যর্থতা' ঢাকতে তড়িঘড়ি করে আইসিটি ইনকিউবেটরকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা দেয় সরকার।

সে সময় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং বর্তমান সভাপতি শামীম আহসান বলেন, ঢাকার মহাখালীর কড়াইল বস্তি এলাকায় সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এ বিষয়ে কৌশল অবলম্বন করে এগোনো হচ্ছে। শিগগিরই এ বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি হবে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে তিনি বলেন, সরকারিভাবে অনেক কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় হাইটেক পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। আইসিটি ইনকিউবেটরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, আইসিটি ইনকিউবেটর তৈরির বিষয়ে এ মুহূর্তে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ বা পরিকল্পনার কথা তার জানা নেই।

এ বিষয়ে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার বলেন, জন্মের সময় এর নামটা ছিল ইনকিউবেটর বটে, তবে প্রকৃত অর্থে দেশে ইনকিউবেটরের জন্মই হয়নি। একটি ভবন রেডি ছিল। সরকার মাত্র ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল। সেখানে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্যোগ বিকাশের জন্য কিছু অবকাঠামোগত সুবিধা ছিল। পরে আরও অনেক কিছু করার কথা ছিল ওই ইনকিউবেটরে, কিন্তু সেসবের কিছুই করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, শুরুতে যারা ইনকিউবেটরে ঢুকেছিল তারা আর বের হয়নি। এখন তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক। কিন্তু রয়ে গেছে ওখানেই। ফলে ওটা তার প্রকৃত চরিত্র হারিয়েছিল।

আইসিটি ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইনকিউবেটরের প্রকৃত আদর্শ তৈরি করা দরকার। তরুণদের সব কিছু আছে। তাদের দরকার অবকাঠামোগত সুবিধা। কারণ তাদের সামর্থ্য নেই। এটা ব্যক্তি উদ্যোগে করা কঠিন। সরকারকেই এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এর পাশাপাশি মোস্তাফা জব্বার আশার কথাও শোনালেন। বলেন, দেশে ব্যক্তি উদ্যোগে ছোট ছোট কিছু ইনকিউবেটর হচ্ছে। ঢাকার পান্থপথসহ দুয়েকটি জায়গায় ব্যক্তি উদ্যোগে ছোট ছোট আকারে কাজের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। সেসব জায়গায় একটি চেয়ার ও একটি টেবিল দিয়ে নবীন উদ্যোক্তাদের বলা হচ্ছে, 'এখানে বস। কাজ কর। যা আয় হবে তার ২৫ শতাংশ আমাদের দিতে হবে। আর কিছু দিতে হবে না।' তরুণেরা দিব্যি সেখানে ল্যাপটপ-কমপিউটার নিয়ে বসে পড়ছে।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সভাপতি এমএ হাকিম বলেন, দেশে অবশ্যই আইসিটি ইনকিউবেটর প্রয়োজন। ইনকিউবেটর ছাড়া নতুন উদ্যোক্তা উঠে আসতে পারবে না। তিনি মনে করেন, যে উদ্দেশ্যে কারওয়ান বাজারে ইনকিউবেটর তৈরি করা হয়েছিল তা 'ফুলফিল' হয়নি। এ সময় নবীন বা তরুণদের জন্য আরও বেশি বেশি ইনকিউবেটর প্রয়োজন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিনিয়োগ বাড়ছে, উদ্যোক্তারা আসতে চান, কিন্তু সেই পথ আটকে আছে ইনকিউবেটর না থাকায় কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com

একজন হানিফউদ্দিন মিয়ার স্মৃতি

মোস্তাফা জব্বার

এই সেদিনও কেউ জানত না বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার কে? কার হাত ধরে ৫০ বছর আগে আমরা কমপিউটারের যুগে পা ফেলেছিলাম, সেটি বিস্তৃতপ্রায় অতীত। অতি সম্প্রতি বিষয়টি আমাদের মিডিয়ার নজরে পড়েছে। সেটিও একটি সম্মাননা পাওয়ার পর। এই বিষয়টি ঢাকার একটি দৈনিকে এভাবে বলা হয়েছে–'দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার হানিফউদ্দিন মিয়াকে মরণোত্তর সম্মাননা জানিয়েছে আইসিটি বিভাগ ও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি। সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫ শীর্ষক মেলার সমাপনী আয়োজনে হানিফউদ্দিন মিয়ার স্ত্রী ও সন্তানের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।' সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপো-২০১৫ শীর্ষক মেলার সমাপনী আয়োজনে হানিফউদ্দিন মিয়ার সন্তান এবং স্ত্রীর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। পত্রিকাটি আরও লিখেছে–জানা গেছে, মূলত তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তাফা জব্বারের প্রচেষ্টাতেই তাকে পুরস্কৃত করেছে আইসিটি বিভাগ ও বিসিএস। বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটারটি আসে ১৯৬৪ সালে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। সেটি ছিল আইবিএম মেইনফ্রেম ১৬২০ কমপিউটার। বৃহদাকৃতির ওই কমপিউটারটি স্থাপন করতে দুটি বড় রুম ব্যবহার করতে হয়েছিল। ঢাউস আকারের সেই কমপিউটারটিকে ঢাকার আণবিক শক্তি কমিশনে স্থাপন করা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের একটি ডিজিটাল মেইনফ্রেম কমপিউটার। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম কমপিউটার আইবিএম ১৬২০ তার হাত ধরেই বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনে (টিএসসি সংলগ্ন) স্থাপিত হয়। তবে ঢাকার আণবিক শক্তি কমিশনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম কমপিউটারটি কেনো স্থাপিত হয়েছিল তা জানা প্রয়োজন। মোস্তাফা জব্বার জানান, পাকিস্তান সরকার তখন কমপিউটারটি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপনের পরিকল্পনা করে। তবে হানিফউদ্দিন মিয়া ছাড়া অন্য কেউ এ কমপিউটার তদারকি এবং পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না। এজন্য সরকার হানিফউদ্দিন মিয়াকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার আহ্বান জানাল। তবে ওই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন হানিফউদ্দিন। ফলে কমপিউটারটি ঢাকার আণবিক কমিশনে স্থাপনে অনেকটা বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার।

বাংলাদেশের গৌরব, নাটোরের এই কৃতী সন্তান পরমাণু বিজ্ঞানী হানিফউদ্দিন মিয়া ১৯২৯ সালের ১ নভেম্বর নাটোরের সিংড়ার হুলহুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলশিক্ষক পিতা রজব আলী তালুকদারের দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ তিনি। সংসারে অভাব না থাকলেও উচ্চশিক্ষার জন্য জায়গির থাকতে হয় তাকে। ১৯৪৬ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালে কৃতিত্বের সাথে বিএসসিতেও প্রথম বিভাগ লাভ করেন। এরপর ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এমএসসি পরীক্ষায় ফলিত গণিতে প্রথম শ্রেণিতে স্বর্ণপদকসহ প্রথম স্থান অর্জন করেন। এরপর ১৯৬০ সালে ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন থিওরি অ্যান্ড অটোমেশন, চেকোস্লোভাক একাডেমি অব সায়েন্স, প্রাগ থেকে অ্যানালগ কমপিউটার টেকনিক এবং ডিজিটাল কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৬৪ সালে সিস্টেম অ্যানালিসিস, নিউমেরাল ম্যাথমেটিকস, অ্যাডভান্স কমপিউটার প্রোগ্রামিং, অপারেশন রিসার্চে এমআইটি (যুক্তরাষ্ট্র) কমপিউটার সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭৫ সালে আইবিএম রিসার্চ সেন্টার লন্ডন থেকে অপারেটিং সিস্টেম ও সিস্টেম প্রোগ্রামিংয়ে ট্রেনিং করেন। তারপর তিনি ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থায় (আইএসিই) প্রোগ্রামার অ্যানালিস্ট হিসেবে অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, সফটওয়্যার ইমপ্লিমেশন অব কমপিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও কমপিউটার বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী ফরিদা বেগম, এক পুত্র ও দুই কন্যাসন্তানের জনক দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামার হানিফউদ্দিন উদ্দিন মিয়া। নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার হুলহুলিয়া গ্রামের এই কৃতী সন্তান বাংলাদেশ অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের কমপিউটার সার্ভিস ডিভিশনের ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় কমপিউটার সায়েন্স ও নিউমেরাল ম্যাথমেটিকস থাকা সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্যসহ আরও নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রতি তার ছিল অপরিসীম আগ্রহ। ২০০৭ সালের ১১ মার্চ না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি। তবে মৃত্যুর আগে তিনি বিভিন্ন সময়ে গণিতশাস্ত্র ও কমপিউটার বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন। বাংলাদেশ গণিত সমিতিরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি। বাংলাদেশ কমপিউটার বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে মোহাম্মদ হানিফউদ্দিন মিয়ার নাম গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

আমি ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে আসা প্রথম কমপিউটার নিয়ে আমার প্রথম টিভি অনুষ্ঠানটি সাজাই। তখনই জানা গেল কমপিউটারটি সাভারের পরমাণু শক্তি কমিশনে আছে। আমি চাইলাম, সেই কমপিউটার যিনি প্রথম ব্যবহার করেন তার একটি সাক্ষাৎকার নেব।

সেই সাক্ষাৎকারটি ছিল বাংলাদেশের কমপিউটারের ইতিহাসে এক বড় ধরনের মাইলফলক। কারণ, হানিফউদ্দিন সেদিন বলেছিলেন এ দেশে কমপিউটার আসার কথা। আমি অবাক হয়েছিলাম এটি জেনে যে, তিনি বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের লাহোরে যেতে রাজি না হওয়ায় আমরা কমপিউটারটি পাই।

এই বছরের শুরুতে আমি সাভারের পিএটিসিতে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি ব্যাচের ক্লাস নিতে গেলে সেখানে আমি হানিফউদ্দিনের কথা বলি। ক্লাস শেষে বেরিয়ে আসার পর এক তরুণ এসে জানাল তার বাড়ি হুলহুলিয়া গ্রামে, যে গ্রামে হানিফউদ্দিন জন্ম নিয়েছেন এবং যেখানে তার কবরও আছে। তিনি তার ছেলে শরীফ হাসান সুজার ফোন নম্বর ও বাসার ঠিকানা দিলেন।

এবার আইসিটি ডিভিশন ও বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি যখন বাংলাদেশ আইসিটি এক্সপোর আয়োজন করে তখন কোনো এক কারণে আমি সেমিনার কমিটির চেয়ারম্যান হই। সেই সুবাদে এই ডিভিশনের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ পলকের সাথে কথা হয়। পলককে হানিফউদ্দিনের কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে তিনি এতে সম্মতি দেন। এই ডিভিশনের কর্মকর্তারা আমার ঘাড়ে একটি বাড়তি দায়িত্ব দিলেন– তার পরিবারকে খুঁজে বের করার। আমি সেই কাজটিও করলাম। জানা গেল, তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে অসুস্থ। সম্মাননা দেয়ার আগের রাতে আমি সেই মহিলার সাথে কথা বললাম। তিনি আসতে রাজি হননি। কিন্তু একরকম জোর করেই আমি তাকে রাজি করালাম এবং সেদিন ১৭ জুন ২০১৫ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে শুধু তিনি আসেননি তার তৃতীয় প্রজন্ম ছেলের ছেলে নাতি ইরফানকেও নিয়ে এলেন। আমি মনে করি, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাসে এটি একটি মাইলফলক ঘটনা কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

অনলাইন টেন্ডারিংয়ে রেজিস্ট্রেশন ও টেন্ডার প্রক্রিয়া

কাজী সাঈদা মমতাজ

অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার কমপিউটারে মজিলা ফায়ারফক্স (৩.৬এক্স, ১৩এক্স, ১৪এক্স, ২৯এক্স) অথবা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (৮এক্স, ৯এক্স, ১০এক্স) ব্রাউজার, হাই স্পিড ইন্টারনেট কানেকশন, সচল ই-মেইল অ্যাড্রেস জরুরিভাবে প্রয়োজন। eprocure.gov.bd-তে গিয়ে প্রথমে নিউ ইউজার রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ফরম পূরণ করতে হবে। এরপর ই-জিপি সিস্টেম থেকে কোডসহ একটি ভেরিফিকেশন ই-মেইল পাওয়া যাবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ই-মেইলে পাঠানো লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে হবে এবং ভেরিফিকেশনের জন্য ই- মেইলে প্রাপ্ত কোডসহ ফরম পূরণ করা আবশ্যক। ই-জিপি সিস্টেম থেকে কনফার্মেশন ই-মেইল পাওয়া যাবে। ই-মেইলটি প্রিন্ট করে ই-মেইলে আরও কিছু নির্দেশনা এবং ডকুমেন্টের তালিকা থাকবে, যা পরে স্ক্যান করে এবং ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করা আবশ্যক।

কনফার্মেশন ই-মেইল প্রিন্টটি ই-জিপি রেজিস্ট্রি করা ব্যাংকে নিয়ে ফি জমা দিয়ে স্লিপ সংগ্রহ করে ই-জিপি সদস্য তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো দেখতে eprocure.gov.bd/MemScheduleBank.jsp ভিজিট করতে হবে। ফি দেয়ার পরপরই একটি পেমেন্ট কনফার্মেশন ই-মেইল পাওয়া যায়।

ভেরিফাই করা ই-মেইল আইডি দিয়ে ই-জিপি ওয়েবসাইটে লগইন করে এবং প্রোফাইল ডিটেইল সম্পন্ন করতে হবে। পেমেন্ট স্লিপসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে আপলোড করা প্রয়োজন এবং প্রোফাইল তথ্য রিভিউ করে 'ফাইনাল সাবমিশন' বাটনে ক্লিক করতে হবে। সবশেষে আপনার ডকুমেন্টের হার্ড কপি সত্যায়িত করে সিপিটিইউ, সিপিটিইউ ভবন, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় ডাকযোগে বা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পর কাগজপত্র সঠিক থাকলে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে সিপিটিইউ থেকে একটি 'অনুমোদন ই-মেইল' এবং 'এসএমএস নোটিফিকেশন' পাওয়া যাবে। নোটিফিকেশন পাওয়ার পর অনলাইন টেন্ডারে অংশ নেয়া যাবে।

টেন্ডার নোটিস দেখার জন্য eprocure.gov.bd ওয়েবসাইটে গিয়ে 'e-Tenders'-এ ক্লিক করে টেন্ডারের টাইটেলের ওপর ক্লিক করতে হবে। রেজিস্ট্রি করা ই-মেইল আইডি দিয়ে লগইন করে 'মাই-টেন্ডার', 'লিমিটেড টেন্ডার' ও 'অল-টেন্ডার' মেনু থেকেও টেন্ডার নোটিস দেখা যায়। রেজিস্টার্ড টেন্ডারেরা ডকুমেন্ট ফি ছাড়াই টেন্ডার ডকুমেন্ট দেখতে পাবেন।

টেন্ডারে অংশ নিতে রেজিস্টার্ড ই-মেইল আইডিতে ই-জিপি সদস্যভুক্ত ব্যাংক বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি দেয়া যায়। টেন্ডার ডকুমেন্ট (Docs.) ট্যাবে টেন্ডার ডকুমেন্টটি পড়ে দেখা হয়েছে মর্মে সম্মতি দিতে হবে। টেন্ডার প্রিপারেশন (Tend. Preparation) ট্যাবে টেন্ডার ফরমগুলো পূরণ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে। ই-জিপি সদস্যভুক্ত কোনো ব্যাংকে টেন্ডার সিকিউরিটি জমা দিন। টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি জমা দেয়ার পরপরই টেন্ডার সিকিউরিটি জমা দেয়া যাবে। টেন্ডার ফরমগুলো সঙ্কেতে রূপান্তর (এনক্রিপ্ট) করুন এবং টেন্ডার সংশোধনী ও অন্যান্য ডকুমেন্ট পড়া হয়েছে মর্মে সম্মতি দেয়াপূর্বক সার-সংক্ষেপ দেখে সব কিছু ঠিক থাকলে 'ফাইনাল সাবমিশন' বাটনে ক্লিক করে টেন্ডার জমা দিতে হবে।

টেন্ডার গৃহীত হলে টেন্ডার ড্যাশবোর্ডে Notification of Award (NOA) ট্যাবে 'একসেপ্ট/ডিকলাইন' লিঙ্ক পাওয়া যাবে। টেন্ডার অ্যাওয়ার্ডটি একসেপ্ট করতে চাইলে টেন্ডারের 'NOA' ট্যাবে অ্যাকশনে 'একসেপ্ট' অপশন সিলেক্ট করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যাংকের তথ্যাদি পূরণ করে 'সাবমিট' করুন। নোটিসে উল্লিখিত পারফরম্যান্স সিকিউরিটি যেকোনো ই-জিপি সদস্যভুক্ত ব্যাংকে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, NOA-তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে NOA একসেপ্ট না করলে NOAটি সিস্টেম থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিকলাইন হবে এবং টেন্ডার সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আপনি টেন্ডার অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করতে না চাইলে টেন্ডারের NOA ট্যাবে অ্যাকশনে ডিকলাইন সিলেক্ট করে 'কমেন্ট' বক্সে আপনার মন্তব্য লিখে সাবমিট করুন। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে ডিকলাইন করলে টেন্ডার সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং টেন্ডার অ্যাওয়ার্ডটি আবার 'একসেপ্ট' করার কোনো অপশন থাকবে না।

এভাবে যেকোনো ঠিকাদার অনলাইনে টেন্ডারে অংশ নিয়ে NOA পেতে পারেন কজ

কমপিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, সওজ

ফিডব্যাক : momtazk@rhd.gov.bd

Jobs Without Borders

Golap Monir

Internet is the best gift of technology of all time. It is a global system of interconnected computer networks to link several billion devices worldwide. It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government networks of local to global scope, linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies. Internet carries an extensive range of information resources and services : the inter-linked hypertext documents and applications of the World Wide Web (www), the infrastructure to support email, and peer-to-peer networks for file sharing and telephony.

Internet has opened up the whole world to individuals of all strata of all corners of the world. We know well, unemployment around the world is growing day by day, and has become a great global challenge for many countries as well as for the mankind to combat with. According to the United Nations, the number of global unemployed has gone beyond 201 million in 2014. The most of them are women and youth. Internet here in this field has appeared as an emblem of benefaction to combat the challenge of unemployment. The people around the world are increasingly having access to the world of Internet. The growing reach and access to the Internet is continuously increasing new and newer types of jobs and this offers huge new opportunities for the job seekers. Admittedly, Internet now is a helping hand for all of us around the world to transform our lives. The only thing we need here, is to make us ready mindfully and skillfully to grab these opportunities.

The world in this age of Information and Communication Technology (ICT) is full of talent jobs, which was never before. Individuals of all countries, poor and rich, have the chance to do the jobs without borders being residing in any part of the world. This business model has already has name 'online outsourcing' or 'online work' or 'online job'. As the volume of online outsourcing or online jobs growing bigger and bigger, the job seekers find the Internet as a potential tool to address their unemployment problems. But here one thing we all should keep in mind that if any one likes to make him a successful digital entrepreneur, he should posses significant skills development and social network building.

'The Global Opportunity in Online Outsourcing' is a first of its kind comprehensive study on outsourcing conducted by World Bank Group. The study, released on just ended June 2015, diagnoses the feasibility for establishing the online outsourcing industry in developing countries, so that employment and income-generation opportunities may be increased to a desired level (the study report is available at www.ictforjobs.org). The dissemination events of the study were conducted in Kenya in May 2015 to discuss the potential of online outsourcing. The study is a summery analysis of global online outsourcing experiences and its impact on job creation.

We have a World Bank policy note titled as, 'Connecting to Work : How Information and Communication Technologies Could Help to Expand Employment Opportunities'. This policy note identifies that 3 trends are driving the increase in ICT-related Jobs worldwide. The trends are : 01. Greater Connectivity – 120 plus countries posses 80 per cent market penetration of mobile telephone; 02. Digitization of work – telecommuting and outsourcing is now a global practice; and 03. More globalized skills - some countries has earned the English language skill and some others are trying for. Bangladesh is still in the back foot in this case, while countries like India and Philippines have good success in outsourcing thanks to their English language skills.

According to many studies and reports online business and job opportunities are increasing . Companies and workers alike are being benefited from the online outsourcing offers : broader access to specialized skills, faster hiring, 24-hour productivity, global job opportunities, and more flexible work environment. According to the aforesaid World Bank Group report, outsourcing is driving a positive change for women in the society. Country like India, female online workers earning cash doing online jobs. Egyptian women too in a male-dominated society are earning for their family using online freelancing. There are other countries outsourcing has become a significant source income generation.

It is reported that China, India and Philippines are dramatically doing best as outsourcing destinations. Bangladesh is also has become an attractive outsourcing destination. We do notice that global outsourcing clients increasingly outsourcing jobs to Bangladesh. Bangladesh has already established its comprehensive presence in global outsourcing market. According to European Union Bangladesh ranks itself as one of the top 20 outsourcing destinations in the world. While, global research company on IT sector, Gartner has placed Bangladesh on its list of top 30 global IT outsourcing destinations few years back (2010-2011). Undoubtedly, the situation has become better thereafter. Bangladesh posses a number of advantages other than the competitors here in this field, for which we have the potential to go further to make Bangladesh as the best choice as an outsourcing destination in the world. There is no denying fact that a significant pool of young talented and tech savvy work force is available here in our Bangladesh than India, Philippines, Vietnam and East European outsourcing destinations. Cost effectiveness is our main advantages in this field. Some says, it is about 50 per cent less in comparison with the countries in Europe and America. Other advantages includes lower cost of infrastructure, rent for office space, commitment and most importantly its professionalism. Cost of office space rent in Bangladesh is almost 20 per cent less than Delhi, and 40 per cent less than in Manila. Our telecommunications infrastructure is supported by extensive fiber optics connectivity across the country. Bangladesh provides a advantageous time zone for European countries. But we should mention here that Language skills, security and privacy situation is admittedly poor here.

For grabbing jobs without borders or freelancing or e-lancing whatever we call, we possess a great potential here, as most of the situations are in favor of Bangladesh except a few. And so with a careful and mind full efforts we can make it a great tool for us to earn a lot, so that we may make our country middle income one, as we have been dreamt of for years CJ

Windows 10 Will Not Be Free for Individual Pirates

Windows 10 will not be a free upgrade for software pirates. Unless you got your pirated copy with your PC.

Microsoft is continuing its weird piracy dance where it wants as many people to pay for Windows as possible, but would also rather have those pirates use Windows than something else.

So Microsoft put out a very finicky, slightly tortured blog post on the topic in May last. The official word is that people running pirated Windows 7 or Windows 8 devices will get some 'very attractive' upgrade offers, which might be paid. But if you're getting them from your PC maker, they might be subsidized so heavily they would be free. If you're in the U.S., you may not be familiar with PCs that are actually sold with pirated Windows, but in other countries it happens all the time.

Reading between the lines, it also sounds like Microsoft isn't going to be too aggressive at cracking down on Windows 10 pirates, although they'll be stuck with an embarrassing desktop watermark flagging them as pirates.In other words, nothing's changing. PC makers pay for Windows. They are talking billions of dollars here. So Microsoft can't really make Windows free. Microsoft really wants everyone to be running Windows 10 to avoid the years-long split we saw between Windows XP and 7.

AMD Rising: Microsoft May Acquire

Shares of chip maker Advanced Micro Devices (AMD) are up 7 cents, or 3%, at $2.41, after PC and gaming gear enthusiast site KitGuru said the company is attracting buyout interest from Microsoft.

The site's Anton Shilov wrote that Microsoft 'may acquire' AMD 'in a bid to revive its chip design operations,' citing an unnamed source. The article also states Microsoft held talks with AMD 'several months ago.' AMD, which has a $2 billion market cap, designed the chip powering the latest version of Microsoft's Xbox game console. Shilov makes mention of Microsoft's decade-plus history of shipping hardware, and how it had previously designed some chips internally.

Cheaper Core i7 Microsoft Surface Pro 3 Now on Sale

Redmond added a new version of its tablet with 128 GB of storage and a 1.7 GHz Core i7 chip for $1,299.If you want a Surface Pro with a powerful processor, but don't need a ton of on-board storage, Microsoft has a new option for you.Redmond today added a new version of its tablet with 128GB of storage and a 1.7GHz Core i7 chip for $1,299. Previously, you could only get a Core i7 with 256GB or 512GB of storage for $1,549 or $1,949, respectively.That $1,299 price tag is the same as the Surface Pro 3 with an Intel Core i5 and 256GB of storage. A Core i5 with 128GB is $999, while a Core i3 with 64GB is $799.If you're not sure which chip you need, you may check out PCMag's explainers: Core i5 vs. i7and Core i3 vs. i5.Microsoft revealed the Surface Pro 3 last year. At the time, many thought Redmond would reveal a small Surface, but Microsoft actually went bigger to 12 inches. But it's lighter than its predecessor and ultra thin.

Apple's iPhone 7 to Be Released Next Year

Apple's iPhone 7 is expected to be released next year after the typical 'S' refresh hits store shelves this coming fall. The iPhone 6s and iPhone 6s Plus are expected to be fairly significant upgrades from last year's 6 models, and analysts are already modeling for huge sales. But while the world's top Apple insider says 2015's iPhone 6s models will indeed feature a few big design changes, we're almost certainly looking at phones that are very similar to Apple's current iPhone 6 and iPhone 6 Plus models.Next year, however, we can expect exciting new designs for Apple's iPhone 7 lineup.

YouTube user ConceptsiPhone posted a pair of new videos that try to envision what Apple's next-next-generation iPhone 7 might look like. Odds are fairly good that this concept is way off, but they really wish that wasn't the case. It's not perfect, of course, but this iPhone 7 concept hits several key notes that they really hope Apple's 2016 iPhone indeed hits.First of all, the ugly plastic antenna lines on the back of the phone are gone, in favor of an all-aluminum rear housing. This, of course, is impossible. Apple may have found a way to do away with the antenna lines on future iPhone models, but there still needs to be some room for antenna signals to escape.Also gone from the back of this iPhone 7 concept is the camera lens bump from the iPhone 6.

Finally, the 5.5-inch display on this iPhone 7 concept reaches all the way to the side edges of the phone, thus eliminating the side bezels and allowing for a smaller overall footprint without sacrificing screen size. It's great what you can accomplish when science and engineering are completely cast aside.

Samsung Wants to Double Smartphones Battery Life

The company's future smartphones may hold their charge for twice as long as today's handsets.Does your Galaxy S6 run out of juice too quickly? Samsung may have a solution.The Korean tech giant's scientists have reportedly developed a new lithium-ion battery, which is said to offer double the power of current models. This means the company's future smartphones may hold their charge for twice as long as today's handsets.Samsung unveiled the new technology in a report published recently in the science journal Nature Communications.How does it work? As reported by Engadget, the battery uses a silicon anode — which offers more capacity than a traditional battery — with layers of graphene on top 'to improve the density and longevity that would otherwise suffer.'

'The graphene layers anchored onto the silicon surface accommodate the volume expansion of silicon via a sliding process between adjacent graphene layers,' Samsung's report notes. 'When paired with a commercial lithium cobalt oxide cathode, the silicon carbide-free graphene coating allows the full cell to reach volumetric energy densities of 972 and 700 $Wh\,l^{-1}$ at first and 200th cycle, respectively, 1.8 and 1.5 times higher than those of current commercial lithium-ion batteries.'

গণিতের অলিগলি

পর্ব : ১১৫

লগারিদম

লগারিদম। গণিতের এক মজার জগৎ। আমাদের স্কুল-কলেজে গণিত বিষয়ে এই লগারিদম পড়ানো হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের এই লগারিদম অবশ্যই পড়তে হয়। গণিতের বাইরে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার নানা গাণিতিক হিসাব-নিকাশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লগারিদমের সাহায্য নেয়। বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাসে ও গাণিতিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে এই লগারিদম ব্যবহার করা হয়। বড় বড় সংখ্যার গুণ ও ভাগ খুবই জটিল, লগারিদমের সাহায্য নিলে তা সহজে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই লগারিদম বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের বাস্তব ধারণা খুবই কম। ফলে লগারিদম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা না নিয়েই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়ে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে বিজ্ঞান জানতে হবে, অতি জ্ঞানীগুণী হতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষও আগ্রহী হলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবে এবং তা ব্যবহার করে গাণিতিক কাজ সহজে নিজে নিজেই করতে পারবে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সবার জানা-বোঝার মতো সহজ করে লগারিদমের একটি সাধারণ পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব এ লেখায়। তবে এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ স্থানাভাবে এখানে নেই। শুধু লগারিদম সম্পর্কে একটি সাধারণ পরিচিতিই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

আমরা অভিজ্ঞতায় জেনেছি– কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা কয়েকবার পাশাপাশি বসিয়ে গুণ করলে আমরা অন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা পাই। উদাহরণ টেনে বলা যায়, ২ সংখ্যাটিকে পাশাপাশি ৩ বার বসিয়ে গুণ করলে আমরা গুণ ফল পাই ৮। অর্থাৎ $২ \times ২ \times ২ = ৮$ বা $২^{৩} = ৮$। এ ক্ষেত্রে ২-কে বেইজ বা ভিত্তি ধরলে এখানে বলতে পারি, ৮-এর লগারিদম ৩। আমরা গণিতের ভাষায় লিখি : $\log_2 (8) = 3$। বাংলায় লিখতে পারি লগ$_২$ (৮) = ৩। আমরা তা পড়তে গেলে পড়ি এভাবে : 'the logarithm of 8 with base 2 is 3' অথবা 'log base 2 of 8 is 3' অথবা 'the base-2 log of 8 is 3' অথবা ২ ভিত্তি সাপেক্ষে ৮-এর লগ ৩।

লক্ষণীয়, এখানে আমরা তিনটি সংখ্যা রয়েছে : ৮, ২, ৩। ৮ হচ্ছে সেই সংখ্যা, যার লগারিদম আমরা জানতে চাই। ২ হচ্ছে বেইজ। আর ৩ নির্ণেয় লগারিদম নাম্বার। এর অর্থ আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়– বেইজ যদি ২ হয় তবে ৮-এর লগারিদম কত? তখন আমার উত্তর হবে ৩।

এখন যদি প্রশ্নটা হয় এমন– ২ বেইজ ধরলে ৬৪-এর লগারিদম কত? অর্থাৎ লগ$_২$ (৬৪) = কত? আমরা জানি $২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ২ \times ২ = ৬৪$ কিংবা $২^{৬} = ৬৪$। তখন আমরা সহজেই বলতে পারি এ ক্ষেত্রে ২ বেইজ ধরলে ৬৪-এর লগারিদম ৬। অর্থাৎ লগ$_২$ (৬৪) = ৬।

বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমরা এবার আরেকটি উদাহরণ দেখব। ধরা যাক, প্রশ্ন করা হলো ৫ বেইজ ধরলে ৬২৫-এর লগারিদম কত? গণিতের ভাষায় প্রশ্নটি লিখতে হবে এভাবে :

$\log_5 (625) = ?$, লগ$_৫$ (৬২৫) = কত?

লক্ষ করুন, $৫ \times ৫ \times ৫ \times ৫ = ৬২৫$ অথবা $৫^{৪} = ৬২৫$। এখানে চারটি ৫ পাশাপাশি বসিয়ে গুণ করলে আমরা গুণফল পাই ৬২৫। অতএব এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ৬২৫-এর লগারিদম ৪। আর তা লিখে প্রকাশ করতে পারি এভাবে : লগ$_৫$ (৬২৫) = ৪।

প্রিয় পাঠক, যারা একটু মনোযোগ দিয়ে লেখাটি এ পর্যন্ত পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই লগারিদম সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পেয়েছেন। উপরে আমরা ২-ভিত্তিক ও ৫-ভিত্তিক লগারিদমের উদাহরণ দেখলাম। কিন্তু আমরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসগুলোতে যে লগারিদম চর্চা করি, তা সাধারণত ১০-ভিত্তিক লগারিদম। এই ১০-ভিত্তিক লগারিদমের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। ১০-কে বেইজ বা ভিত্তি ধরে যে লগারিদমের হিসাব-নিকাশ করা হয়, তাকে বলা হয় কমন লগারিদম। প্রকৌশলীরা এই ১০-ভিত্তিক লগারিদম নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। তাছাড়া আমাদের সামগ্রিক কাজকর্ম যেহেতু দশমিক-ভিত্তিক, তাই ১০-ভিত্তিক লগারিদম নিয়ে কাজ করাই ভালো। আমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে একটি লগ বাটন রয়েছে। এ বাটন ব্যবহার করে ক্যালকুলেটর থেকে সহজেই কোনো সংখ্যার ১০-ভিত্তিক লগ কত, তা জেনে নিতে পারি। ক্যালকুলেটর নিয়ে কোনো নাম্বার লিখে লগ বাটন চাপলে যে নাম্বারটি পাই, তা হলো ১০-কে পাশাপাশি কতবার বসিয়ে সবগুলো গুণ করলে নেয়া প্রদত্ত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

সে যা-ই হোক, আমরা জানি :

$১০^{১} = ১০$, অতএব লগ$_{১০}(১০) = ১$

$১০^{২} = ১০০$, অতএব লগ$_{১০}(১০০) = ২$

$১০^{৩} = ১০০০$, অতএব লগ$_{১০}(১০০০) = ৩$

$১০^{৪} = ১০০০০$, অতএব লগ$_{১০}(১০০০০) = ৪$

১০-ভিত্তিক লগ যেহেতু কমন লগারিদম, সেহেতু আমরা ১০-ভিত্তিক লগারিদম লেখার সময় বেইজ ১০ লিখি না। যখন কোনো লগারিদম লেখার সময় বেইজ লেখা থাকবে না, তখন আমরা ধরে নেব এর বেইজ ১০। যেমন আমরা লগ$_{১০}(১০০) = ২$ না লিখে আমরা লিখি লগ (১০০) = ২, তেমনি লগ (১০০০) = ৩, লগ (১০০০০০০০) =৭ ইত্যাদি।

এবার লক্ষ করুন, উপরে আমরা দেখেছি ১০-কে বেইজ ধরলে ১০-এর লগ ১, আর ১০০-এর লগ ২। অতএব সহজেই অনুমেয়, ১০-কে বেইজ বিবেচনা করলে ১০-এর চেয়ে বড় এবং ১০০-এর চেয়ে ছোট সংখ্যার লগারিদম হবে ১-এর চেয়ে বড় এবং ২-এর চেয়ে ছোট। তেমনি ১০০-এর চেয়ে বড় ও ১০০০-এর চেয়ে ছোট সংখ্যার লগারিদম হবে ২-এর চেয়ে বড় এবং ৩-এর চেয়ে ছোট। অতএব লগারিদম নম্বর হতে পারে একটি দশমিক নাম্বার। যেমন $১০^{১.৪১৪৯৭...} = ২৬$, অতএব লগ$_{১০}(২৬) = ১.৪১৪৯৭...$।

আবার লগারিদম নেগিটিভ বা ঋণাত্মকও হতে পারে। ঋণাত্মক লগারিদমের অর্থ হচ্ছে বেইজ নম্বরটি দিয়ে কতবার ভাগ করলে প্রদত্ত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন প্রশ্ন করা হলো, ৮-কে বেইজ ধরলে ০.১২৫-এর লগারিদম কত হবে? আমরা জানি $১ \div ৮ = ০.১২৫$। অতএব আমরা লিখতে পারি, লগ$_৮$ (০.১২৫) = – ১। এবার লক্ষ করা যাক, ৫-কে বেইজ ধরে আরেকটি নেগিটিভ লগারিদমের উদাহরণ। আমরা জানি, $১ \div ৫ \div ৫ \div ৫ = ১ \div ৫^{-৩} = ০.০০৮$। অতএব আমরা লিখতে পারি লগ$_৫$ (০.০০৮) = – ৩।

অতএব এতক্ষণের আলোচনায় দেখেছি, যদি $২^{৩} = ৮$ হয়, তবে লগ$_২$ (৮) = ৩। এই বিষয়টি সাধারণীকরণ করলে বলতে পারি, যদি $a^x = y$ হলে $\log_a (y) = x$ ।

আরেকটি সংখ্যার কথা আমরা জানি। এর নাম Euler Number, যা প্রকাশ করা হয় e সঙ্কেত দিয়ে। আর এর সংখ্যা মান ২.৭১৮২৮...। এই সংখ্যাটিকে বেইজ ধরেও কোনো সংখ্যার লগারিদম বের করা হয়। এর নাম ন্যাচারাল লগারিদম। গণিতবিদেরা এ লগারিদম প্রচুর ব্যবহার করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে এই ২.৭২৮২৮... নাম্বারটি পাশাপাশি কতবার বসিয়ে গুণ করলে প্রদত্ত সংখ্যার সমান হবে, তাই হবে কাঙ্ক্ষিত লগারিদম নাম্বার।

$\ln (7.389) = \log_e (7.389) \approx 2$, কারণ $2.71828^2 \approx 7.389$। এখানে সবিশেষ লক্ষণীয়, গণিতবিদেরা ইউলার নাম্বারকে বেইজ ধরে লগারিদম বের করার সময় log-এর স্থানে ln লিখে থাকেন ১০-ভিত্তিক লগারিদম থেকে পার্থক্য করার জন্য।

এই হচ্ছে লগারিদম সম্পর্কে মোটামুটি মৌল ধারণা। এ ধারণা পাওয়ার অর্থ লগারিদম আসলে কী, তার একটি পরিচয় পাওয়া। এখন লগারিদমকে কাজে লাগানোর প্রয়োজনে লগারিদম নাম্বার বের করার নিয়ম-কানুন ও কয়েকটি সূত্র জেনে নিয়ে এর ব্যবহার অনুশীলন করা। আগ্রহী যেকোনো জন তখন তা সহজেই জানতে-বুঝতে পারবেন। তবে স্থানাভাবে সে আলোচনায় যাওয়া সম্ভব নয়। সময় ও সুযোগ হলে সে বিষয়ের ওপর আরেকটি লেখায় আলোকপাত করার প্রত্যাশা রইল।

তবে এ লেখার শেষ দিকটায় আরেকটি লগারিদম-সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ করতে চাই। এ বিষয়টি হচ্ছে এক্সপোনেন্ট। এক্সপোনেন্ট ও লগারিদমের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আমরা দেখেছি : $২^{৩} = ২ \times ২ \times ২ = ৮$। এখানে ২-কে ৩ বার গুণ করে গুণফল পাই ৮। এখানে ৩-কে বলা হয় এক্সপোনেন্ট, আর ২-কে বলা হয় বেইজ। তাহলে একটি বেইজকে কতবার পাশাপাশি বসিয়ে গুণ করলে একটি সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেটাই হচ্ছে এর এক্সপোনেন্ট।

গণিতদাদু

সফটওয়্যারের কারুকাজ

উইন্ডোজ ৮.১-এর কয়েকটি টিপ

স্টার্ট মেনু ফিরে আনা

বেশ কিছু থার্ড পার্টি প্রোগ্রাম আছে, যা উইন্ডোজ ৮-এ ফিরে আনতে পারে ক্লাসিক উইন্ডোজ স্টার্ট মেনু। এজন্য ক্ল্যাসিক শেল দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। এটি আপনাকে দেবে তিনটি ভিন্ন লুক, যেমন– স্টার্ট মেনু, স্টার্ট বাটনের জন্য অপশন এবং উইন্ডোজ ৮-এ স্বাভাবিকভাবে উইন্ডোজ ৮ যাতে ফিট হয় সেজন্য স্কিন চয়েজ (এজন্য ট্রান্সপারেন্সি কমানো ও আইকন সাইজ পরিবর্তন করা)।

স্টার্ট মেনু কাস্টোমাইজ করা

স্টার্ট বাটনে ডান ক্লিক করে যেকোনো পয়েন্টে ক্ল্যাসিক শেল অপশন আনার জন্য 'Settings'-এ কিক করুন। আপনার নতুন স্টার্ট মেনুর জন্য ইতোমধ্যেই একটি স্টাইল বেছে নিয়ে থাকতে পারেন। কোন মেনু আইটেমটি আবির্ভূত হবে তা বেছে নেয়ার জন্য 'Customize Start Menu'-এ ক্লিক করুন। এছাড়া লিস্টের প্রতিটি প্রোগ্রাম থেকে বেছে নিতে পারেন 'Don't display' বা 'Display as a link' বা 'Display as a menu' থেকে।

StartIsBack+কনফিগার করা

উইন্ডোজ ৮.১-এ সম্পৃক্ত হওয়া আরেকটি নতুন অপশন হলো StartIsBack+। এ কাজ শুরু করার আগে আপনার দরকার PowerShell এক্সিকিউশন ইঞ্জিন Chocolatey ইনস্টল করা। এ কাজ শেষ হলে ডাউনলোড করে নিন StartIsBack+ইনস্টলার প্যাকেজ। আপনি এ ফাইল এক্সিকিউট করতে পারবেন না। এর বিকল্প হিসেবে আপনি কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে cinst startisbackplus টাইপ করে এন্টার চাপুন।

সুইচিং অপশন

এবার উইন্ডোজ রিস্টার্ট করুন। সুইচিং ট্যাবের অন্তর্গত আপনি নির্দিষ্ট করতে পারবেন কী করতে হবে যখন উইন্ডোজ ৮-এ বুট করবেন। ইন্টারফেসে কিছু কাজ পারফরম করার জন্য দরকার উইন্ডোজ কী কনফিগার করা। আপনি মেনু থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কনফিগার করতে পারবেন। এর অর্থ হচ্ছে আপনি উইন্ডোজ ৮-এর ইন্টারফেসের ডিফল্ট সেটিং পরিবর্তন করতে পারবেন।

স্টার্ট বাটন পরিবর্তন করা

আপনি কিছু ভিজ্যুয়াল পরিবর্তন করতে পারবেন Appearance-এর অন্তর্গত StartIsBack+ দিয়ে। যেমন– আপনি নতুন সাদা উইন্ডোজ লোগোর পরিবর্তে ফিরে পেতে পারেন পুরনো উইন্ডোজ ৭ স্টার্ট ওআরবি। এখানে DeviantART-এর একটি লিঙ্ক পাবেন, যেখানে পাবেন একটি কাস্টোম স্টার্ট বাটন, যা আপনি ডাউনলোড ও ইনস্টল করে নিতে পাবেন। আপনি ইচ্ছে করলে পুরো স্টার্ট মেনুর জন্য নতুন ভিজ্যুয়াল স্টাইল সিলেক্ট করতে পারবেন।

আশীষ কুমার সাহা
সাতমাথা, বগুড়া

কমান্ড লাইন ব্যবহার করে পিসি মডেল সিরিয়াল নম্বর জানা

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা জানতে পারি কমপিউটারের মডেল নম্বর কী? কমপিউটারের সিরিয়াল নম্বর কী? ম্যানুফেকচারার, সিস্টেম টাইপ এবং আরও অনেক তথ্য জানা যায় কমান্ড লাইন ব্যবহার করে। এ টিপটি দেখানো হয়েছে উইন্ডোজ ৮.১ ব্যবহার করে। তবে এ কৌশলটি উইন্ডোজের আগের ভার্সনেও কাজ করবে।

সহজে ও দ্রুতগতিতে কমপিউটারের সিরিয়াল নম্বর, মডেল ইত্যাদি খুঁজে পাবেন আপনার ডেস্কটপ কমপিউটার বা ল্যাপটপের পেছনে অথবা অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন ম্যানুফেকচারারের স্টিকারের।

এছাড়া পিসি মডেল ও সিরিয়াল নম্বর ইত্যাদি খুঁজে পাওয়ার বিকল্প সহজ উপায় হলো কমান্ড প্রম্পট তথা CMD ব্যবহার করে। এজন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করুন :

প্রথমে কমান্ড প্রম্পট ওপেন করুন WindowsKey + r চেপে। এরপর cmd টাইপ করে এন্টার চাপুন।

এরপর wmic computersystem get model, name, manufacturer, systemtype কমান্ড রান করুন।

এ কমান্ড আপনার কমপিউটারের নাম, সিস্টেম টাইপ ও ম্যানুফেকচারারের নাম টাইপ করবে। আপনি ইচ্ছে করলে wmic csproduct get vendor, version কমান্ডটি রান করতে পারেন কমপিউটারের মডেল ও ভেন্ডর নাম খুঁজে পাওয়ার জন্য।

উপরের দুই কমান্ডে সিরিয়াল নম্বর প্রিন্ট হবে না। তবে নিচে বর্ণিত কমান্ডটি ব্যবহার করে সিরিয়াল নম্বর পেতে পারেন। কমান্ডটি হলো– wmic csproduct get name, identifyingnumber। এ কমান্ডটি উইন এক্সপি, উইন ৭, ৮, ৮.১-এও ব্যবহার করা যাবে।

বিষ্ণুপদ দাস
পাঠানটুলি, নারায়ণগঞ্জ

কিছু ইন্টারনেট ব্রাউজার শর্টকাট

দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকরারীর সংখ্যা বাড়ছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে। এসব ব্যবহারকারীর প্রতি লক্ষ রেখে বেশ কিছু কিবোর্ড শর্টকাট তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো ব্যবহার হয় ইন্টারনেট ব্রাউজারে। নিচে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট ব্রাউজার শর্টকাট :

Alt+D চাপলে কার্সর অ্যাড্রেস বারে মুভ করবে।

Ctrl কী চেপে + কী বা - কী চাপলে টেক্সটের সাইজ বাড়বে বা কমবে। Ctrl+0 চাপলে টেক্সটের সাইজ রিসেট হবে।

ব্যাক স্পেস কী বা Alt কী চেপে বাম অ্যারো কী চাপলে আগের পেজে ফিরে যাওয়া যাবে।

F5 চাপলে ওয়েব পেজ রিফ্রেশ বা রিলোড হবে।

F11 একবার চাপলে ইন্টারনেট ব্রাউজার ফুল স্ক্রিন হবে। আবার F11 চাপলে স্বাভাবিক ভিউতে ফিরে আসবে।

Ctrl+B চাপলে ইন্টারনেট বুকমার্ক ওপেন হয়।

Ctrl+F ওয়েব পেজের অভ্যন্তরস্থ টেক্সট খুঁজে বের করতে ফাইন্ড বক্স ওপেন করা।

ওয়েবপেজে ফিল্ডের মাঝে দ্রুতগতিতে মুভ করা

যদি আপনি একটি অনলাইন ফরম, ই-মেইল বা অন্যান্য টেক্সট ফিল্ড পূরণ করতে চান, তাহলে আপনাকে দ্রুতগতিতে ফিল্ডগুলোতে মুভ করতে হবে। দ্রুতগতিতে ফিল্ডগুলোর মাঝে মুভ করতে চাইলে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে Tab কী বা আগের ফিল্ডে ফিরে যেতে চাইলে Shift+Tab কী চাপতে হবে। লক্ষণীয়, এ টিপটি বাটনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ওয়েবপেজ অংশে আপনাকে http:// টাইপ করতে হবে না

ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে চাইলে অবশ্যই একটি অ্যাড্রেস টাইপ করেত হয়, যা ইন্টারনেট অ্যাড্রেস হিসেবে পরিচিতি। ইন্টারনেট অ্যাড্রেসে অ্যাক্সেস করার জন্য টাইপ করতে হয় www., যা বিরক্তিকর মনে হয়। তবে এখন আর আপনাকে http:// বা www. টাইপ করতে হবে না। ধরুন, আপনি কমপিউটার জগৎ-এর ওয়েবসাইট www.comjagat.com-এ অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছেন। এখন দ্রুতগতিতে কমজগৎ-এর ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করার জন্য comjagat টাইপ করে Ctrl + এন্টার চাপলে www.comjagat.com পূর্ণ হবে।

শ্রাবন্তী সরকার
পল্লবী, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপ্স ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে– আশীষ কুমার সাহা, বিষ্ণুপদ দাস ও শ্রাবন্তী সরকার।

এইচএসসি'র আইসিটি বিষয়ের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা

প্রকাশ কুমার দাস
বিভাগীয় প্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
prokashkumar08@yahoo.com

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপকতায় অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং দ্রুত যোগাযোগের সুবিধার ফলে পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পদ্ধতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি- সবক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি। আজ যারা এ প্রযুক্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে পারছেন, তারাই সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করছেন।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়টি ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে আবশ্যিক হওয়ার প্রেক্ষিতে এইচএসসি-২০১৭ সালে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে সৃজনশীল ৪০ নম্বর ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৩৫ নম্বর ও ব্যবহারিক ২৫ নম্বরসহ সর্বমোট ১০০ নম্বরের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মনে রাখতে হবে, এই বিষয়টি আবশ্যিক এবং এক বিষয়েই এ+ পেতে হবে। এই সংখ্যায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের ওপর সম্পূর্ণ সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সাধারণত এইচএসসিতে দুই বছরে নিচের ছয়টি অধ্যায় পড়ানো হয়। বিশেষ করে একাদশ শ্রেণিতে কলেজগুলোতে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় পড়ানো হয়।

প্রথম অধ্যায় : তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

১.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসায় বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময়। ১.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব। ১.৩ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, রোবটিক্স, ক্রায়োসার্জারি, মহাকাশ অভিযান। ১.৪ আইসিটিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, বায়োমেট্রিক্স, বায়োইনফরমেটিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানোটেকনোলজি। ১.৫ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিকতা। ১.৬ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির প্রভাব। ১.৭ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেম, কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা, ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ব্যান্ডউইডথ, ডাটাট্রান্সমিশন পদ্ধতি, ডাটাট্রান্সমিশন মোড। ২.২ ডাটাকমিউনিকেশন মাধ্যম, তার মাধ্যম, তারবিহীন মাধ্যম। ২.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা, ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই, ওয়াই-ম্যাক্স। ২.৪ মোবাইল যোগাযোগ, বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল। ২.৫ কমপিউটার নেটওয়ার্কিং, নেটওয়ার্কের ধারণা, নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য, নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ, নেটওয়ার্ক ডিভাইস, নেটওয়ার্কের কাজ, নেটওয়ার্ক টপোলজি, ক্লাউড কমপিউটিংয়ের ধারণা, ক্লাউড কমপিউটিংয়ের সুবিধা।

তৃতীয় অধ্যায় : সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস

৩.১ সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস। ৩.২ সংখ্যা পদ্ধতি, সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ, সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর। ৩.৩ বাইনারি যোগ ও বিয়োগ। ৩.৪ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা। ৩.৫ ২-এর পরিপূরক। ৩.৬ কোড। ৩.৭ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস, বুলিয়ান অ্যালজেবরা, বুলিয়ান উপপাদ্য, ডি-মরগানের উপপাদ্য, সত্যক সারণি, মৌলিক গেইট, সর্বজনীন গেইট, বিশেষ গেইট, ডিজিটাল ডিভাইস, এনকোডার, ডিকোডার, অ্যাডার, রেজিস্টার, কাউন্টার।

চতুর্থ অধ্যায় : ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এইচটিএমএল

৪.১ ওয়েব পেজ ডিজাইনের ধারণা, ওয়েবসাইটের কাঠামো। ৪.২ এইচটিএমএলের মৌলিক বিষয়সমূহ, এইচটিএমএলের ধারণা, এইচটিএমএলের সুবিধা ও অসুবিধা, এইচটিএমএলের ট্যাগ ও সিনটেক্স পরিচিতি, এইচটিএমএল নকশা ও কাঠামো লে-আউট, ফরম্যাটিং, হাইপারলিঙ্কস, ব্যানারসহ চিত্র যোগ করা, টেবিল। ৪.৩ ওয়েব পেজ ডিজাইনিং। ৪.৪ ওয়েবসাইট পাবলিশিং।

পঞ্চম অধ্যায় : প্রোগ্রামিং ভাষা

৫.১ প্রোগ্রামের ধারণা। ৫.২ প্রোগ্রামিং ভাষা, যান্ত্রিক ভাষা, অ্যাসেম্বলি ভাষা, মধ্যম স্তরের ভাষা, উচ্চ স্তরের ভাষা, চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা, পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা। ৫.৩ অনুবাদক প্রোগ্রাম। ৫.৪ প্রোগ্রামের সংগঠন। ৫.৫ প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ, অ্যালগরিদম, প্রবাহচিত্র। ৫.৬ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল। ৫.৭ সি প্রোগ্রামিং ভাষা, ৫.৮ ডাটা টাইপ, ধ্রুবক, চলক। ৫.৯ ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট। ৫.১০ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট। ৫.১১ লুপ স্টেটমেন্ট। ৫.১২ অ্যারে। ৫.১৩ ফাংশন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৬.১ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাজ, রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য, রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ব্যবহার। ৬.২ ডাটাবেজ তৈরি, কুয়েরি, ডাটা সাজানো, ডাটাবেজ ইনডেক্সিং, ডাটাবেজ রিলেশন। ৬.৩ কর্পোরেট ডাটাবেজ। ৬.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাটাবেজ। ৬.৫ ডাটা সিকিউরিটি। ৬.৬ ডাটা এনক্রিপশন।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সংশ্লেষণ এই ৬টি দক্ষতা স্তরকে নিচের ৪টি দক্ষতা স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই ৪টি স্তরের সৃজনশীল প্রশ্ন ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন : পূর্ণমান-৪০

সৃজনশীল প্রশ্ন ৬টি থেকে ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে (৪ × ১০=৪০)।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন : পূর্ণমান-৩৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৩৫টি থেকে ৩৫টির উত্তর দিতে হবে। (৩৫ × ১=৩৫)।

ব্যবহারিক অংশ : পূর্ণমান-২৫

ব্যবহারিক অংশ হিসেবে চতুর্থ অধ্যায় থেকে এইচটিএমএল, পঞ্চম অধ্যায় থেকে সি প্রোগ্রামিং ও ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে। ব্যবহারিকে একটি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নম্বর বণ্টন-যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৫ নম্বর, ফলাফল উপস্থাপন ১২ নম্বর (প্রক্রিয়া অনুসরণ ০৪ নম্বর, ব্যাখ্যা ০৪ নম্বর, ফলাফল ০৪ নম্বর), মৌখিক অভীক্ষা ৫ নম্বর, নোটবুক ৩ নম্বর কজ

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন হচ্ছে পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম ও ৩২০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমার পিসির সমস্যা হচ্ছে সাউন্ড সিস্টেমে আমি মাইক্রোল্যাবের ২:১ স্পিকার ব্যবহার করি। গান চালানোর সময় প্লেতে ক্লিক করলেই "There may not be a sound device installed on your computer." মেসেজ দেখায়। এ সমস্যা মাঝে মাঝে দেখা দিলেও বাকি সময় ঠিক থাকে। এর সমাধানের উপায় কী?

–মাহিন, রামপুরা

সমাধান : আপনার পিসির সাউন্ড সিস্টেম বিল্ট-

ইন হয়ে থাকলে ড্রাইভার আন-ইনস্টল করে আবার ইনস্টল করে দেখুন। তারপরও যদি এ সমস্যা দেখায়, তাহলে মাদারবোর্ডের সাউন্ড চিপসেট বদলাতে হবে। তার চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একটি এক্সটার্নাল সাউন্ড কার্ড কিনে নেয়া। বাজারে এখন বেশ কম খরচে ইউএসবি সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায়। চাইলে তা কিনে ব্যবহার করে দেখতে পারেন। যদি আপনার পিসিতে এক্সটার্নাল সাউন্ড কার্ড থেকে থাকে, তবে তা স্লট থেকে খুলে ভালোভাবে পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে নিন এবং ড্রাইভার আন-ইনস্টল করে নতুন করে আবার ইনস্টল করে নিন। এতে আপনার সাউন্ড সিস্টেমের এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে আশা করি। যদি তাও না হয়, তবে সাউন্ড কার্ড বদলানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সমস্যা : আমার পিসি বেশ পুরনো। পেন্টিয়াম ফোর ২.২৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম ও ১২০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমার পিসি মাঝে মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। মোটামুটি ১০-১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে তারপর হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। এটি কি জন্য হচ্ছে? কম খরচের মধ্যে নতুন কোনো পিসি কিনলে ভালো হবে কী?

– রায়হান, মোহাম্মদপুর

সমাধান : পিসি অন করার কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে

যাওয়ার সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। পুরনো কমপিউটারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ সমস্যা। কেননা সময়ের সাথে সাথে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। পিসি বেশি গরম হয়ে গেলে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে পাওয়ার ফেইল্যুরের কারণে পিসি বন্ধ হয়ে যায়। যদি আগের পিসিটি রেখে দিতে চান তবে নতুন পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কিনে ব্যবহার করতে পারবেন। আর সবচেয়ে ভালো হয় পিসিটি বিক্রি করে দিয়ে নতুন আরেকটি পিসি কিনে ফেলা। কম খরচের মধ্যে বলতে আপনি কত বোঝাতে চেয়েছেন তার ধারণা দিলে কমপিউটার কেনার ব্যাপারে আরো ভালো পরামর্শ দেয়া সম্ভব হতো। কোরআই থ্রি মানের পিসি কিনতে পারলে খুব ভালো হয়। পেন্টিয়াম থ্রি মানের প্রসেসর দিয়ে পিসির দাম পড়তে পারে ৩২-৩৫ হাজার টাকা। যদি তা বাজেটে না কুলোয় তবে পেন্টিয়াম জি সিরিজের প্রসেসর কিনে নিতে পারেন। এর দাম পড়বে ২৫ হাজার টাকার মতো। র‍্যাম ২ গিগাবাইট বা তার বেশি কেনার চেষ্টা করুন।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন ইন্টেল পেন্টিয়াম জি৬২০ ২.৬ গিগাহার্টজ, আসুস মাদারবোর্ড, ১ গিগাবাইট ডিডিআর৩ র‍্যাম ও ৫০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক। আমি উইন্ডোজ সেভেন আল্টিমেট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি। আমার পিসিতে যদি একই সাথে গুগল ক্রোম ও অন্যান্য কোনো প্রোগ্রাম চালু করি, তখন পিসি স্লো হয়ে যায়। অনেক সময় শুধু গুগল ক্রোমে বেশি ট্যাব খুললেও পিসি স্লো হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে হ্যাং করে। এটি কি উইন্ডোজের সমস্যা না ভাইরাসের কারণে এমন হচ্ছে?

– আশরাফুল ইসলাম, কমলাপুর

সমাধান : আপনার পিসির কনফিগারেশনে র‍্যামের

পরিমাণ কম হয়ে গেছে। আপনার পিসির জন্য কমপক্ষে ২ গিগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার করা উচিত। ভালো হয় যদি ৪ গিগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার করতে পারেন। ৪ গিগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার করতে চাইলে অপারেটিং সিস্টেম ৬৪ বিট ব্যবহার করতে হবে নতুবা ৪ গিগাবাইট র‍্যামের পুরোটা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে তবে ১৬০০ মেগাহার্টজ বাসস্পিডের ৪ গিগাবাইট র‍্যাম ব্যবহার করুন। এতে পিসির পারফরম্যান্স বেশ ভালো পাবেন কজ

*ফিডব্যাক : **jhutjhamela24@gmail.com***

জেনে নিন

ইন্টারনেট ২০ বিলিয়নের বেশি ওয়েবপেজ রয়েছে। এ সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা সংখ্যা ২ বিনিয়নের বেশি।

হতে হলে
সফল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার

মোঃ আতিকুজ্জামান লিমন

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ছাড়া একটি দিন পার করা অসম্ভব। ইন্টারনেট ব্যবহারের সাথে সাথে বেড়েছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারও। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ওয়েবভিত্তিক বিজ্ঞাপন ব্যবহার করছে। এর মধ্যে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ব্লগ আমাদের দেশে অন্যতম। প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ও ব্র্যান্ড সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়। একজন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারের দায়িত্বগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

একটি কার্যকর সোশ্যাল মিডিয়া কর্মকৌশল

সামাজিক মিডিয়া কর্মকৌশল এমনি এমনি হয় না, এটি তৈরি করতে হয়। পরিকল্পনা এবং কর্পোরেট সামাজিক মিডিয়া কর্মকৌশলের জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক কর্মপরিকল্পনা, যা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে, সাথে সাথে তা কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তা নির্ধারণ করবে।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো পরিচালনা

নিয়মিত আপডেট না করা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবসায়ের জন্য খারাপ হতে পারে এবং ভুল ধারণা গ্রাহকদের কাছে চলে যেতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো আপডেট রাখবেন। ক্রেতাদের ও সেবা গ্রহণকারীদের প্রতিটি মেসেজের সঠিক সময়ে উত্তর দেয়ার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন টাইম জোনের ব্যবহারকারীদের কথা চিন্তা করে রাতে ও দিনে আলাদা আলাদা জনবল তৈরি করা।

ব্যবহারকারীদের সাথে সংলাপ ও সমস্যা নিরীক্ষণ

মানুষ অনলাইনে একটি কোম্পানি সম্পর্কে ভালো ও খারাপ উভয় বিষয় পোস্ট করবে। ব্যবহারকারীদের এখনকার দিনে এটি কখনই প্রতিরোধ করা যাবে না। একটি প্রতিষ্ঠানের কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য পোস্টগুলো মনিটর করা অত্যাবশ্যক বিষয়। তাদের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া বেশি গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং তা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানাতে হবে। ব্যবহারকারীদের দেয়া এসব মতামত ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাবেন এবং কোনো অসন্তুষ্ট গ্রাহকদের তৃপ্ত করতে চেষ্টা করবেন।

বর্তমান সময়ের ট্রেন্ড মনিটর ও নতুন সোশ্যাল মিডিয়া টুল গ্রহণে উৎসাহ দেয়া

সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার সমসাময়িক সমস্যা চিহ্নিত এবং তার ওপর রিপোর্ট তৈরি করবেন। সাম্প্রতিক গতিধারা এবং টুল ব্যবহারে শীর্ষে থাকার জন্য, প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সর্বোচ্চ পরিমাণ গ্রাহক সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হয়।

পোস্ট করার বিভিন্ন সংবাদ ও আর্টিকল অনুসন্ধান

প্রতিষ্ঠানের ধরনের ওপর নির্ভর করে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার বিভিন্ন নিবন্ধ, গল্প এবং শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সামাজিক মিডিয়াতে প্রকাশ করবেন। এর ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা সম্পর্কে গ্রাহক নতুন নতুন তথ্য পাবেন এবং পণ্য বা সেবা সম্পর্কে আগ্রহী হবেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বিভিন্ন ই-কুপন, কোনো পুরস্কার জিতে নেয়ার সুযোগ বা কোনো নির্দিষ্ট দিনকে উদযাপন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম নিতে হয়। ম্যানেজারের বিভিন্ন আইডিয়া সৃষ্টি করতে হয় এবং তা সফল করার জন্য কর্মপরিকল্পনা নিতে হয়।

প্রচার পরিচালনা

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, অনলাইনে বিভিন্ন উদ্যোগের সাফল্য নিরীক্ষণ অত্যাবশ্যক। কারণ, এর মাধ্যমে বিনিয়োগ ও লাভের পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। প্রচারের কোনটি কাজ করেনি এবং কোনটি করেছে তা ম্যানেজারের কার্যনির্বাহীদের ও পরিচালকদের রিপোর্ট আকারে দিতে হয়।

আর্টিকল ও ব্লগ লেখা

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আকর্ষণীয় নিবন্ধ বা ব্লগ পোস্টিং করে প্রতিষ্ঠানের ভালো দিকগুলো ও নতুন নতুন আকর্ষণীয় অফারগুলো গ্রাহকদের জানিয়ে দেয়া সম্ভব। ম্যানেজার এসব ব্লগ পোস্ট তৈরি ও তার জন্য যা করতে হয়ে তা করবেন। তিনি ব্লগারদের নিয়োগ বা নতুন ব্লগার ও ব্লগ সম্পাদনা করার জন্য জনবল তৈরি করবেন।

সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী

বিভিন্ন চ্যানেলের কার্যকারিতা পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার বিভিন্ন চ্যানেলের, যেমন– টুইটার কাউন্টার, গুগল অ্যানালিটিক্স এবং অন্যান্য টুল ব্যবহার করে কার্যকারিতা পরিমাপ করবেন।

ব্র্যান্ড সংক্রান্ত কথোপকথন মনিটর করা

সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন কথোপকথন চলতেই থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনায় খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার সক্রিয়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠানের কনফারেন্স, চ্যাট, ব্লগ, উইকি, ভিডিও শেয়ারিং নিয়োজিত করবে।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়

একটি ভালোমানের প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে ভালো দিক হলো তার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজারকে পাবলিক রিলেশন, মার্কেটিং, সেলস এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচার করা

সামাজিক গণমাধ্যমের গুরুত্ব, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তির প্রচার বাস্তবায়নের জন্য কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচার কার্যক্রমকে আরও বেশি উন্নত করাও ম্যানেজারের কাজ।

অতএব এ আলোচনায় এটা স্পষ্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার বর্তমান সময়ের একটি জনপ্রিয় পেশা। আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে এর চাহিদা দিন দিন বাড়বে। উন্নত দেশগুলোতে ব্যাপক জনপ্রিয় এই পেশায় যুক্ত হচ্ছেন অনেকেই। তাদের উচ্চ বেতনে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। যারা এই পেশায় আসতে চান, তারা নিজেদেরকে পেশার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন কজ

ফিডব্যাক : infolimon@gmail.com

ব্রাউজার হিষ্ট্রি যেভাবে ক্লিয়ার করবেন

ডা. মোহাম্মদ সিয়াম মোয়াজ্জেম

আপনি অনলাইনে কী করছেন, কোন কোন সাইটে ভিজিট করছেন, কী কী দেখছেন, তা দুনিয়ার মানুষকে জানানো দরকার নেই। কিন্তু আপনি অনলাইনে যা কিছুই দেখেন না কেনো, যে সাইটে ভিজিট করেন না কেনো, তার ডিজিটাল রেকর্ড থেকেই যায় এবং যেকেউ আপনার ডিভাইস দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবে।

প্রথমে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। আপনার ব্যবহৃত বিশ্বস্ত ব্রাউজার, ইন্টারনেটে আপনার রহস্যময় আচরণ, ক্রেজি, না বলার বিষয় যেগুলো কখনও শেয়ার করতে চান না, সেসব কার্যকলাপের বিস্তারিত লিস্ট ধারণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অন্য কিছু করতে বলছেন। সবচেয়ে ভালো হয় বিশ্বের বিশাল তথ্যভাণ্ডার ইন্টারনেটে অসতর্কভাবে আপনার গোপন তথ্য শেয়ার হওয়ার আগে অর্থাৎ ইন্টারনেটে সম্ভাব্য বিব্রতকর এক্সপ্লোরেশন থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনার উচিত ডিজিটাল রেকর্ড ক্লিয়ার করা। এখানে আমরা শুধু BDSM Porn Searches সংশ্লিষ্ট বিষয় ক্লিয়ার রাখার প্রসঙ্গে আলোচনা করছি না বরং এমন সব বিষয় ক্লিয়ার রাখার ব্যাপারে আলোকপাত করা হচ্ছে, যেগুলো রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে বা আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট তথ্য যা অন্যদের জানাতে চাচ্ছেন না।

যেকোনো ইস্যু প্রোঅ্যাক্টিভভাবে এড়িয়ে যাওয়ার এক উপায় হলো ব্রাউজারের সার্ফিং আচরণকে not record-এ সেট করা। নন-রেকর্ডকিপিং সার্চিংয়ের জন্য ফায়ারফক্স এবং সাফারির ক্ষেত্রে 'private window', ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ক্ষেত্রে 'inPrivate' সেট করতে পারেন। যেভাবে ডিজিটাল হিষ্ট্রি ক্লিয়ার করা যায় তা নিম্নরূপ :

ক্রোমে ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করা

উপরে ডান প্রান্তে তিন লাইনে ক্লিক করুন এবং পুল ডাউন মেনু থেকে 'History' সিলেক্ট করুন অথবা বিকল্প হিসেবে পিসিতে Ctrl-H চাপুন। এর ফলে একটি নতুন ট্যাব প্রম্পট করবে, যেখানে খুঁজে পাবেন সম্প্রতি ভিজিট করা ওয়েব পেজের এক দীর্ঘ লিস্ট। এখান থেকে প্রতিটি এন্ট্রির পাশে চেক বক্সে ক্লিক করে 'Remove selected items' সিলেক্ট করার মাধ্যমে অপসারণ করতে পারবেন স্বতন্ত্র ভিজিট।

যদি আপনি বিস্তৃতভাবে হিস্ট্রি ক্লিন করতে চান (উদাহরণস্বরূপ সারা দিনের ব্রাউজিং), একটি পপআপ উইন্ডো যাতে প্রম্পট করে সেজন্য হিস্ট্রি স্ক্রিনে 'Clear browsing data...' বাটনে ক্লিক করুন। এবার নিশ্চিত করুন 'Browsing history'-এর পাশের বক্স যেন ক্লিক করা থাকে। এর পাশাপাশি আরও নিশ্চিত করুন অন্য যেকোনো তথ্য, যা আপনি ডিলিট করতে চাচ্ছেন যেমন– কুকি, ক্যাশ করা ইমেজ, ডাউনলোড ইত্যাদির পাশের বক্স যেন ক্লিক করা থাকে। ওপরের পুল ডাউন মেনু আপনাকে কিছু সময়ের জন্য **যেমন–** past hour, past day, past week, or since the beginning of time কিছু ম্যাটেরিয়াল ডিলিট করার অপশন দেবে। এরপর নিচের দিকে 'Clear browsing data'-এ ক্লিক করলে আপনার হিস্ট্রিরি ডিলিট হয়ে যাব।

সাফারিতে ব্রাউজিং হিষ্ট্রি রিসেট করা

ক্রোম মোবাইল অ্যাপে উপরে ডান প্রান্তে তিন লাইন বা তিন ডটে ট্যাপ করুন এবং স্ক্রিনের নিচে 'CLEAR BROWSING DATA' বাটনে ক্লিক করুন।

ফায়ারফক্সে ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করা

উপরে ডান প্রান্তে তিন লাইন চিহ্নে ক্লিক করুন এবং History→Clear Recent History বেছে নিন অথবা পিসিতে Ctrl+Shift+Del-এ ক্লিক করুন। এটি পপআপ করার জন্য প্রম্পট করবে Recent History Box। এবার আপনি পাবেন এক পুলডাউন মেনু, যেখানে রয়েছে ক্লিয়ার করার জন্য টাইম রেঞ্জ অপশন, যার বিস্তার Last Hour থেকে শুরু করে Everyththing পর্যন্ত সব কিছু। যদি আপনি ডিটেইল বাটনে ক্লিক করেন, তাহলে দেখতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের ডাটা, যা আপনি ডিলিট করতে পারবেন, যেমন– ব্রাউজিং হিস্ট্রি, ক্যাশ ইত্যাদি। এরপর এমন একটি অপশন বেছে নিন, যা আপনি মুছে ফেলতে চান। এবার Clear Now-এ ক্লিক করুন।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করা

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে ব্রাউজিং হিস্ট্রিরি ডিলিট করার এক সহায়ক শর্টকাট হলো Ctrl+Shift+Delete চাপা। যদি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সাম্প্রতিক ভার্সনে এই তিনটি কী একত্রে চাপা হয়, তাহলে একটি ডায়ালগ বক্স আপনার সামনে উদ্ভাসিত হবে, যা আপনাকে সুযোগ দেবে কী কী রাখবেন আর কী কী রাখবেন না তা নির্বাচন করার। এবার যেসব অপসারণ করতে চান তার পাশে চেক বক্সে টিক দিয়ে Delete ক্লিক করুন।

সাফারির ব্রাউজিং হিস্ট্রি ডিলিট করা

অন্যান্য ব্রাউজারের মতো সাফারিরও রয়েছে বেশ কিছু কিবোর্ড শর্টকাট। কিন্তু ব্রাউজিং হিস্টোরি ডিলিট করার জন্য তেমন কোনো কিবোর্ড শর্টকাট নেই। আপনি মেনু ব্যবহার করে ব্রাউজিং হিস্টোরি ডিলিট করতে পারবেন। এজন্য উপরে ডান প্রান্তে গিয়ার আইকনে ক্লিক করে Reset Safari সিলেক্ট করুন। এরপর পরবর্তী পপআপ মেনুতে যেসব আইটেম ক্লিয়ার করতে চান, সেগুলো চেক করে Reset বাটনে প্রেস করুন।

শুধু ম্যাক ব্যবহারকারীরা সাফারি মেনুতে ক্লিক করে একটি পপআপ প্রম্পট করার জন্য Clear History and Website Data বেছে নিন। এখান থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য মুছে ফেলতে পারবেন।

বক্স আইটেম ব্রাউজার হিস্ট্রি কী?

যখনই কমপিউটার থেকে অনলাইনে যাবেন, তখনই ব্রাউজার আপনার ভিজিট করা প্রতিটি পেজের একটি কপি সেভ করে রাখবে। আপনার কমপিউটার এবং ইন্টারনেট ব্রাউজার যেমন– ক্রোম, ফায়ারফক্স, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার বা অন্য যা কিছুই ব্যবহার করেন না কেন, তা সবসময় ট্র্যাক করে এবং কোন কোন পেজে ভিজিট করেছেন তার হিস্ট্রিরি রাখে। এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুই আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে বা গোপন করা হচ্ছে। তবে একে ষড়যন্ত্র বা ব্যক্তিগত তথ্যে অনধিকার প্রবেশও বলা যাবে না। এটি ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে রাখা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি মনে করছেন অনলাইনে আপনার কাজ, যেমন কোনো বিশেষ পরিকল্পনা, বিশেষ কোনো রিপোর্ট ইত্যাদি গোপন রাখতে, ততদিন পর্যন্ত এটি থেকেই যাবে।

সব ব্রাউজারেই পেজের উপরের দিকে History হলো অন্যতম এক ড্রপ-ডাউন মেনু চয়েজ, যেখানে অন্যান্য অপশনের সাথে রয়েছে ফাইল, এডিট, ভিউ, বুকমার্কসহ আরও কিছু ফিচার। যতক্ষণ অনলাইনে থাকবেন, হিস্ট্রি ফিচার ততক্ষণ ধারণ করবে ইন্টারনেট ব্রাউজিং ট্যাব।

ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনারেরা উপলব্ধি করেন যে ব্যবহারকারীর জানা দরকার তাদের দীর্ঘ ইন্টারনেট সেশনে অনলাইনে কোথায় কোথায় অ্যাক্সেস করেছিলেন, তারা কী কী রিড করেছিরলন বা কী কী দেখেছিলেন। আর এ কারণে ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনারেরা হিস্ট্রিরি ফিচারে যুক্ত করেন এক সহায়ক ফিচার।

বিস্ময়করভাবে বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারী কখনই তাদের ব্রাউজারের হিস্ট্রি মেনু এক্সপ্লোর করে দেখেননি বা এর কিছু বিশেষ ফিচার সম্পর্কে কখনই অবহিত হননি কজ

ফিডব্যাক : siam.moazzem@gmail.com

গুগল দেখা ও গুগল বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

ভুলটা ভাঙল স্যান হোসেতে গিয়ে। ওখানে পৌঁছানোর আগে সবাইকে বলছিলাম, যাচ্ছি গুগলে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোর পাশে ছোট শহর স্যান হোসের মাউন্টেন ভিউতে। স্যান হোসেতে পৌঁছে জানলাম, এ তো বিরাট শহর, সানফ্রানসিসকোর চেয়েও বড়। আর মাউন্টেন ভিউ আলাদা শহর। ছোট কিন্তু এখানে বেড়ে ওঠে দুনিয়া জয় করেছে গুগল, মজিলা, লিঙ্কড-ইন, হোয়াটসঅ্যাপের মতো প্রতিষ্ঠান। ছয় দশক আগে সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর তৈরি করে ছোট এই শহর পরিচিত হয়ে ওঠে বড় এক ডাক নামে– সিলিকন ভ্যালি। পৃথিবীর শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ সানফ্রানসিসকো-স্যান হোসে-মাউন্টেন ভিউ আর আশপাশের ক্যালিফোর্নিয়ার বে-এরিয়া নিয়েই সিলিকন ভ্যালি– তথ্যপ্রযুক্তি দুনিয়ার রাজধানী। পথে বেরোলেই কোনো না কোনো পরিচিত তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের বড় বড় ক্যাম্পাস; পা বাড়ালেই ক্যালিফোর্নিয়া বে-এরিয়ার সিলিকন ভ্যালিতে গুগল, ইন্টেল, ইবে, আইবিএম, সিসকো, অ্যাডোবি, ফেসবুক আর টুইটার।

সবুজে প্রযুক্তির ঝলকানি

সিলিকন ভ্যালিতে আমাদের প্রথম গন্তব্য মাউন্টেন ভিউয়ে গুগলের প্রধান কার্যালয়। যেতে যেতে পরিচিত সব বিশ্বসেরা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নামফলকে চোখ আটকে যায়। একেকটা ভবন একেকরকম। তখনও অপেক্ষা গুগল দেখার। গুগলের লোগোসহ কাচঘেরা ভবনটি খুঁজছিলাম। এর মধ্যে আমাদের গাইড বললেন, 'আমরা গুগল ক্যাম্পাসে চলে এসেছি।' চারপাশে ছোট-বড় অনেক ভবন, কই সেই ভবন তো দেখছি না! কোথাও গুগল লেখাও নেই! খেয়াল করে দেখলাম সড়কের দুই পাশে গুগলের নামফলক, অনেকটা জায়গাজুড়ে। তার মানে এই পুরো এলাকা গুগলের! সেই ভবন পেলাম। এটি গুগলের প্রধান ভবন, গুগলপ্লেক্স। আর পুরো এলাকায় আরও অনেকগুলো ভবন।

হাঁটতে হাঁটতে মিলল চালকহীন গাড়ি ঘুরছে স্ট্রিটভিউয়ের ক্যামেরাসহ। পুরো ক্যাম্পাসে অসংখ্য বাইসাইকেল। লাল-হলুদ-সবুজ-নীলে গুগলের এই বাইসাইকেলগুলো গুগলারদের যাতায়াতের জন্য। অ্যান্ড্রয়িড লনে পার্কের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অ্যান্ড্রয়িড আর ফ্রয়ো থেকে ললিপপ পর্যন্ত এর সবগুলো সংস্করণের প্রতীক।

চোখ ধাঁধানো আইও

২৮ ও ২৯ মে প্রযুক্তিবিশ্বের চোখ ছিল সানফ্রানসিসকোর মোসকোনে সম্মেলন কেন্দ্রে। এখানেই গুগলের সবচেয়ে বড় বার্ষিক ডেভেলপার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই ঘোষণা আসে আগামী দিনে কী প্রযুক্তিসেবা বা পণ্য নিয়ে আসছে প্রযুক্তিবিশ্বের প্রভাবশালী এই প্রতিষ্ঠানটি। প্রযুক্তিগত চমকের ছড়াছড়ি তো ছিলই, মুগ্ধ করেছে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপকতা প্রযুক্তির সহায়তায় একটি অনুষ্ঠানকে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তারই একটি গোছানো প্রদর্শনীতে চোখ আটকে গেল সম্মেলন কেন্দ্রের ভেতরে ঢুকেই। বিরাট হলের তিন দিকের দেয়ালের পুরোটা জুড়ে এক পর্দায় কী না করেছে ওরা। ৬০০ ফুটের পর্দায় কখনও পিংপং খেলা হচ্ছে, কখনও বা কোনো তথ্যচিত্র। চোখ পর্দার এক মাথা থেকে দৌড়াচ্ছে আরেক পর্দায়। চোখ ধাঁধানো আজব এক রঙ্গমঞ্চ।

এবার এলো ঘোষণা। গুগল তাদের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমের নতুন সংস্করণ অ্যান্ড্রয়িড এম বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে আইও-এ। সেই সাথে আসছে আলাদা লেনদেন ব্যবস্থা অ্যান্ড্রয়িড ক্যাশ, ছবি ও ভিডিও ব্যবস্থাপনার নতুন সেবা গুগল ফটোস, গৃহস্থালি পণ্যের জন্য আলাদা অপারেটিং সিস্টেম, কার্ডবোর্ডের নতুন সংস্করণ, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট টুলসহ বেশ কিছু নতুন পণ্য।

সেকাল-একালের যুগলবন্দি

সানফ্রানসিসকো ঐতিহ্যবাহী শহর। এখানে শত বছরের পুরনো কেল্লা কার (কলকাতার ট্রামের মতো) চলছে আগের মতোই। নিজেদের নির্মাণশৈলীর গর্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে প্রায় শত বছরের গোল্ডেন গেট ব্রিজ। পুরনো ভবনগুলো এ শহরে যেন আগের মতোই চকচকে। পুরনো ঐতিহ্যকে আগলে রেখেই গত চার দশকে এই শহর রূপ নিয়েছে আধুনিকতম প্রযুক্তির আরেক আবাসস্থলে। নতুন-পুরনোর এক অদ্ভুত সহাবস্থানে যেন পুরো সিলিকন ভ্যালির চিত্রটা একই রকম।

গুগল আই/ও রিক্যাপ

গুগল সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পর গুগল কমিউনিটি ম্যানেজারদের দায়িত্ব থাকে গুগল আইওতে দেখে আসা বা গুগল যেসব প্রযুক্তির ঘোষণা দিল তা নিজ নিজ দেশে গিয়ে তাদের কমিউনিটিকে জানানো ও সে সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়া। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ জুন ঢাকায় কৃষিবিদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের গুগল আই/ও রিক্যাপ। এতে প্রায় ১০০০ প্রযুক্তিপ্রেমী অংশ নেন। এছাড়া দেশের আরও ৬টি বিভাগীয় শহরে এই আয়োজন করা হয় কজ

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com

লেখক : গুগল ডেভেলপারস গ্রুপ বাংলার কমিউনিটি ম্যানেজার

জিডিজি সম্মেলন ও বাংলাদেশের স্বীকৃতি

গুগল ক্যাম্পাসে ২৬ ও ২৭ মে গুগল ডেভেলপারস গ্রুপের (ডিডিজি) বৈশ্বিক সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলাম পাঁচজনের একটি দল। জিডিজি সোনারগাঁওয়ের ব্যবস্থাপক আশ্রাফ আবির, জিডিজি ঢাকা থেকে আরিফ নেজামি, উইমেন টেকমেকারের ফারাহ নাজিফা, জিডিজি বাংলার ব্যবস্থাপক হিসেবে জাবেদ সুলতান ও আমি। জিডিজি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গুগল ক্যাম্পাসের পাশেই কমপিউটার হিস্ট্রি মিউজিয়ামে। এটা কমপিউটারের ইতিহাসসমৃদ্ধ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা। চার্লস ব্যাবেজের প্রথম যান্ত্রিক কমপিউটার থেকে শুরু করে গুগলের স্ট্রিটভিউ কার– সবই আছে। জিডিজি সম্মেলনের নির্ধারিত প্রথম আলোচনায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

গুগল অনুবাদে মাতৃভাষার জন্য সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ। ইন্টারনেটে নিজের ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশের এই উদাহরণ থেকে সারা পৃথিবীর শেখার আছে বলে জানান গুগল ট্রান্সলেট কমিউনিটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিভটা কালম্যান। তিনি গুগল অনুবাদে বাংলাদেশের অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে প্রশংসা করেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালির মাউন্টেন ভিউয়ে গুগল ক্যাম্পাসের কমপিউটার হিস্ট্রি মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় দু'দিনের গুগল ডেভেলপারস গ্রুপ বা জিডিজি গ্লোবাল সামিট। এ সম্মেলনের নির্ধারিত প্রথম আলোচনায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এতে গুগল অনুবাদে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করতে গত ২৬ মার্চ সারাদেশে জিডিজি বাংলার আয়োজনে বাংলার জন্য চার লাখ কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়, ওইদিন বাংলার জন্য অনুবাদের সংখ্যা ছিল সাত লাখের বেশি। সেই সাথে ৫ জুনের মধ্যে বাংলাদেশের এ রেকর্ড ভাঙতে পারলে বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়। আর এ নজিরবিহীন অবদানের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় বাংলাদেশ। জিডিজি সম্মেলনে এ বছর ১০০টির বেশি দেশ থেকে প্রায় ৪০০ জিডিজি কমিউনিটি ম্যানেজার অংশ নেন। বাংলাদেশ থেকে জিডিজি বাংলার দুই কমিউনিটি ম্যানেজার জাবেদ সুলতান পিয়াস এবং এই লেখকসহ মোট পাঁচজন অংশ নেন জিডিজির সবচেয়ে বড় এ আয়োজনে। সম্মেলনের প্রথম দিনে গুগল ট্রান্সলেট কমিউনিটি ছাড়াও গুগল ডেভেলপার এক্সপার্ট প্রোগ্রাম, গুগল এডুকেশন প্রোগ্রাম, গিটবুক, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, গুগল লঞ্চপ্যাডসহ গুগলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিছু প্লাটফরম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবার জন্য ছিল পারস্পরিক যোগাযোগের বিশেষ কর্মশালা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন গুগলের বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে ২৬টি বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়।

ইন্টেল কমপিউট স্টিক

কাজী শামীম আহমেদ

মাইক্রোচিপ তথা কমপিউটার ডিভাইস নির্মাতা সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইন্টেল অতি সম্প্রতি বাজারে নিয়ে এসেছে ব্যতিক্রমধর্মী ডিভাইস কমপিউটার স্টিক। মেমরি স্টিকের সাথে আমরা বহুল পরিচিত হলেও কমপিউটার স্টিক আমাদেরকে কাছে একেবারেই নতুন একটি ডিভাইস। মেমরি স্টিক শুধু আমাদের বিভিন্ন ফাইল ধারণ ও তা সংরক্ষণ করতে পারে, কিন্তু কমপিউটার স্টিক একটি পরিপূর্ণ পার্সোনাল কমপিউটার, যা আপনি কিনতে পারেন মাত্র ১৫০ মার্কিন ডলারে অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২ হাজার টাকায়। কমপিউটার স্টিককে আপনি বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত উন্নতমানের মনিটর বা হাই-ডেফিনেশন টেলিভিশনের (HDTV) ফ্রি পোর্টে প্ল্যাগ-ইন করতে পারেন।

বাজারে আসতে না আসতেই কমপিউটার স্টিকের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ করা গেছে এবং অন-লাইনে বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের আগ্রহ এবং মতামতের বন্যা বইছে। এরই মধ্যে অনেকেই ডিভাইসটি ক্রয়ের বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

কমপিউটার স্টিকের প্রথম ভার্সনে থাকছে কোয়াড-কোর ইন্টেল এটোম Z3735F প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম এবং ৩২ গিগাবাইট ফ্ল্যাশ স্টোরেজ। এটি পরিচালিত হবে উইন্ডোজ ৮.১ অপারেটিং সিস্টেম দিয়ে, যা প্রি-লোডেড অবস্থায় স্টিকে পাওয়া যাবে। এটি আকারে হবে ০.৫ বাই ১.৫ ইঞ্চি এবং ওজনে মাত্র ১.৯ আউন্স। নিঃসন্দেহে এ ডিভাইসটি অন্যান্য যে কোন পোর্টেব্যল ডিভাইসের তুলনায় আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে বহন করতে পারবেন।

এখানে বলে রাখা ভালো যে কমপিউটার স্টিক কিন্তু উইন্ডোজ টু গো (WTG) ড্রাইভ থেকে আলাদা। কমপিউটার স্টিকের জন্য কোন হোস্ট পিসি'র প্রয়োজন হয় না। মনিটর বা টিভি'র এইচডিএমআই (HDMI) পোর্টে এটি প্ল্যাগ ইন করলেই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পিসি হিসেবে কাজ করবে। কমপিউটার স্টিকে আরো রয়েছে 802.11b/g/n স্ট্যান্ডার্ড এর ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ এবং এক্সপানশনের জন্য মাইক্রোএসডি (microSD) কার্ড স্লট সুবিধা। প্রয়োজনে আপনি উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং এতে ইনস্টল করে একে আপগ্রেড করতে পারেন।

কমপিউট স্টিকে এক পাশে রয়েছে একটি মাইক্রো ইউএসবি (microUSB) পোর্ট, যা একটি স্ট্যান্ডার্ড ইউএসবি ক্যাবল ব্যবহার করে পাওয়ার সোর্সের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এতে একটি পূর্ণাঙ্গ আকারের ইউএসবি পোর্ট রয়েছে, যা আপনি এর সাথে কম্পাটিবল এমন যে কোন পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে যুক্ত করার জন্য অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন। এতে আরো রয়েছে একটি পাওয়ার বাটন, যা সচারচার এনড্রয়েড ডিভাইসে দেখা যায় না। ইউএসবি পোর্ট ছাড়াও কমপিউটার স্টিক অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত পেরিফেরাল যেমন কী-বোর্ড ও মাউসের সাথে ব্লুটুথ রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারে। এটি ইন্টারনেট এবং হোম নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যবহার করবে 802.11n ওয়াই-ফাই প্রোটোকল।

এখন পর্যন্ত এটি বহনযোগ্য সবচেয়ে ছোট কমপিউটার এবং এর সেটআপ প্রক্রিয়াও অনেক সহজ। এতে আপনি পূর্ণ কনফিগারেশনসহ উইন্ডোজ ৮.১ অপারেটিং সিস্টেম রান করাতে পারেন। এছাড়া ইন্টেল কমপিউটার স্টিককে আপনি একটি চমৎকার এইচডিটিভি স্ট্রিমার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

বাজারে এখন হাতেগোনা কয়েকটি ডিভাইস রয়েছে, যারা টিভি'র সাথে কনটেন্ট বিনিময় করতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এমাজনের তৈরি ফায়ার স্টিক এবং গুগলের ক্রমকাস্ট। এদের চাইতে আরেকটু বেশি শক্তিশালী ডিভাইস হচ্ছে রকু। এসব ডিভাইসের চাইতে ইন্টেলের কমপিউটার স্টিক ভিন্নতর। তার কারণ হচ্ছে কমপিউটার স্টিক মুলত উইন্ডোজ ৮.১ দিয়ে চালিত একটি পূর্ণাঙ্গ পার্সোনাল কমপিউটার বা পিসি, যদিও একে খুব শক্তিশালী পিসি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তবে ইন্টেলের কমপিউটার স্টিকের মাধ্যমে আপনি ওয়েব ব্রাউজিং, চ্যাটিং, ই-মেইলিং, সিনেমা দেখা, গান শোনা, এপ্লিকেশন ডাউনলোড ও ইনস্টল করা ইত্যাদি কাজগুলো অনায়াসে করতে পারেন।

ইন্টেলের কমপিউট স্টিক নামের এই চমকপ্রদ ডিভাইসটি বুটআপ হওয়া পর এটি স্বাভাবিক নিয়মে উইন্ডোজ ৮.১ সেটআপের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করবে। এ সময়ে উইন্ডোজ আপনার বিভিন্ন তথ্য ও পছন্দ জানতে চাইবে এবং সেগুলো সিস্টেমে এন্ট্রি দিতে হবে। এ কাজগুলো শেষ হওয়ার পর পরই আপনি পৌঁছে যাচ্ছেন কমপিউট স্টিকের ডেস্কটপে। এ সময়ে আপনার মনে হবে আপনি একটি স্বাভাবিক পিসি ব্যবহার করছেন। আপনি খুব অবাক হবেন এই ভেবে যে আপনি অতি ক্ষুদ্র একটি কমপিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। কমপিউটার স্টিকে যদি আপনি WINDOWS UPDATES ইনস্টল করেন তাহলে এতে ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন ধরনের এপ্লিকেশন যেমন গুগল ক্রোম, স্কাইপ, টিমভিউয়ার, ভিএলসি, স্টিম ইত্যাদি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে হোম স্ট্রিমিং এবং ভিডিও গেমিং এর ক্ষেত্রে ইন্টেল কমপিউট স্টিক সমগোত্রীয় অন্যান্য যে কোন ডিভাইসের তুলনায় অধিক দক্ষতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কাজ করে। পার্সোনাল কমপিউটার যারা স্বল্প বিস্তারে কাজ করে থাকেন, তাদের জন্য কমপিউট স্টিক বিকল্প এবং ব্যয় সাশ্রয়ী আকর্ষণীয় একটি সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। যারা ভিডিও গেমের ভক্ত তারা সহজে বহনযোগ্য হালকা এ ডিভাইসি একটি উত্তম স্ট্রিমিং গেজেট হিসেবে লুফে নিতে পারেন।

বিভিন্ন আকর্ষণীয় ফিচার ও সুবিধাসহ ইন্টেল কমপিউট স্টিক

ইন্টেলের কমপিউটার স্টিকের মতো পোর্টেব্যল ডিভাইসের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে আগামী দিনগুলোতে। সেদিন খুব বেশি দূরে নেই যেদিন অনেকেই তাদের পিসি বা ল্যাপটপের বিকল্প হিসেবে কমপিউট স্টিকের মতো পোর্টেব্যল ডিভাইসগুলোকে বেছে নিবেন এবং এগুলোর দ্বারা দৈনন্দিন কমপিউটিং সংক্রান্ত কাজগুলো তারা সেরে নিবেন কজ

ফিডব্যাক : shamim967@hotmail.com

কমপিউটেক্সে এনভিডিয়া জিটিএক্স৯৮০টিআই গ্রাফিক্স কার্ড

সোহেল রানা

তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে গত ২ থেকে ৬ জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রযুক্তিবিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মেলা কমপিউটেক্স। এবারের আয়োজনে এসেছে এনভিডিয়ার অত্যাধুনিক জিটিএক্স৯৮০টিআই গ্রাফিক্স কার্ড।

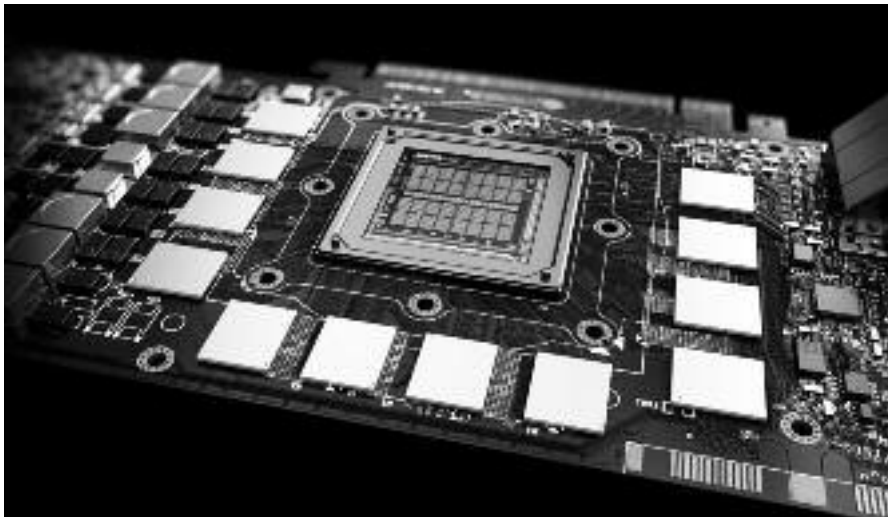

হাই-এন্ড সব গ্রাফিক্স কার্ডের নির্মাতা হিসেবে এনভিডিয়ার সুনাম নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। ম্যাক্সওয়েল-২-এ ডিজাইন করা তাদের জিটিএক্স টাইটান এক্সকে তো এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রাফিক্স কার্ডের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এক হাজার ডলারের বেশি দামের কারণে বাজারে তেমন একটা সাফল্য পায়নি টাইটান এক্স। সেই দিকটি মাথায় রেখেই এনভিডিয়া এবারের কমপিউটেক্সে প্রদর্শন করেছে জিটিএক্স৯৮০টিআই মডেলের গ্রাফিক্স কার্ড। পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে এটি টাইটান এক্স কার্ডের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম হলেও এর দাম রাখা হয়েছে সাড়ে ৬০০ ডলার। এই কার্ডের মূলে রয়েছে জিএম২০০এস গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ)। এতে রয়েছে ২৮১৬ কুডা কোর ও ৬ গিগাবাইট ভি র‍্যাম। অন্যান্য ফিচার টাইটান এক্স কার্ডের মতোই। এসব ফিচারের মধ্যে রয়েছে ৯৬ আরওপি, ১০০০ মেগাহার্টজ কোর ক্লক, ১০৭৫ মেগাহার্টজ পর্যন্ত বুস্ট ক্লক, ৭ গিগাবাইট ডিডিআর৫ মেমরি, ৩৮৪ বিট মেমরি বাস, ২৫০ ওয়াট থার্মাল ডিজাইন পাওয়ার। মাইক্রোসফট ডিরেক্টএক্স ১২ সমর্থন করার সাথে সাথে এই কার্ডটি ফোর-কে রেজ্যুলেশনও সমর্থন করে। ফলে এই সময়ের অন্যতম সেরা একটি গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবেই জায়গা দখল করে নিতে সমর্থ এনভিডিয়ার জিটিএক্স৯৮০টিআই।

এনভিডিয়া তাদের ম্যাক্সওয়েল প্রযুক্তির গ্রাফিক্স কার্ড উন্মোচন করে গত বছরের শেষে। আর্কিটেকচারটি এনভিডিয়াকে শুধু শক্ত একটি অবস্থানেই বসায়নি, সেই সাথে এনভিডিয়ার পরবর্তী প্রজন্মের কার্ডগুলো কেমন হতে পারে, তারও একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছে। এনভিডিয়া তাদের ম্যাক্সওয়েল প্রযুক্তিনির্ভর নতুন প্রজন্মের কার্ড প্রথম বের করে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে, যা জিটিএক্স৯৮০ ও জিটিএক্স৯৭০ নামে পরিচিত। এর মূল লক্ষ হচ্ছে বর্তমান বাজারে থাকা গেমগুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের গেমগুলোকেও যাতে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় তা নিশ্চিত করা। এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ডের মার্কেট পলিসি লক্ষ করলে দেখা যায় জিটিএক্স৭০ ও জিটিএক্স৮০ কার্ড দুটি তৈরি করা হয় হার্ডকোর গেমারদের কথা চিন্তা করে। অন্যদিকে জিটিএক্স৫০ সাধারণ গেমারদের জন্য। এর মাঝে জিটিএক্স৬০-কে বর্তমানে তারা বাজেট কার্ড হিসেবে বাজারে আনছে, যা অনেক হার্ডকোর গেমারও লুফে নিচ্ছেন। নতুন বছরে ভক্তরা তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন জিটিএক্স৯৬০ রিলিজের জন্য। অবশেষে অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এনভিডিয়া গত ২২ জানুয়ারি বাজারে নিয়ে আসে মধ্য বাজেটের ম্যাক্সওয়েল প্রযুক্তির নতুন প্রজন্মের কার্ড জিটিএক্স৯৬০। দাম ছিল মাত্র ২০০ ডলার। এছাড়া কার্ডটিকে এনভিডিয়া এমনভাবে ডিজাইন করেছে যে ব্যবহারকারী এর আগের যেকোনো কার্ড থেকে অনেক বেশিমাত্রায় ওভারক্লক করতে পারবেন। কার্ডটির জন্য তারা দিতে যাচ্ছে নতুন গ্রাফিক্স ড্রাইভার এবং তাতে থাকবে জিফোর্স এক্সপেরিয়েন্সের নতুন ভার্সন, যা কার্ডের কিছু ম্যাক্সওয়েল ফিচার এনাবল করে অতীতের যেকোনো কার্ডের তুলনায় অনেক সহজ করে দেবে।

৯০০ সিরিজের অন্য কার্ডগুলোর মতো এর জিপিউ আর্কিটেকচারও একই রাখা হয়েছে। যদিও লক্ষ করলে দেখা যাবে, অন্য জিটিএক্স৬০ কার্ডগুলো থেকে এর মেমরি ইন্টারফেস কম। শুধু ১২৮ বিট হলেও ম্যাক্সওয়েল দ্বিতীয় প্রজন্মের এই কার্ডটি ম্যাক্সওয়েল প্রথম প্রজন্মের এক্স৬০ কার্ডগুলোর পারফরম্যান্স থেকে অনেক ভালো। শুধু তাই নয়, পাওয়ার লাগে অনেক কম। তবে যারা জিটিএক্স৭৬০ কার্ডটি ব্যবহার করছেন, তাদের জন্য এই কার্ডটি না কিনলেও চলে। কারণ, এক্স৬০ সিরিজের মধ্যে জিটিএক্স৭৬০ ও জিটিএক্স৯৬০-এর মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে, তা নতুন কার্ডে আপগ্রেডের মতো এতটা গুরুতর নয়। কিন্তু যারা জিটিএক্স৪৬০, জিটিএক্স৫৬০, জিটিএক্স৬৬০ কার্ডগুলো ব্যবহার করছেন তাদের জন্য এটি হবে যথার্থ একটি আপগ্রেড। এই কার্ডটিতে আগের গ্রাফিক্স কার্ডগুলোর হাই-এন্ড সব গ্রাফিক্যাল প্রযুক্তিই আছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভক্সেল গ্লোবাল ইলুমিনেশন, মাল্টি ফ্রেম অ্যান্টি এলিয়াসিং, ডায়নামিক সুপার রেজ্যুলেশনের মতো সব প্রযুক্তি কজ

ফিডব্যাক : sohel_sr@yahoo.com

অ্যাপথিওন

পৃথিবীতে কোনো সরকার ব্যবস্থা নেই, সবকিছু চলে বিশাল বিশাল কিছু কর্পোরেশন কোম্পানির ইঙ্গিতে। তারা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্র, সামরিক শক্তি। সবকিছুতেই তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু এই গেমটিতে ফোকাস করা হয়েছে এর চেয়েও পুরনো একটি ইস্যুকে, সেটি হলো ধর্ম। প্রাচীন গ্রিসের মানুষদের বিশ্বাস আর তাদের দেব-দেবীদের অবস্থান নিয়ে তৈরি করা হয়েছে অ্যাপথিওন। গেমের প্রতিটি অংশের মাঝে একজন করে মিথিকাল ক্যারেক্টার আসবে এবং তাদের নিজস্ব কুচক্রের মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করবে।

গেমারকে দেয়া হবে কিছু অতিমানবিক শারীরিক ক্ষমতা। সে দেবতাদের মতোই তার আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে গেমারের নড়াচড়া, হাঁটা-চলা সবকিছুই নতুন গতিপ্রাপ্ত হবে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে পারবেন রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। স্পাইডারম্যানের চেয়েও বহু উঁচুতে উঠে যেতে পারবেন। ভাবছেন এত উঁচুতে উঠে গেলে নামবেন কী করে? অনেক উঁচু থেকে লাফ দিলেও মুহূর্তেই সে নিচে নেমে আসবে, চারপাশের রাস্তা-ঘাট চৌচির হয়ে যাবে, তবু গেমারের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না।

এরপর কী হলো না হলো তার খবর আমি এখানে আর ফাঁস করব না। আসলে করার উপায়ও নেই। কারণ এই থার্ড পারসন ফুল অ্যাকশন স্ট্র্যাটেজি গেমে এরপর কোন ঘটনার মোড় কোনদিকে যাবে তার সম্পূর্ণটাই গেমারের গেমিং স্ট্র্যাটেজি, অন্যান্য মানুষ...না শুধু মানুষ নয়, মহাবিশ্বের বহু অজানা থেকে আসা বহু ধর্মের বহু ধরনের পুরনো দেবতাদের সাথে গেমার কী ধরনের আচরণ করেন, কীভাবে তাদের বিশ্বাস জয় করেন সবকিছুর ওপরই পরবর্তীতে সারা মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এরকম গেমিং জনরা গেমিংবিশ্বে সবার প্রথমে নিয়ে এসেছে অ্যাপথিওন, যা গেমিংকে নতুন একটি পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : ৭ বা তদুর্ধ, **সিপিইউ :** কোরআই৩/এএমডি সমমানের, **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট, **ভিডিওকার্ড :** ১ গিগাবাইট, **হার্ডডিস্ক :** ৮ গিগাবাইট, সাউন্ডকার্ড, কিবোর্ড ও মাউস কজ

হিরোস অব দ্য স্টর্ম

অনলাইন গেমিং জনরার শুরু হয়েছিল স্টারক্রাফট ও ওয়ারক্রাফট দিয়ে। আর আজ এসে তা হিরোস অব দ্য স্টর্ম পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। পৌঁছেছে গ্রাফিক্স, এআই, গেমিংয়ের সবচেয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে। অসম্ভব পর্যায়ের পরিশোধন এবং অভিগম্যতা একটি স্তর দেয়ার পর হিরোস অব দ্য স্টর্ম অবিসংবাদিতভাবেই এই বছরের অন্যতম সেরা গেমে পরিণত হয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত মায়াময় কৌশলী এরিনাকে দেখায়, যা গেমারকে কল্পনাপ্রসূত, কিংবদন্তি লীগের এক প্রান্তে নিয়ে যাবে। আগের ভার্সনগুলো থেকে হিরোস অব দ্য স্টর্মের ব্যাটল প্লান মারাত্মক উন্নত। গেমার প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করবেন সেনাপতি সেজে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার উদ্দীপনা। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া আবহ আর স্ট্র্যাটেজি গেমারকে সত্যিকারের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করবে। আর যুদ্ধের মাঝে অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক গ্রাফিক্সের কথা ভুললেও চলবে না। ঘটনা হচ্ছে, যুগটা ফ্রি গেমিং আর রেডিক্যাল মুভমেন্টপূর্ণ; আর হিরোস অব দ্য স্টর্মের মতো ক্লাসিক গেমে ক্লাসিক্যাল আমেজের সাথে ওগুলোও বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করা যাবে। গেম স্ক্রিনে যেকোনো জায়গাতে মুভমেন্টের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে অন্য যেকোনো গেম এবং তাদের ফিসিক থেকে হিরোস অব দ্য স্টর্মকে আলাদা করেছে। চারদিক থেকে ছুটে আসা প্রজেক্টাইলগুলোকে কাটিয়ে বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচতে গেমারকে তার নিজের অস্তিত্বের কথা জানান গেমের বাইরে কন্ট্রোলার কিংবা কিবোর্ডে বসে নয়, বরং গেমের ভেতরেও দিতে হবে। ভাইটা, প্লেস্টেশন, এক্সবক্সের দুনিয়া জয় করে আসার পর পিসি গেমিং প্লাটফর্মে গেমটির আরেকটু হলেও গেমিংকে প্রাণবন্ত আর মজাদার করে তুলেছে। পঞ্চাশটি ক্যাম্পেইন মিশন, অদ্ভুত স্ট্রাকচার, কালার কোডেড আর নিউমেরিক্যাল পাজেলস, কাস্টম চেক পয়েন্ট সব মিলিয়ে গেমটির মধ্যে কোনো কিছুর অভাব থাকলেও সেটা বুঝে ওঠা কষ্ট হবে। এখানে গেমারের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী পরিবেশ, সবচেয়ে বড় বন্ধুও তাই। গেমারকে ব্যাটলফিল্ডের সচরাচর যুদ্ধের পাশাপাশি খুঁজতে হবে লুকানোর জন্য, বেঁচে থাকার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার জন্য এলাকা। আর মৌলিক ব্যাটলফিল্ড গেমিংয়ের মতো যেকোনো স্ট্রাকচার ব্যবহারযোগ্য এবং ধ্বংসযোগ্য। গেমারেরা সচরাচর গেরিলা আক্রমণ এবং প্ল্যান করা চোরাগোপ্তা হামলার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। আছে সম্পূর্ণ নতুন হাতাহাতি যুদ্ধের অস্ত্রভাণ্ডার, যেগুলো দিয়ে গেমারেরা নিজেদের মতো করে সিগনেচার কিলিং মুভ তৈরি করতে পারবেন। গেমটি খেলার সময় গেমারকে একটি জিনিস প্রতিমুহূর্তে মাথায় রাখতে হবে– যেকোনো মুহূর্তের সুযোগই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জিতিয়ে দিতে পারে। আক্রমণই সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা– এই তত্ত্ব সবসময় কাজ নাও করতে পারে। তাই মাঝে মাঝে খুব ভালোভাবে গাঢাকা দেয়ার পর প্রতিআক্রমণই হতে পারে সবচেয়ে ভালো পন্থা। শুধু নিজের সাম্রাজ্যের দিকে মনোযোগ দিলেই হবে না, সতর্ক থাকতে হবে প্রতিপক্ষরা কীভাবে এগোচ্ছে তার ওপর।

হিরোস অব দ্য স্টর্মের ভাবালুতা সম্পন্ন সংঘাত চিন্তা করার জন্য আলাদা মিশন প্রয়োজন মিটিয়েছে অনলাইন মডিংগুলো; তাদের ঘাঁটি নির্মাণ করা বেশ পরিচিত গেম প্লে মানুষের একটু গানবোট থেকে চালানো সিম্ফনি চালানো, দৈত্যাকার মেক ট্যাঙ্ক এবং লুমিং রোবট ড্রোন সব মিলিয়ে মন্দ জমবে না পুরো গেম প্লে। গেমটি যেকোনো স্ট্র্যাটেজি গেমপ্রেমীদের জন্য 'মাস্ট প্লে' একটি গেম।

গেম রিকোয়ারমেন্ট

উইন্ডোজ : ৭ বা তদুর্ধ, **সিপিইউ :** কোরআই৩/এএমডি সমমানের, **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট, **ভিডিওকার্ড :** ১ গিগাবাইট, **হার্ডডিস্ক :** ১৫ গিগাবাইট, সাউন্ডকার্ড, কিবোর্ড ও মাউস কজ

পর্ব ৭

মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশন ব্যাকআপ রিস্টোর ও রাউটার রক্ষা করা

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

মাইক্রোটিক রাউটারে কাজ করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় নতুনদের। কারণ, নতুন ব্যবহারকারীদের অনেকেই জানেন না, কোন কাজ করলে কী হবে। এতে ভালো কনফিগারেশন বা ঠিকভাবে কনফিগার করা রাউটারের কনফিগারেশন নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আবার নতুন করে কাজটি করতে হয়। এই ধরনের সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে মাইক্রোটিক রাউটারের কনফিগারেশনটি ব্যাকআপ নিয়ে রাখতে পারেন। অর্থাৎ ভালো কনফিগারেশন থাকা রাউটারে নতুন কিছু কনফিগার করার আগে ব্যাকআপ নিয়ে নিন। কেননা, নতুন কনফিগারেশনে সমস্যা দেখা দিলে ব্যাকআপ নেয়া ফাইল থেকে তা রিস্টোর করে নিতে পারবেন। নতুন করে আবার সেটআপ দিতে হবে না। এছাড়া মাইক্রোটিক রাউটারকে বিভিন্নভাবে অ্যাক্সেস করা যায়, যেমন– উইনবক্স, ব্রাউজারসহ আরও কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফলে রাউটারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই আপনার পছন্দের পদ্ধতিটি রেখে বাকি পদ্ধতিগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন। ফলে রাউটারটি কিছুটা সুরক্ষা পাবে। এ সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে মাইক্রোটিক রাউটারের কনফিগারেশন ব্যাকআপ নেয়া, ব্যাকআপ কনফিগারেশন রিস্টোর করা এবং রাউটারকে সুরক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে।

রাউটার কনফিগারেশন ব্যাকআপ নেয়া

মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশনের প্রতিটি ধাপ লিখে রাখুন। এতে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে কোন ধাপের পর কোন ধাপ অনুসরণ করেছেন। প্রতিটি কনফিগারেশন সম্পন্ন হওয়ার পর ওই কনফিগারেশনটির একটি ব্যাকআপ নিয়ে রাখুন। এভাবে প্রতিটি ব্যাকআপ রেখে দিতে পারেন। যদি মনে করেন, এত কনফিগারেশন ব্যাকআপ রাখলে মেমরির ক্ষতি হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সর্বশেষ ৩-৪টি ব্যাকআপ রেখে বাকিগুলো মুছে দিতে পারেন। এজন্য ব্যাকআপ করা ফাইলটি সিলেক্ট করে ডিলিট বাটনে চাপলে ফাইলটি মুছে যাবে।

মাইক্রোটিকে রাউটার কনফিগারেশন ব্যাকআপ নেয়ার জন্য রাউটারটি চালু করে উইনবক্স দিয়ে লগইন করুন। এবার বাম পাশের ফিচার লিস্টে Files-এ ক্লিক করুন। ফলে নিচের চিত্র-১-এর মতো একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এখানে ব্যাকআপ নামে একটি অপশন রয়েছে, যা চিত্র-১ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর ব্যাকআপে ক্লিক করার পর যে ব্যাকআপ ফাইলটি তৈরি হবে, তা চিত্রে দেখানো ২ নম্বর অংশে প্রদর্শিত হবে। ব্যাকআপ হিসেবে ফাইলের নাম, ফাইল টাইপ, সাইজ, তৈরি করার তারিখসহ থাকবে। কতগুলো কনফিগারেশন ব্যাকআপ নেয়া হয়েছে তা উইন্ডোর নিচের দিকের স্ট্যাটাস বারে দেখাবে। যখনই কোনো কনফিগারেশন ব্যাকআপ নেয়ার প্রয়োজন হবে, তখন মাইক্রোটিকের ফাইল ফিচার থেকে উইন্ডোটি চালু করে চিত্রে দেখানো ১ নম্বর অংশে ক্লিক করুন। এতে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড জানতে চাইবে। কোনো ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড টাইপ না করে ব্যাকআপ বাটনে ক্লিক করুন। এতে সর্বশেষ কনফিগারেশনটি ব্যাকআপ হয়ে যাবে। ব্যাকআপ ফাইলের সাথে ব্যাকআপ নেয়ার তারিখ ও সময়টিও সংযুক্ত থাকবে, তাই স্বয়ংক্রিয় ক্লক সেট করার পদ্ধতিটি এনাবল থাকা প্রয়োজন। এর অন্যথা হলে বোঝা সম্ভব হবে নয় কবে, কখন ব্যাকআপ নেয়া হয়েছিল।

রাউটার কনফিগারেশন রিস্টোর করা

মাইক্রোটিকে কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে বা কনফিগারেশনে ত্রুটি দেখার কারণে পুনরায় কনফিগারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। ধরুন, আপনি নতুন কনফিগারেশন করছেন, কিন্তু হঠাৎ দেখলেন আগের কনফিগার করা সিস্টেমটি আর কাজ করছে না, ফলে আপনি বুঝতে পারবেন না কোন অংশে ভুল করলেন। সে ক্ষেত্রে আপনার ব্যাকআপ নেয়া ফাইলটি এই সমস্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে। যেকোনো নতুন কনফিগারেশনে হাত দেয়ার আগে পুরনো কনফিগারেশনটির একটি ব্যাকআপ নিয়ে নিন। এবার নতুন কনফিগারেশন করুন। এখন যদি দেখেন আপনার রাউটারটি কাজ করছে না, তাহলে সর্বশেষ কাজ করা কনফিগারেশনটি সিলেক্ট করুন (চিত্রে অ্যারো চিহ্ন দেয়া)। এবার রেস্টোর (চিত্রে গোল চিহ্ন দেয়া) অপশনে ক্লিক করুন। এতে সর্বশেষ কাজ করা ব্যাকআপ নেয়া কনফিগারেশনটি রেস্টোর হয়ে যাবে।

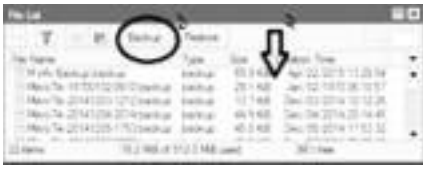

মাইক্রোটিক রাউটার ব্যাকআপ নেয়া

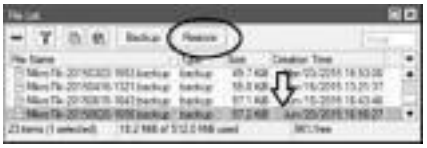

ব্যাকআপ নেয়া ফাইল রিস্টোর করা

আইপি সার্ভিস লিস্টের মাধ্যমে সুরক্ষা দেয়া

মাইক্রোটিক রাউটারকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুরক্ষা দেয়া যায়। তবে এখানে একটি পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে মাইক্রোটিক রাউটারে উইনবক্স দিয়ে লগইন করুন। বাম পাশের ফিচার লিস্ট থেকে আইপিতে ক্লিক করুন। ফলে যেসব ফিচার লিস্ট বের হবে, সেখানে সার্ভিসেস অপশনে ক্লিক করুন। এখানে আইপি সার্ভিসেস এবং তার পোর্টগুলো দেখাবে। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সার্ভিসগুলো রেখে বাকি সার্ভিসগুলো ডিজ্যাবল করে দিন। যে সার্ভিসটি ডিজ্যাবল করতে চান সে সার্ভিসটি সিলেক্ট করে ক্রস বাটনে ক্লিক করুন। ভবিষ্যতে ডিজ্যাবল করা সার্ভিসটি প্রয়োজন হলে সিলেক্ট করে টিক (✓) চিহ্নে ক্লিক করলে সার্ভিসটি আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব সার্ভিস ডিজ্যাবল করার প্রয়োজন নেই। যখন আপনি মাইক্রোটিকটিকে সার্ভার হিসেবে এবং রিয়েল আইপি দিয়ে ব্যবহার করবেন, সে ক্ষেত্রে উইনবক্স সার্ভিসটি রেখে অন্য সার্ভিসগুলো ডিজ্যাবল করে দিতে পারেন।

যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তারা উইনবক্স অ্যাপস ব্যবহার করে স্মার্টফোনে মাইক্রোটিক রাউটার ব্যবহার করতে পারবেন। এর জন্য এপিআই সার্ভিস দুটি আইপি সার্ভিস লিস্টে এনাবল রাখতে হবে। আর ব্রাউজার দিয়ে মাইক্রোটিক রাউটারটি কনফিগার বা অ্যাক্সেস করতে হলে www সার্ভিসটি এনাবল অবস্থায় রাখতে হবে।

মাইক্রোটিকে নতুন পাঠকদের বলছি, মাইক্রোটিক রাউটার কনফিগারেশনে সব সময় ব্যাকআপ রেখে কাজ করুন। এতে যেকোনো বড় ধরনের সমস্যা থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে। আর আইপি সার্ভিসটি ভালোভাবে বুঝে-শুনে ব্যবহার করুন। আপনার সার্ভিস ও পোর্ট এনাবল থাকা মানে ওই সার্ভিসগুলো দিয়ে যেন মাইক্রোটিককে অ্যাক্সেস করা যায়, সে পদ্ধতি সেট করে রাখা। সিকিউরিটির কথা বিবেচনা করে দুয়েকটি সার্ভিস এনাবল রেখে বাকি সার্ভিসগুলো ডিজ্যাবল করে দিন। আর মাইক্রোটিক রাউটারে স্বয়ংক্রিয় ঘড়িটি কাজ করে যেন সেদিকে খেয়াল রাখুন। ঘড়ির টাইম যদি রিয়েল টাইম হয়, তাহলেই সহজে বুঝতে পারবেন সর্বশেষ ব্যাকআপ নেয়া ফাইলটি কত তারিখের ও কোন সময়ের কজ

ফিডব্যাক : rony446@yahoo.com

উইন্ডোজ ২০১২ সার্ভার কোর রিমোট ম্যানেজমেন্ট

কে এম আলী রেজা

কমান্ড প্রম্পটে কাজ করার ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী না হলে কমান্ড লাইনের মাধ্যমে সার্ভার কোর ব্যবস্থাপনায় অনেক নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটরই আগ্রহী হোন না। এ ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটরেরা সার্ভার ব্যবস্থাপনায় গ্রাফিক্যাল টুলের ওপর নির্ভর করে থাকেন। গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস সংবলিত সার্ভার কোরে রয়েছে বিশেষ কিছু সুবিধা, যার সাহায্যে অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটরেরা রিমোট অবস্থান থেকে সার্ভার ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেন।

উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট উইন্ডোজ ৭ বা উইন্ডোজ ৮ রিমোট অবস্থান থেকে উইন্ডোজ ২০১২ সার্ভার কোর ব্যবস্থাপনার জন্য নিচের রিমোট ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন :

* কমপিউটার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে রিমোট ব্যবস্থাপনা
* রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল (RSAT)।
* রিমোট ডেস্কটপ।
* পাওয়ারশেল।
* উইন্ডোজ রিমোট ম্যানেজমেন্ট (WinRM)।

ক. কমপিউটার ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে রিমোট ব্যবস্থাপনা

কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট স্ন্যাপ-ইন (compmgmt.msc) হচ্ছে একটি শক্তিশালী টুল, যার সাহায্যে উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট কমপিউটারের বিভিন্ন ইভেন্ট, শেয়ার, ইউজার, গ্রুপস, ডিভাইস, সার্ভিসেস ও স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা করা যায়। এর সাহায্যে আপনি রিমোট কমপিউটারের সাথে প্রয়োজনে যুক্ত হতে পারবেন এবং বিভিন্ন রিসোর্স শেয়ার করতে সক্ষম হবেন।

উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমে নতুন উইন্ডোজ স্টার্ট স্ক্রিনে Computer Management Snap-in চালু করুন। এজন্য নিচের যেকোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন :

* স্টার্ট স্ক্রিনে compmgmt.msc টাইপ করুন।
* পাওয়ার ইউজার স্টার্ট মেনু থেকে প্রথমে Win+X প্রেস করে Computer Management সিলেক্ট করুন।
* স্টার্ট স্ক্রিনে computer টাইপ করুন। এরপর Computer Management আইকনে ডান ক্লিক করে অ্যাপ বার থেকে Manage সিলেক্ট করুন।

চিত্র-১ : উইন্ডোজ ৮-এ কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট টুল চালু করা

চিত্র-২ : অন্য কমপিউটারের সাথে যুক্ত করা

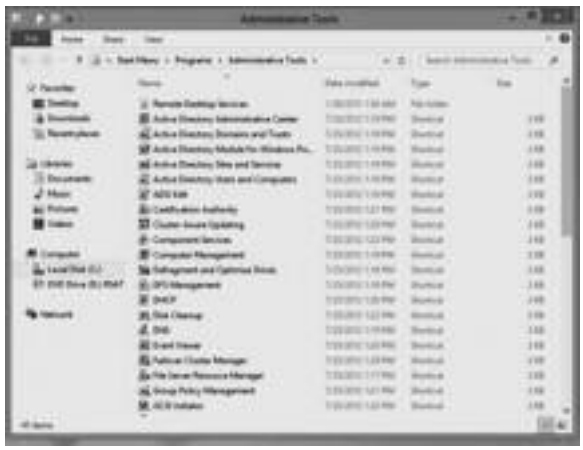

চিত্র-৩ : উইন্ডোজ ৮-এ রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ টুল

কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট স্ন্যাপ-ইন উইন্ডো স্ক্রিনে আসার পর বাম প্যানে অবস্থিত Computer Management নোডে ডান ক্লিক করে Connect to another computer সিলেক্ট করুন।

এরপর সার্ভার কোর ইনস্টলেশনের হোস্টনেম টাইপ করে Ok বাটনে ক্লিক করুন। এখন উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমের কমপিউটার থেকে কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট স্ন্যাপ-ইন টুল ব্যবহার করে ইউজার, গ্রুপ এবং অনুরূপ রিসোর্স রিমোট ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসতে পারেন। তবে ডিভাইস ম্যানেজার এবং ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুল রিমোট ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে পারবেন না। অন্যান্য টুল যেমন ইভেন্ট ভিউয়ার (eventvwr.exe) এবং টাস্ক সিডুল্যারে (taskschd.msc) আপনি Connect to another computer অপশনটি পাবেন।

সবগুলো না হলেও বেশিরভাগ উইন্ডোজ ট্রাবলশুটিং টুল সার্ভার কোর থেকে রিমোট অবস্থায় ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে আপনি সার্ভার কোর ট্রাবলশুট করতে পারেন।

খ. রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল

উইন্ডোজ ৭ ও ৮ অপারেটিং সিস্টেমে রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুল বা RSAT আলাদাভাবে ডাউনলোড করতে হয়। উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এর কোর ও গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস উভয় ভার্সনে এ টুলটি কাজ করে এবং উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট কমপিউটার থেকে সার্ভারের রোলস ও ফিচার ব্যবস্থাপনা করার সুবিধা দেয়।

উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমে RSAT-এর সব ফিচার বাই ডিফল্ট ইনস্টল হয়ে যায় এবং সেগুলো সরাসরি ব্যবহার করা যায়। স্টার্ট স্ক্রিনের ডান দিকের Administrative Tools শর্টকাটের মাধ্যমে এগুলো অ্যাক্সেস করা যায়। শর্টকাটে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ টুল উইন্ডোটি চলে আসবে।

স্টার্ট স্ক্রিনে ফাইল নেম ব্যবহার করে সার্চ করার মাধ্যমে রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ টুল আপনি শনাক্ত করতে পারবেন। অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ টুল ফোল্ডারের আওতাধীন কোনো টুলে যদি মাউসের ডান ক্লিক করে আপনি Pin to Start সিলেক্ট করলে ওই টুলটি সরাসরি স্টার্ট স্ক্রিনে পাওয়া যাবে এবং তা ব্যবহার করতে পারবেন।

সার্ভার ম্যানেজার

উইন্ডোজ ৮-এ রিমোট সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ টুলের মধ্যে যেসব টুল সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়, সেগুলোর মধ্যে সার্ভার ম্যানেজার (Server Manager) অন্যতম। উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এর গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসে সার্ভার ম্যানেজার নিজ থেকেই চালু হয়ে যায় এবং সার্ভারে মৌলিক কনফিগারেশনের জন্য অ্যাক্সেস প্রদান করে। এটি সার্ভার রোলস অ্যান্ড ফিচার যোগ করা এবং বাদ দেয়ার অপশন ইউজারকে দিয়ে থাকে।

উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেম থেকে সার্ভার ম্যানেজার ব্যবহার করে উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এর সার্ভার কোর ইনস্টলেশন ব্যবস্থাপনা করতে পারেন। সার্ভার ম্যানেজার রান করার জন্য এর নামের অংশবিশেষ বা পুরো নাম (servermanager.exe) কমান্ড প্রম্পটে ব্যবহার করতে পারেন। বাই ডিফল্ট একটি উইন্ডোজ ক্লায়েন্টে কমান্ড আউটপুটে কিছু পাওয়া যাবে না। Manage মেনুর ▸

ওপরের ডান দিকে Add Servers কমান্ড সিলেক্ট করুন। সার্ভার যোগ করার জন্য অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি বা ডিএনএস ডিসকোভারি বা টেক্সট ইমপোর্ট মেথড ব্যবহার করতে পারেন। Server Manager-এ বাম প্যান থেকে ডান প্যানে কোনো সার্ভার যোগ করার জন্য অ্যারোসহ ভার্টিক্যাল বাটন ব্যবহার করুন। এবার বাম প্যানের All Servers গ্রুপ থেকে সার্ভারটি ব্যবস্থাপনা করা যাবে।

সার্ভারের ওপর ডান ক্লিক করা হলে সার্ভার ম্যানেজার আপনাকে সার্ভার রোলস এবং ফিচার যোগ করার, সার্ভার রিস্টার্ট করার, কমপিউটার ম্যানেজমেন্ট, সার্ভারে রিমোট ডেস্কটপ সেশন শুরু করার, উইন্ডোজ পাওয়ার সেশন শুরু করা, নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) টিমিং কনফিগার করা, উইন্ডোজ অটোমেটিক ফিডব্যাক কনফিগার, পারফরম্যান্স কাউন্টার চালু করা ইত্যাদি কাজের সুযোগ দেবে। সার্ভার ম্যানেজারের আরেকটি বড় সুবিধা হলো একটি মাত্র কন্সোল থেকে উপরের কাজগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ কাজ একাধিক সার্ভার বা সার্ভার গ্রুপে চালানোর জন্য একই সাথে একাধিক কমান্ড রান করা যায়।

গ. রিমোট ডেস্কটপ

এখন প্রায় সবক্ষেত্রেই উইন্ডোজ সার্ভার ব্যবস্থাপনার কাজে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরেরা রিমোট ডেস্কটপ ব্যবহার করে। উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এর কোর ইনস্টলেশনে রিমোট ডেস্কটপ সুবিধাটি পাওয়া যাচ্ছে। উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এ ফিচারের সাহায্যে ডোমেইনবিহীন নেটওয়ার্কেও কোনো ক্লায়েন্ট কমপিউটারের সাথে যুক্ত হতে পারে। তবে এজন্য ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়।

উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২ বাই ডিফল্ট রিমোট ডেস্কটপ ফিচারটি নিষ্ক্রিয় রাখে। এটি সক্রিয় করার জন্য কমান্ড প্রম্পটে sconfig.cmd কমান্ডের পর অপশন ৭ প্রয়োগ করতে হবে অথবা SCRegEdit.wsf-এর সাথে কমান্ড লাইন সুইচ হিসেবে /AR 0 ব্যবহার করতে হবে।

রিমোট ডেস্কটপ কানেকশন অ্যাপ্লিকেশন

ক্লায়েন্ট কমপিউটারে আপনি Remote Desktop Connection অ্যাপ্লিকেশন (mstsc.exe) ব্যবহার করে সার্ভার কোর ইনস্টলেশনে যুক্ত হতে পারেন। এ ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশনটি উইন্ডোজের সাথে বিল্টইন অবস্থায় আসে। স্টার্ট মেনু বা স্টার্ট স্ক্রিনে অ্যাপ্লিকেশনটির নামের অংশবিশেষ বা পুরো নাম টাইপ করে এটি রান করাতে পারেন।

ক্লায়েন্ট কমপিউটার থেকে সার্ভারে রিমোট সংযোগের জন্য আপনি নেটবায়োস হোস্টনেম, ডিএনএস নেম বা আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারেন। সার্ভারে সংযোগের অনুমোদন রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার পর ক্লায়েন্ট সংযুক্ত হওয়ার অনুমোদন পাবে।

চিত্র-৪ : সার্ভার ম্যানেজার উইন্ডো

চিত্র-৫ : রিমোট ডেস্কটপ কানেকশন অ্যাপ্লিকেশন

চিত্র-৬ : সার্ভার কমান্ড প্রম্পট স্ক্রিন

ঘ. পাওয়ারশেল

উইন্ডোজ ৭ থেকেই পাওয়ারশেল অপশনটি পাওয়া যাচ্ছে। উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২-এ পাওয়ারশেল ভার্সন ৩.০ যুক্ত করা হয়েছে। পাওয়ারশেল রিমোট অবস্থান থেকে স্ক্রিপ্ট রান করার মাধ্যমে সার্ভারে বিভিন্ন কমান্ড রান করতে সক্ষম। অনেক পাওয়ারশেল কমান্ড কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকশনকে রিমোট কমপিউটারে ডি-ডাইরেক্ট করতে পারে। পাওয়ারশেলের এ ফিচারগুলো খুব শক্তিশালী এবং এগুলো ব্যবহার করে সার্ভারে বিভিন্ন সেটিং কনফিগার করা যায়।

রিমোট ডেস্কটপের মতো পাওয়ারশেলে মজবুত সংযোগের প্রয়োজন নেই, তবে দুটো কমপিউটারের মধ্যে বিশ্বস্ত সম্পর্ক থাকতে হবে। পাওয়ারশেল রিমোট ফিচারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উইন্ডোজ ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার কোরকে একই নেটওয়ার্ক সেগমেন্টের আওতায় অভিন্ন ডোমেইনের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

পাওয়ারশেলে অ্যাকশন ডি-ডাইরেক্ট করার কমান্ডের একটি উদাহরণ হচ্ছে :

Restart-Computer cmdlet

যথাযথ অনুমোদন থাকলে এ কমান্ডের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো ক্লায়েন্ট কমপিউটার থেকে আপনি উইন্ডোজ সার্ভার রি-স্টার্ট করতে পারেন। নিচের পাওয়ারশেল কমান্ডটি সার্ভার কোর ইনস্টলেশন রি-স্টার্ট করবে :

```
Restart-Computer -computername </b><i>ServerName</i>
```

ঙ. উইন্ডোজ রিমোট ম্যানেজমেন্ট

উপরে বর্ণিত রিমোট ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিগুলোর ভিত্তি হচ্ছে উইন্ডোজ রিমোট ম্যানেজমেন্ট বা WinRM। WinRM ব্যবহার করেও উইন্ডোজ সার্ভার ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি সার্ভার কোর ইনস্টলেশন বাই ডিফল্ট এমনভাবে সেটআপ করেন, যা সার্ভার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কমান্ড বা কল WinRS থেকে গ্রহণ করে।

উইন্ডোজ ৭ বা উইন্ডোজ ৮ সার্ভার কোর ইনস্টলেশন রিমোট সার্ভার ম্যানেজমেন্ট শুরু করার জন্য কমান্ড প্রম্পটে cmd.exe-এর অধীনে নিচের কমান্ড টাইপ করুন :

```
winrs –r:<i>ServerName</i> cmd.exe
```

রিমোট সার্ভার কোর ইনস্টলেশনে এবার আপনি সক্রিয় কমান্ড প্রম্পট স্ক্রিন পাবেন। এটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য কমান্ড প্রম্পটে হোস্টনেম টাইপ করে এন্টার চাপলে সার্ভারের হোস্টনেম দেখতে পাবেন।

এবার নিজের মতো করে বিভিন্ন কমান্ড প্রম্পট স্ক্রিনে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। এখানে পাওয়ারশেল চালু করে এর বিভিন্ন কমান্ড প্রয়োগ করতে পারবেন। কাজ শেষে WinRS সেশন থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রম্পট exit টাইপ করুন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, WinRS ওইসব ক্ষেত্রে সহজেই ব্যবহার করা যায়, যেখানে সার্ভার কোর ইনস্টলেশন এবং ক্লায়েন্ট ওয়ার্কস্টেশন একই অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেইনের অধীনে থাকবে। একই ডোমেইনের অধীনে না থাকলে সার্ভার ও ক্লায়েন্ট কমপিউটারের নিরাপত্তা পর্যায় নামিয়ে এনে উভয়ের মধ্যে ট্রাস্ট স্থাপন করতে হবে।

নিরাপত্তা পর্যায় নামিয়ে আনার জন্য সার্ভার কোরের ক্ষেত্রে কমান্ড হবে :

```
WinRM set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}
WinRM set winrm/config/client @{TrustedHosts="<local>"}
WinRM set winrm/config/client @{TrustedHosts="<i>WindowsClientName</i>"}
```

ক্লায়েন্ট কমপিউটারে কমান্ড প্রম্পট চালু করার জন্য স্টার্ট মেনুতে cmd কমান্ড টাইপ করুন। রিমোট হোস্টে নিরাপত্তা পর্যায় নামিয়ে আনার জন্য কমান্ড প্রম্পটে নিচের কমান্ডগুলো টাইপ করুন :

```
WinRM set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}
WinRM set winrm/config/client @{TrustedHosts="<local>"}
WinRM set winrm/config/client @{TrustedHosts="</strong></b><i>ServerName</i>"}
```

এবার যথাযথ অনুমোদন নিয়ে সার্ভার কোর ইনস্টলেশনে কমান্ড প্রম্পট চালু করার জন্য উইন্ডোজ ক্লায়েন্টে নিচের কমান্ড ব্যবহার করুন :

```
winrs -r:"<i>ServerName</i>": -u:<i>Domain\Username</i> -p:<i>Password</i>cmd.exe
```

রিমোট ব্যবস্থাপনার দিক থেকে উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২ এবং উইন্ডোজ ২০০৮-এর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৮ গুরুত্ব দিয়েছে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ওপর। অপরদিকে উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২ জোর দেয় রিমোট ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ওপর কজ

ফিডব্যাক : kazisham@yahoo.com

পর্ব-২

জাভা দিয়ে গ্রাফিক্স ডিজাইন

মো: আবদুল কাদের

জাভা প্রোগ্রামের ওপর লেখা পর্বগুলোর উদ্দেশ্য জাভা প্রোগ্রামার তৈরি করা নয়। তবে, যারা জাভা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে জাভার কাজ সম্পর্কে জানানোই মূলত এর লক্ষ্য। জাভার তাৎপর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই জাভা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আলাদা ও জনপ্রিয়। জাভা দিয়ে লেখা প্রোগ্রাম যেকোনো মেশিনে রান করানো যায় বলেই প্লাটফরম ইনডিপেন্ডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক। অধুনা অ্যান্ড্রয়িড নির্মিত স্মার্টফোনগুলোতে যে অ্যাপস ব্যবহার করা হচ্ছে, তাও জাভা দিয়ে করা সম্ভব। ফলে ছোট ছোট ডিভাইস থেকে শুরু করে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে জাভার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে।

আমরা গত পর্বে জাভা দিয়ে গ্রাফিক্সের কাজ করার পদ্ধতি দেখেছি। এ পর্বে গ্রাফিক্সের ওপর আরেকটি প্রোগ্রাম দেখানো হয়েছে। এ পর্বে আমরা জাভা দিয়ে নৌকা বানানোর প্রোগ্রাম দেখব। প্রোগ্রামটি রান করার জন্য অবশ্যই আপনার কমপিউটারে Jdk সফটওয়্যার ইনস্টল থাকতে হবে। আমরা সফটওয়্যারটির Jdk1.4 ভার্সন ব্যবহার করব এবং প্রোগ্রামগুলো D:\ ড্রাইভের java ফোল্ডারে সেভ করা হয়েছে ।

নিম্নের এই প্রোগ্রামটি নোটপ্যাডে টাইপ করে Boat.java নামে সেভ করুন।

```
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
/*<applet code="Boat.class" width=300
height=300></applet>*/
public class Boat extends Applet implements Runnable
{
int x1[] ={100,160,400,100,170,390,
140,140,150,115,115,110,140,185};
int y1[]={200,270,270,200,230,230,
205,205,210,285,285,315,310,150};
int x2[]={160,400,460,170,390,460,
120,150,130,140,110,135,135,380};
int y2[]={270,270,200,230,230,200,
290,210,300,310,315,330,330,150};
int j=0, k=0, red=0, green=0, blue=0;
public void init()
{
        new Thread (this).start();
}
public void update (Graphics g)
{
        //g.setColor(newColor(red, green, blue));
for(k=0;k<=13;k++)
        {
        g.drawLine (x1[k],y1[k],x2 [k],y2[k]);
        }
        g.drawOval(175,150,20,80);
        g.drawOval(370,150,20,80);
}
public void run()
{
        for (j=0;  ;j++)
        {
        try
        {
        Thread.sleep (1000);
        }
        catch(Exception e){}
        if (j==14)j=0;
  ed=(int)(Math.random()*255.0);
  //green=(int)(Math.random()*255.0);
  //blue=(int)(Math.random()*255.0);
        repaint();
        }
}
}
```

কোড বিশ্লেষণ ও প্রোগ্রাম রান করা

কোড বিশ্লেষণ গ্রাফিক্স ডিজাইন পর্ব-১-এর মতোই। তবে প্রোগ্রামটি নিম্নের চিত্রের মতো করে রান করতে হবে।

আমরা যদি নৌকাটিকে বিভিন্ন রংয়ে উপস্থাপন করতে চাই, তাহলে কোডের ভেতর সিঙ্গেল কমেন্টস চিহ্নগুলো উঠিয়ে দিতে হবে। তবে কোডগুলো ঠিক থাকবে। জাভা দিয়ে দুইভাবে কমেন্টস লেখা হয় : সিঙ্গেল লাইন কমেন্টস ও মাল্টিপল লাইন কমেন্টস। সিঙ্গেল লাইন কমেন্টসের সিম্বল থাকে দুটি ফ্রন্টস্ল্যাস (//)। যে লাইনের সামনে // চিহ্ন ব্যবহার করা

চিত্র-১ : প্রোগ্রাম রান করার পদ্ধতি

হবে সে লাইনটিকে কম্পাইলার কমেন্টস হিসেবে গণ্য করে তাকে কম্পাইল করবে না। পরবর্তী লাইন থেকে কম্পাইল করবে। মাল্টিপল লাইন কমেন্টস শুরু হয় /* চিহ্ন দিয়ে এবং শেষ হয় */ চিহ্ন দিয়ে। শুরু

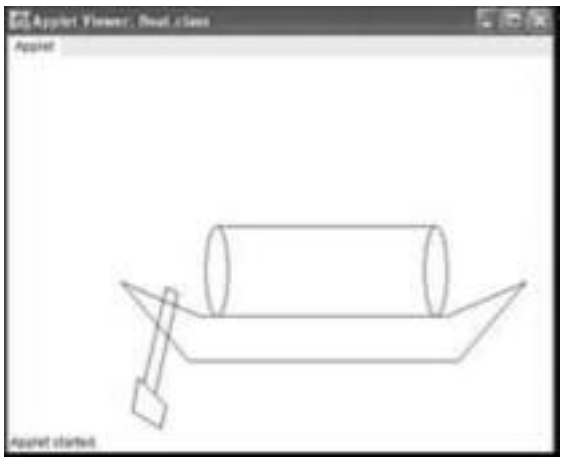

চিত্র-২ : প্রোগ্রাম রান করার পর আউটপুট

এবং শেষের চিহ্নের মধ্যে যত লাইন লেখা থাকবে সেগুলোকে সে কমেন্টস হিসেবে গণ্য করবে। এরপর সেভ করে আবার কম্পাইল করে রান করলে দেখা যাবে নৌকাটি এক সেকেন্ড পরপর ব্লিঙ্কিং করছে অর্থাৎ একেকবার এক রংয়ে অঙ্কিত হচ্ছে কজ

ফিডব্যাক : balaith@gmail.com

ইলাস্ট্র্যাটর টিউটোরিয়াল : ব্লেন্ড টুল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

ছবি এডিটিংয়ে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কালার ব্লেন্ডিং। সুন্দর ডিজাইন তৈরি করার জন্য ব্লেন্ডিংয়ের তুলনা হয় না। অ্যাডোবি ইলাস্ট্র্যাটরের ব্লেন্ডিং টুল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কালার ব্লেন্ডিং করা সম্ভব। তবে টুলটির ব্যবহার সম্পর্কে জানলে সচরাচর ব্লেন্ডিং বলতে যা বোঝায়, তারচেয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। এ লেখায় ইলাস্ট্র্যাটরের ব্লেন্ডিং টুল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউজার যদি অ্যাডোবি ইলাস্ট্র্যাটর দিয়ে অনেক ডিটেইল ছবি তৈরি করতে চান, সে ক্ষেত্রে ব্লেন্ড টুল হতে পারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় টুল। গ্র্যাডিয়েন্ট মেশ টুলের মতো ব্লেন্ড টুলও একটি লাইভ টুল। অর্থাৎ অবজেক্টের শেপ, কালার পজিশন ইত্যাদি ব্লেন্ড টুল দিয়ে পরিবর্তন করলে তা লাইভ আপডেট হবে। ব্লেন্ড দু'ভাবে তৈরি করা যায়। ব্লেন্ড টুল দিয়ে অথবা মেক ব্লেন্ড কমান্ড দিয়ে। তবে এডিট করার সময় খেয়াল রাখা উচিত, ব্লেন্ডিং টুলের অপারেশনের জন্য প্রচুর মেমরির প্রয়োজন হয়। তাই র‍্যামের বেশিরভাগ অংশ এই ব্লেন্ডিং টুলের জন্য ব্যবহার হলে কমপিউটার স্লো হয়ে যেতে পারে।

প্রথমেই ব্লেন্ডিং টুলের একটি ছোটখাটো ওভারভিউ দেয়া যাক।

* ব্লেন্ড টুলের শটকার্ট – W
* ব্লেন্ড সিলেক্টেড পাথ অথবা শেপ – Ctrl + Alt + B
* রিলিজ ব্লেন্ড – Shift + Ctrl + Alt + B
* ব্লেন্ডকে স্থায়ী করার জন্য এক্সপান্ড করতে হয়।
* ব্লেন্ডকে ফ্লিপ করার জন্য রিভার্স স্পাইন করতে হয়।
* কোনো ভিন্ন পাথ অ্যাপ্লাই করতে রিপ্লেস স্পাইন করতে হয়।
* অনেকগুলো ব্লেন্ড পজিশনের স্ট্যাককে রিভার্স করার জন্য রিভার্স ফ্রন্ট টু ব্যাক ব্যবহার করতে

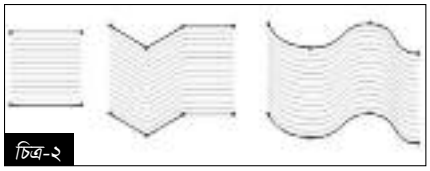

চিত্র-২

চিত্র-৩

হয়, যা অ্যানিমেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র-১-এ ব্লেন্ডিংয়ের বিভিন্ন অপশন দেখানো হলো। বিভিন্ন শেপের সাথে ব্লেন্ড অ্যাপ্লাই করা যায়। যেমন– চিত্র-২-এ দেখানো হয়েছে কীভাবে অনেকগুলো ওপেন পাথের সাথে ব্লেন্ডিং করা যায়। চিত্র-৩-এ দেখা যাচ্ছে ক্লোজড পাথের সাথে ব্লেন্ড এবং চিত্র-৪-এ দুটি ব্লেন্ডের মাঝে আবার ব্লেন্ডিং অ্যাপ্লাই করার প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ব্লেন্ডিং অপশন প্যালেটের মাধ্যমে ব্লেন্ডিংয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায়। অপশন প্যালেটটি আনার জন্য অবজেক্ট → ব্লেন্ড → ব্লেন্ড অপশনসে গেলে ব্লেন্ডিংয়ের ভিন্ন ধরনের সেটিংস পাওয়া যাবে। চিত্র-৫-এ তিন ধরনের সেটিংস দেখানো হলো : স্মুথ কালার, স্পেসিফায়েড স্টেপস এবং স্পেসিফায়েড ডিসট্যান্স।

ব্লেন্ডিং টুলের মাধ্যমে সহজেই দুই বা তার বেশি কালারকে একসাথে ব্লেন্ড করা যায়। এছাড়া শেপের মাঝে ক্লিক করার বদলে যদি কোনো কর্নারে ক্লিক করা হয়, তাহলে শেপটিকে মরফিং

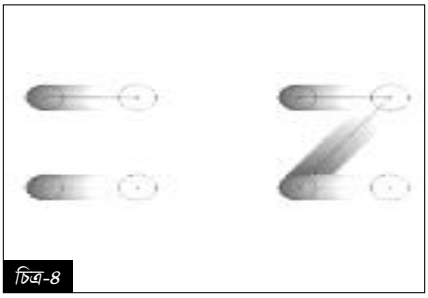

চিত্র-৪

করে আরেকটি মিরর শেপ তৈরি করা যায়। আবার যখন দুই বা তার বেশিসংখ্যক শেপকে মরফিং করা হয়, তখন এদের মাঝখান থেকে সহজেই একটি কমপ্লেক্স শেপ তৈরি করা যায়। চিত্র-৬-এ দেখানো হয়েছে অনেকগুলো শেপ থেকে একটি কমপ্লেক্স শেপ তৈরি করা। এখানে ব্লেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফায়েড স্টেপস অপশনটি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। ছয়টি স্টেপ দিলে একটি কমপ্লেক্স শেপ পাওয়া সম্ভব। এমনকি ভিন্ন ধরনের কালারের মাঝেও ব্লেন্ড করা সম্ভব। চিত্র-৭-এ দেখানো হয়েছে দুটি গ্র্যাডিয়েন্টসহ শেপকে একসাথে ব্লেন্ড করলে একটি কমপ্লেক্স গ্র্যাডিয়েন্টের শেপ পাওয়া যায়।

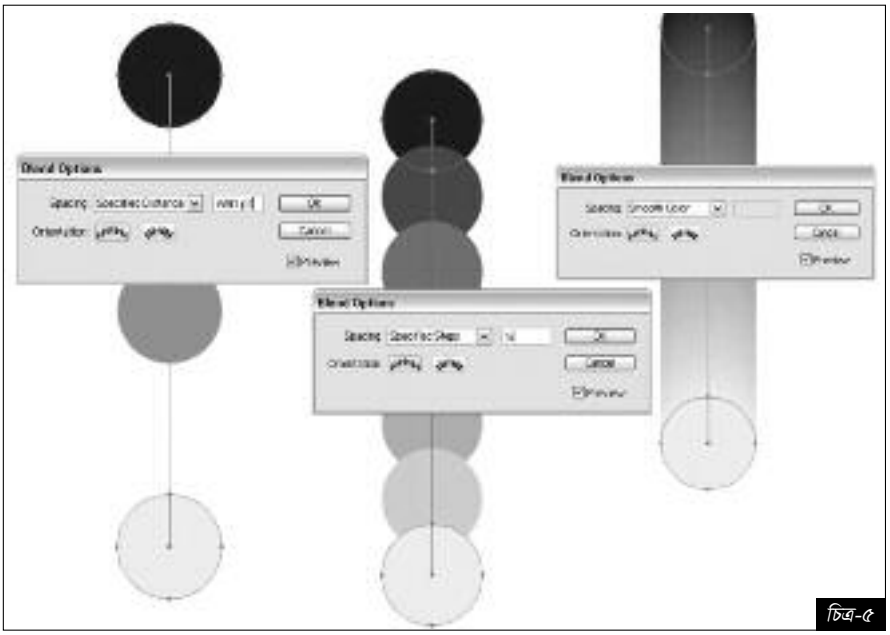

চিত্র-৫

রিপ্লেস স্পাইন অপশনের সাহায্যে চমৎকার কিছু শেপ তৈরি করা সম্ভব। কোনো একটি ব্লেন্ড ▸

তৈরি করার পর তার পাথ এই অপশনের সাহায্যে পরিবর্তিত হয়। এজন্য নিজের পছন্দমতো একটি পাথ তৈরি করে মূল শেপের সাথে অবজেক্ট → ব্লেন্ড → রিপ্লেস স্পাইন অপশন সিলেক্ট করলে এরা একসাথে ব্লেন্ড হয়ে যাবে। চিত্র-৮-এ দেখানো হয়েছে কীভাবে রিপ্লেস স্পাইনের সাহায্যে এ ধরনের পাথ ব্লেন্ড করা যায়।

একবার ব্লেন্ড তৈরি করে তাতে নির্দিষ্ট পাথ অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেলে খেয়াল রাখতে হয় যেনো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকে। ব্লেন্ড অপশনের নিচে ওরিয়েন্টেশন দেয়া থাকে। সেটি সিলেক্ট করে ইউজার তার পছন্দমতো অ্যালাইনমেন্ট করে নিতে পারেন। আলাইনমেন্ট দুই ধরনের করা যায়– আলাইনমেন্ট টু পাথ ও অ্যালাইনমেন্ট টু পেজ।

রিভার্স স্পাইনের মাধ্যমে ব্লেন্ডের পাথকে

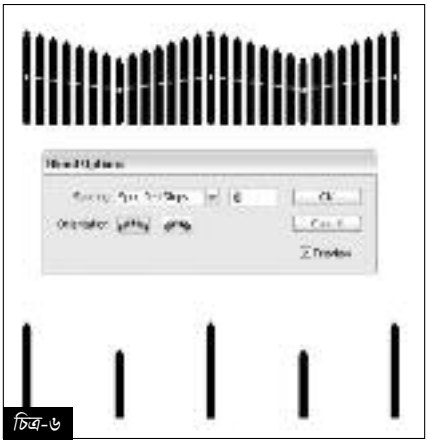

চিত্র-৬

বদলে দেয়া যায়। যেমন– কোনো একটি ব্লেন্ডের ওপর গ্র্যাডিয়েন্ট আছে, কিন্তু ইউজার চাচ্ছে গ্র্যাডিয়েন্ট কালারের ডিরেকশন পরিবর্তন করতে। এজন্য গ্র্যাডিয়েন্ট অপশনে গিয়ে কালার ডিরেকশন পরিবর্তন না করে সরাসরি ব্লেন্ড অপশন থেকে তা করা যায়। অবজেক্ট → ব্লেন্ড → রিভার্স স্পাইন অপশনটি সিলেক্ট করলে গ্র্যাডিয়েন্টের ডিরেকশন পরিবর্তন হয়ে যাবে।

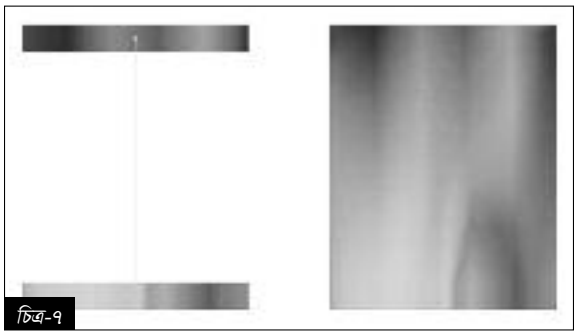

চিত্র-৭

ব্লেন্ডিংয়ের আরেকটি মজার ব্যবহার হলো বিভিন্ন ধরনের হাইলাইটস তৈরি করা। সাধারণত গ্র্যাডিয়েন্ট টুল দিয়ে মোটামুটি হাইলাইটস দেয়া যায়, কিন্তু আরও ডিটেইলড হাইলাইটসের জন্য ব্লেন্ডিং টুল আবশ্যক। চিত্র-৯-এ দেখানো হয়েছে কীভাবে সুন্দর হাইলাইটস তৈরি করা সম্ভব। ধরা যাক, প্রথমে শেপটির ভেতরে একই ধরনের কিন্তু আকারে অনেক ছোট আরেকটি শেপ আঁকতে হবে। হাইলাইটসের কালার দিয়ে তা ফিল করতে হবে। এবার শেপ দুটিকে ব্লেন্ড করলে সুন্দর ডিটেইলড একটি হাইলাইটস পাওয়া যাবে।

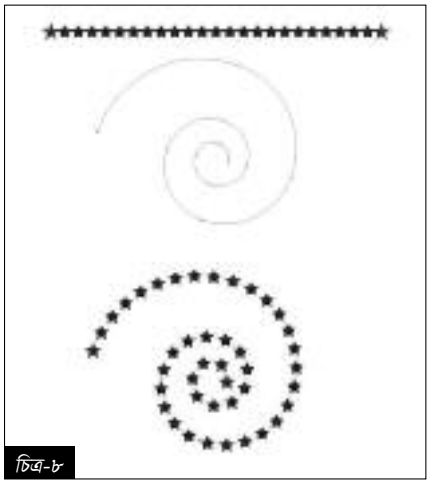

চিত্র-৮

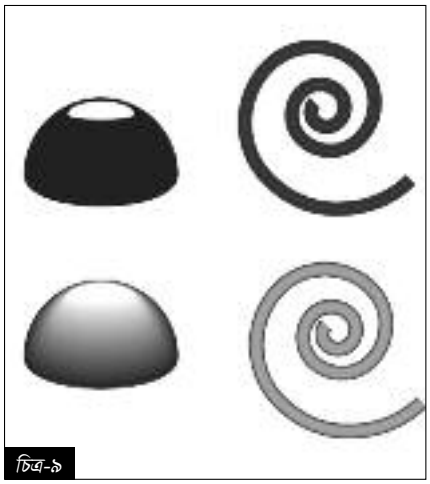

চিত্র-৯

ব্লেন্ডিং নিয়ে কাজ করা ঠিকমতো শিখতে পারলে অনেক সুন্দর ডিজাইন তৈরি করা সম্ভব। শুধু ডিজাইন নয়, বিভিন্ন ছবিও সুন্দরভাবে আঁকা সম্ভব। বিভিন্ন সিম্বল, আউটলাইন করা ফন্ট অথবা ব্রাশ ইত্যাদি যেকোনো কিছু ব্লেন্ডিং করা যায়। শুধু খেয়াল রাখতে হবে ব্লেন্ডিং প্রচুর র‍্যাম দখল করে রাখে এবং বেশি ব্লেন্ডিং ব্যবহার করলে AI ফাইল বা ইলাস্ট্রেটর ফাইল অনেক বড় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সুবিধার কথা হলো, ব্লেন্ডিং টুলের মাধ্যমে অনেক ইফেক্টই কম সময়ে সহজে দেয়া যায়। আর ঠিকমতো ব্লেন্ডিং ব্যবহার করতে পারলে অনেক সুন্দর ইফেক্টও তৈরি করা যায়। ব্লেন্ডিং ঠিকমতো ব্যবহার করলে যে সুন্দর ছবি আঁকা সম্ভব, তার একটি উদাহরণ চিত্র-১০-এ দেখানো হয়েছে। এখানে একটি মোটর বাইক আঁকা হয়েছে। পুরোটা ইলাস্ট্রেটরের মাধ্যমে ড্রয়িং করা হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় ব্লেন্ডিং অ্যাপ্লাই করা হয়েছে (লাল ডটেড জায়গাগুলোতে)।

চিত্র-১০

ব্লেন্ড টুল ইলাস্ট্রেটরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল বা অনেকের কাছে এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা টুল। ব্লেন্ডিংয়ের ব্যবহার ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারলে যেকোনো ছবিকে যথাসম্ভব বাস্তব রূপ দেয়া যায় কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com

পিসি ও ল্যাপটপ কেনায় সাধারণ ভুল

তাসনীম মাহ্মুদ

কমপিউটার এখন আমাদের অনেকের কাছেই প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে গেছে। ফলে আমাদের অনেকেরই জীবন কমপিউটার ছাড়া প্রায় অচল। আবার আরেক এরা এখন বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যেই কমপিউটার কিনছেন। কিন্তু সবাই যে জেনে-শুনে নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী কমপিউটার কিনতে পারছেন বা কিনছেন, তা বলা যাবে না কোনো মতেই। কমপিউটার কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতারা প্রায় সময় কোনো না কোনো ভুল করে থাকেন, যার মাশুল দিতে হয় বাড়তি টাকা খরচ করে। এ ভুলগুলো এড়াতে পারলে ক্রেতারা তার পছন্দের সেরা কমপিউটারটি কিনতে পারবেন।

চাহিদার কমপিউটার না কেনা

না জেনে, না বুঝে প্রচার-প্রচারণায় প্রলুব্ধ হয়ে কমপিউটার কেনা হবে সবচেয়ে বড় ভুল। কমপিউটারের বিশেষ কোনো দিক বা পাওয়ারের ওপর বা অন্য কোনো ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেয়ার আগে আপনাকে অবশ্যই ভাবতে হবে কমপিউটারটি দিয়ে কী ধরনের কাজ করবেন, আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারবে কি না? যদি আপনি ইন্টারনেটে হালকা ধরনের ব্রাউজ করেন, কিছু ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজসহ প্রায় মুভি দেখেন, এ ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য ৩২ জিবি র‍্যাম, অক্টা-কোর প্রসেসর বা ২৫ ইউএসবি ৩.০ পোর্ট না থাকলেও চলে। আপনার কাজের জন্য যা দরকার, তার বেশি অর্থ খরচ করা থেকে বিরত থাকুন।

অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কী কী দেয়া হচ্ছে তা না জানা

উইন্ডোজ, ওএস এক্স, লিনআক্স, ক্রোম ওএস প্রভৃতি কয়েকটি কমপিউটার অপারেটিং সিস্টেমের নামসহ আরও বেশ কয়েক ধরনের কমপিউটার অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে, যেখানে প্রথম দেখলে মনে হবে সৌন্দর্যগত পার্থক্য। প্রতিটি ফাংশনই ভিন্নভাবে কাজ করে। অনেক ব্যবহারকারীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অপারেটিং সিস্টেমগুলো সফটওয়্যারকে ভিন্নভাবে হ্যান্ডেল করে। ধরুন, আপনার কমপিউটারটি বেশ পুরনো। এখন আপনি চাচ্ছেন এই পুরনো কমপিউটারে এমন কিছু সফটওয়্যার রান করাতে, যা নতুন কমপিউটারের জন্য প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে আপনি সফলকাম হতে পারবেন না, যেহেতু অপারেটিং সিস্টেমগুলো

সফটওয়্যারকে ভিন্নভাবে হ্যান্ডেল করেন। এমনকি সফটওয়্যারের নতুন ভার্সনও নতুন ওএসে কাজ করবে না। যেমন– স্কাইপের জন্য হয়তো ম্যাক ও উইন্ডোজ এ দুটি ভার্সন কাজ করতে পারে। তবে আপনি ভিডিও চ্যাট করতে পারবেন না যদি ক্রোম ওএসে সুইচ করেন।

সুতরাং, কমপিউটার দিয়ে কী ধরনের কাজ করবেন, তা আগে থেকে ভেবে নিন এবং অপারেটিং সিস্টেম কাজ করবে কি না তা জেনে নিন।

ব্লুটুথ ও ওয়াই-ফাই ফিচার কীভাবে কাজ করে

ধরুন, আপনার নতুন কমপিউটারে ব্লুটুথ ও ওয়াই-ফাই চাচ্ছেন, যা খুব সহজেই আপনি পেতে পারেন। প্রায় সব ল্যাপটপেই এ দুটি ফিচার পাবেন। আধুনিক সব কমপিউটারের ডেস্কটপে এ দুটি ফিচার দেখা যায়। কমপিউটারে যদি এ ফিচার দুটি থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে। একটি কমপিউটারের ব্লুটুথ মডিউল, অপর একটি কমপিউটারের ব্লুটুথ মডিউলের মতো একইভাবে কাজ করতে নাও পারে। কারণ, এগুলো ভিন্ন জেনারেশনের হতে পারে, এদের পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ভিন্ন হতে পারে, ইফেক্টিভ রেঞ্জ ভিন্ন হতে পারে, ভিন্ন হতে পারে এদের আচরণ। এ ভিন্নতার প্রধান কারণ হলো কমপিউটারের কেস। একইভাবে ওয়াই-ফাইয়ের রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি ও স্পিড। সুতরাং, এসবই যেসব অবস্থায় একইভাবে কাজ করবে তা ভাবা যায় না। অথচ এ বিষয়টি প্রায় সবাই এড়িয়ে যান, যা আরেকটি ভুল।

কম্পোনেন্ট আপগ্রেডের বিষয় মাথায় না রাখা

বেশিরভাগ ডেস্কটপ ও কোনো কোনো ল্যাপটপের ক্ষেত্রে কিছু কম্পোনেন্ট যুক্ত করার জন্য বা আপগ্রেড করার জন্য বেশ কিছু স্পেস থাকে, যাতে পিসির পারফরম্যান্স উন্নত করা যায় বা সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সিস্টেমকে সুষ্ঠুভাবে রান করানো যায়। তবে এখানে কিছু জটিলতা রয়েছে। হার্ডওয়্যার খুব দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করলেও কম্প্যাটিবিলিটি ইস্যুটি সমস্যাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আপগ্রেডের সাথে সাথে কাজ করতে পারে না। যেমন– আপনি সিপিইউ আপগ্রেড করতে পারলেও আপনাকে মূলত চেক করে দেখতে হবে, আপনার মাদারবোর্ডে কোন ধরনের সিপিইউ সকেট আছে এবং খেয়াল করে দেখতে হবে, নতুন সিপিইউর সাথে ম্যাচ করে কি না। উন্নততর মাল্টিটাস্কিং এক্সপেরিয়েন্সের জন্য যদি আরও বেশি র‍্যাম যুক্ত করতে চান, তাহলে আপনাকে চেক করে দেখতে হবে বাড়তি মেমরির জন্য ফ্রি র‍্যাম স্লট আছে কি না, সেই সাথে ▸

নিশ্চিত হতে হবে যে ওএস বাড়তি র‍্যাম সাপোর্ট করে কি না।

এখানে বটলনেকের একটি ব্যাপারও আছে। হয়তো কোনো কোনো কম্পোনেন্ট আপগ্রেড করতে চাচ্ছেন। আশা করছেন, এ কম্পোনেন্টগুলো সিস্টেমে যুক্ত হলে সিস্টেম খুব দ্রুত কাজ করতে পারেব। কিন্তু আপনার বর্তমান হার্ডওয়্যার হয়তো সেই স্পিড সাপোর্টই করে না। কমপিউটার কেনার সময়ই যদি র‍্যাম বা জিপিইউ আপগ্রেড করতে চান, তখন এ বিষয়টি বিশেষভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এছাড়া আপনার কমপিউটার কোন ক্লকস্পিড ও ব্যান্ডউইডথ সাপোর্ট করবে তা জেনে নিন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনোভাবেই বিবেচনায় না এনে অনেকেই তাদের কমপিউটারকে আপগ্রেড করেন, যা টাকা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ্রাফিক্স কার্ড

এমন এক ফিচার অন্তর্ভুক্ত করুন, এমনকি সম্পৃক্ত থাকলেও কমপিউটার সব ধরনের সাইজ, সেপ এবং কনফিগারেশনের পাওয়া যায়। কখনই অন্য কিছু গ্রহণ করা ঠিক হবে না। যদি আপনি সিডি/ডিভিডি ড্রাইভসহ একটি কম দামী কমপিউটার কিনতে চান, তাহলে কমপিউটার চালু করে সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ বাটন চেপে দেখুন ট্রে ওপেন হয় কি না। যদি অডিও চান, তাহলে স্পিকার বুঝে নিয়ে এর কার্যকারিতা চেক করে দেখার জন্য কোনো মিউজিক প্লে করে দেখুন। পরখ করে দেখুন ইউএসবি পোর্টের কার্যকারিতা। কমপিউটার কেনার সময় বেশিরভাগ ক্রেতা এসব বিষয়কে তুচ্ছ করে এড়িয়ে যায়, যা পরবর্তী সময় ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কেনার আগে পরীক্ষা না করা

কমপিউটার কেনার আগে যদি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ থাকে, তাহলে অবশ্যই তা করা উচিত। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ কারও সহযোগিতা নিতে ভুলবেন না। যদি কমপিউটারটি ইন্টারনেটে অর্ডার দিয়ে কেনেন, তাহলে স্থানীয় কোনো স্টোরে গিয়ে একই কনফিগারেশনের কোনো কমপিউটার চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। এর কিবোর্ড, মাউস, টাচস্ক্রিনসহ অন্য সব কিছু পরখ করে নিশ্চিত হয়ে নিন, এগুলো ভালোভাবে কাজ করে কি না। যদি আপনার প্রত্যাশিত কোনো কম্পোনেন্ট ওই মুহূর্তে স্টোরে না থাকে, তাহলে বিক্রেতাকে তা জোগাড় করে দিতে বলুন।

সবসময় সস্তা পণ্য কেনা

আপনার চাহিদা যদি হয় ন্যূনতম ক্ষমতার কমপিউটার, মাঝে-মধ্যে ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা, তাহলে আপনার উচিত হবে কম ক্ষমতার সস্তায় কমপিউটার কেনা। কম দামের ও পুরনো হার্ডওয়্যার খুব দ্রুতগতিতে ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং ক্রমবর্ধমান সফটওয়্যারে চাহিদা মেটাতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। কমপিউটার ক্রেতাদের অনেকেই ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শুধু তার বর্তমান চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে সস্তায় কমপিউটার কেনেন, যা বড় ধরনের এক ভুল। কারণ কমপিউটার ও সফটওয়্যার খুব দ্রুতগতিতে উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে। উন্নততর সফটওয়্যার রান করানোর জন্য দরকার উন্নতর কমপিউটার। তাছাড়া কমপিউটার ব্যবহারকরীর চাহিদা দিন দিন বাড়তেই থাকে। এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে চাই উচ্চতর ক্ষমতার কমপিউটার ও সফটওয়্যার।

ট্রায়াল সফটওয়্যারের ব্যাপারে সচেতন না হওয়া

কমপিউটারের সাথে অনেক সফটওয়্যার অ্যাডভার্টাইজ প্রি-ইনস্টল অবস্থায় দেয়া হয়। বাস্তবে এসব সফটওয়্যারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তবে আপনি যা আশা করছেন, সম্ভবত তা নাও হতে পারে। কমপিউটারের জন্য সফটওয়্যারের ট্রায়াল এক কমন ব্যাপার। সফটওয়্যারের ট্রায়াল ফটো এডিটর বা কমপিউটারের ওএসের ভাইরাস স্ক্যানার থেকে শুরু করে যেকোনো কিছুরই হতে পারে। সম্ভবত, একমাত্র অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রেই সফটওয়্যারের ট্রায়াল ভার্সন কমন নয়। যদি আপনার কমপিউটারটি ব্যয়সাশ্রয়ী হয়, তাহলে নিশ্চিত হয়ে নিন কোন কোন সফটওয়্যার ট্রায়াল এবং কোন কোন সফটওয়্যার ফ্রি/লাইসেন্স করা।

সিকিউরিটি ট্রায়াল মেয়াদোত্তীর্ণ হতে দেয়া

কমপিউটার কেনার সময় সিকিউরিটি ট্রায়াল দেয়া হয়। তবে কেনার সময় আপনার সাথে নিবিড়ভাবে লিঙ্ক করাটা হবে এক ভুল। কিন্তু কেন? কেননা, আপনার ভাইরাস স্ক্যানারের মেয়াদোত্তীর্ণ হতে দেয়া ঠিক হবে না। এটি আপনাকে এক বড় ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। খারাপ ভাইরাস আপনার কমপিউটারকে নিষ্ক্রিয় করে বিশাল এক পেপার ওয়েটে পরিণত করতে পারে। সুতরাং, আপনার মেশিনকে সুরক্ষিত রাখা এক অপরিহার্য কাজ। আপনি ইচ্ছে করলে একটি ট্রায়াল সার্ভিসের সাবস্ক্রিপশন কিনতে পারেন, যা সম্ভবত আপনার কমপিউটারের সাথে দেয়া হয় অথবা ফ্রি সিকিউরিটি সিস্টেম যেমন– এভিজি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে পারেন। তবে যাই করেন না কেনো, নিয়মিত সিকিউরিটি সফটওয়্যারের আপডেটের বিয়য়টিকে এড়িয়ে বা ভুলে যাবেন না।

সিস্টেম সিকিউরিটির এক ব্যয়বহুল সার্ভিস সেটআপ ও ওয়ারেন্টির ব্যাপার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেতে চাইলে আপনাকে বাড়তি খরচ করতে হবে। তবে এই বাড়তি খরচের সাথে সাথে যুক্ত হবে কিছু বাড়তি সিকিউরিটি কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

সঠিকভাবে হার্ডডিস্ককে ডিফ্র্যাগ করার ৭ কৌশল

তাসনুভা মাহমুদ

মাইক্রোসফট উইন্ডোজে ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার হলো একটি ইউটিলিটি যা ডিজাইন করা হয়েছে ডিস্কে স্টোর করা ফাইল পূর্ণবিন্যাস করা, যাতে ডাটা নিকটস্থ স্টোরেজ লোকেশনে থাকে এবং ডাটায় এক্সেস করার স্পিড বাড়ে। এ কৌশলকে বলা হয় ডিফ্র্যাগমেন্টেশন। মূলত ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশন হলো একটি প্রসেস যেখানে, একটি ভলিউমে ফ্র্যাগমেন্টেটেড ডাটাকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শক্তিশালী বা সুদৃঢ় করা, যাতে এটি অধিকতর দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

কমপিউটারে কাজ করতে গেলে আমাদেরকে প্রতিনিয়তই ফাইল সেভ, ডিলিট বা পরিবর্তন করতে হয়, যা এক সময় ডাটা ভলিউম ফ্র্যাগমেন্টেশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সম্পাদিত কাজ সেভ করা হলে সাধারণত স্টোর হয় ভলিউমের বিভিন্ন লোকেশনে। উইন্ডোজে ফাইল কোথায় আবির্ভূত হবে, তার কোনো পরিবর্তন হয় না বরং তৈরি হওয়া ফাইলই প্রকৃত ভলিউম। এক সময় তৈরি হওয়া ফাইল এবং ভলিউম উভয়ই ফ্র্যাগমেন্টেডে হয়ে পড়বে এবং আপনার কমপিউটারের গতি কমে যাবে যেহেতু সিস্টেমকে কোনো সিঙ্গেল ফাইল ওপেন করতে বিভিন্ন জায়গা খোজ করতে হয়। ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট করলে হেড ট্রাবলিং কমে যায়, যা ডিস্কে ফাইল রাইট করতে বা ডিস্ক থেকে ফাইল রিড করতে।

কমপিউটারের গতি বাড়ানো এবং পারফরম্যান্স উন্নত করার অন্যতম সহজ, দ্রুততম এবং কার্যকর উপায় হলো হার্ড ডাইভ ডিফ্র্যাগমেন্ট করা। কমপিউটারের গতি বাড়ানো এবং পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য বর্তমানে বাজারে শত শত ডিফ্র্যাগমেন্টার পাওয়া যায় যেগুলো অফার করে মাল্টিপল ডিফ্র্যাগ এবং অপটিমাইজ অপশন। এখন স্বাভাবিকভাবে সব ব্যবহারকারীরই মনে এক সাধারণ প্রশ্ন হলো আপনার পিসিকে সেরা শেপে রাখার জন্য এবং হার্ড ডিস্ক মেইনটেনেন্সের জন্য সেরা ফিচার তথা ডিফ্র্যামেন্টার কোনটি, যা আপনর পিসিকে প্রায় টিপটপ রাখতে পারে।

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় এবার ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে দেখানে হয়েছে ড্রাইভকে যথাযথভাবে ডিফ্র্যাগ করার ৭ কৌশল যা আপনাকে সহায়তা করবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে।

ইতোমধ্যে আপনি হয়তো ফ্র্যাগমেন্টেশনের কথা এবং এটি পিসির পারফরমেন্সের জন্য কী

করে তাও হয়তো শুনে থাকবেন এবং চূড়ান্তভাবে ফ্র্যাগমেন্টেশন সম্পর্কে কিছু করার চিন্তা করতে পারেন। প্রথমে অনলাইনে গিয়ে কীভাবে হার্ড ডিস্ক ডিফ্র্যাগ করতে হয় এ সম্পর্কে টিপ খুজে বের করে নিন, যা ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টের কাজ করতে করেত প্রয়োজন হয় এবং যা মূলত আপনার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে বিল্টইন। আপনি এই প্রোগ্রামসহ অন্যান্য থার্ড পার্টি প্রোগ্রামের বিভিন্ন ফিচার এবং সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে অধিকতর ফিচার পর্যালোচনা করে আপনার জন্য বেছে নিন সেরা ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল। আপনি ইচ্ছে করলে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিতে পারেন ফ্রি ডিফ্র্যাগমেন্ট টুল যেমন, Auslogics Disk Defrag যা আপনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

কৌশল ১ : জাঙ্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন

প্রকৃত অর্থে জাঙ্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশনের ঘটনা খুব একটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতে দেখা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ এ সম্পর্কে কিছু বলছেন। প্রতিদিনের কমপিউটিং জীবনে আমরা যেসব কাজ করে থাকি, সেগুলো অস্থায়ীভাবে ফাইল সৃষ্টি করে, যা সবসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে

চিত্র - ২ : Auslogics Disk Defrag টুলের সেটিং অপশন

চিত্র - ৩ : ফ্র্যাগমেন্টারের সাইজ নির্দিষ্ট করা

অপসরিত হয় না। স্ট্যান্ডার্ড কমপিউটার মেইনটেইনেন্স রুটিনের স্বাভাবিক কাজ হওয়া উচিত নিয়মিতভাবে রিসাইকেল বিন, ব্রাউজার ক্যাশ এবং অন্যান্য অস্থায়ী ফোল্ডার খালি করা। অবশ্যই এ কাজটি করা উচিত যদি আপনি অপ্রয়োজনীয় জাঙ্কের বোঝা ডিফ্র্যাগ করার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করে সময় অপচয় করতে না চান তবে। বিশেষ করে ডিফ্র্যাগমেন্টেশনের কাজ অপরিহার্য হওয়ার আগে। সুতরাং ক্লিনআপের পর ডিফ্র্যাগ করা নিয়ম করে নিন। কোনো কোনো ডিফ্র্যাগমেন্টার টুল এ কাজ স্বয়ংক্রিয় করে এবং এ কাজটি করে ডিফ্র্যাগমেন্ট করার আগে টেম্পোরারি ফাইল ডিলিট করার অপশন অফার করার মাধ্যমে। যদি আপনি Auslogics Disk Defrag টুল ব্যবহার করেন, তাহলে এ প্রোগ্রাম যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিনআপ করতে পারে সেজন্য প্রথমে মূল মেনুর Settings ট্যাবে গিয়ে Program Settings - Algorithms বেছে নিন এবং Delete temporary files before defragmenting বক্স চেক করুন। এরফলে নিশ্চিত থাকতে পারবেন যে আপনি কখনোই ডিফ্র্যাগমেন্টশনের কোনো ধাপ ভুল করবেন না।

কৌশল ২ : যা ডিফ্র্যাগ করা দরকার, শুধু তাই ডিফ্র্যাগ করুন

ফ্র্যাগমেন্টেশন খারাপ। ব্যবহারকারীর মনে হতে পারে, প্রতিটি সিঙ্গেল ফাইলকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যা প্রকৃত পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিছু নির্দিষ্ট ফাইল ফ্র্যগমেন্টেশনের পারফরমেন্স ইফেক্ট জিরো হয়। সুতরাং এসব ফাইল প্রসেস করার অর্থ শুধু সময় এবং শক্তি অপচয় করা নয় বরং হার্ড ড্রাইভের আয়ুষ্কালও যথেষ্ট মাত্রায় কমিয়ে দেয় ডিস্কে মাত্রতিরিক্ত রাইটিংয়ের কারণে।

দীর্ঘ ফাইল সাধারণত দীর্ঘ ফ্র্যাগমেন্টে ভেঙ্গে যায়। এসব ফাইলের জন্য সাধারণত ডিফ্র্যাগের দরকার হয় না। কেননা মাইক্রোসফট ৬৪ মেগাবাইটকে সেট করেছে ফ্র্যাগমেন্টশনের সূত্রপাত তথা আরম্ভ হিসেবে। সাধারণত এরপর থেকে অর্থাৎ ফ্র্যাগমেন্টেশনের সাইজ ৬৪ মেগাবাইটের বেশি হলে ফ্র্যাগমেন্টকে বিবেচনা করা হয় দীর্ঘ ফ্র্যাগমেন্টশন হিসেবে যা যুক্ত হয় ফ্র্যাগমেন্টশ স্ট্যাটিস্টিক্সে। সুতরাং, ফ্র্যাগমেন্টারের সাইজ ৬৪ মেগাবাইটের বেশি হলে উইন্ডোজ বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগমেন্টার টুল ফাইল ফ্র্যাগমন্ট প্রসেস করবে না অথবা সেগুলোকে সম্পৃক্ত করবে যখন ডিস্ক

ফ্র্যাগমেন্টেশনের পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করা হয়। Auslogics Disk Defrag টুল আপনাকে প্রদান করবে অধিক শক্তি যাতে ফ্র্যাগমেন্টেশনের সাইজ নির্দিষ্ট করতে পারেন। আপনি ইচ্ছে করলে নিজস্ব থ্রেসল্ট কনফিগার করতে পারবেন Settings - Program Settings - Algorithms এ গিয়ে এবং ফ্র্যাগমেন্টের ন্যূনতম সাইজকে সেট করার জন্য Skip fragments larger than বক্সে টিক দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সাইজ বেছে নিন। এটি হতে পারে এক ১ মেগাবাইট থেকে ১০ গিগাবাইট পর্যন্ত অথবা আপনি Skip fragments larger than চেক বক্সে টিক নাও দিতে পারেন । এরফলে প্রোগ্রাম প্রতিটি সিঙ্গেল ফাইল প্রসেস করতে পারে।

কৌশল ৩: সিস্টেম রেস্টোর পয়েন্ট না হারানো

উইন্ডোজ ভিস্তা বা উইন্ডোজের পরবর্তী ভার্সন চালিত সিস্টেমে যারা ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টার টুল ব্যবহার করেন, তাদের কাছে একটি সাধারণ এবং বহুল পরিচিত অভিযোগ হলো- সিস্টেম রেস্টোর পয়েন্ট হারিয়ে গেছে। ডিফ্র্যাগ অপারেশন ফাইলকে সরিয়ে নেয়ার করণে ভলিউম শ্যাডো কপি সার্ভিস (CSS) ফিচার এক স্ন্যাপশট তৈরি করে যা পুরানো ফাইলকে ওভাররাইট করে এবং রেস্টোর পয়েন্ট ডিলিট হওয়ার কারণ হয়ে দাড়াঁয়। যদি আপনার হার্ড ড্রাইভে ভিএসএস অ্যানাবল করা থাকে অথবা আপনি যদি নিশ্চিত হতে না পারেন তাহলে Auslogics Disk Defrag টুল ইনস্টল করার পর প্রথম যে কাজটি করতে হবে, তাহলো - Program Settings-Algorithms এ গিয়ে প্রোগ্রামকে VSS-compatible mode-এ ডিফ্র্যাগমেন্ট করার জন্য সেট করতে হবে। এটি ভিএসএস স্টোরেজ এরিয়ার অতিরিক্ত ক্রমোন্নতি প্রতিরোধ করে এবং নিশ্চিত করে আপনার রিস্টোর পয়েন্ট অক্ষত থাকবে।

লক্ষণীয়, সব ডিফ্র্যাগারে এই অপশন নেই, সুতরাং এটি কখনো ব্যবহার না করার বিষয় নিশ্চিত করুন যদি ভিএসএস অ্যানাবল থাকে তাহলে করা দরকার নেই।

কৌশল ৪ : এসএসডি এড়িয়ে যাওয়া

সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD) ডিফ্র্যাগমেন্টিং এক বিতর্কিত বিষয়। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এক মত প্রকাশ করেন যে এসএসডি ড্রাইভ ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। যেহেতু এসএসডি এর মুভিং অংশ নেই, এদের ডাটা রিড করা হয় একটু ভিন্নভাবে, উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুতগতিতে। কাছাকাছি ব্লকের ফ্র্যাগমেন্ট ফাইল রিড করা আর পুরো ড্রাইভ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো ছিটানো ফ্র্যাগমেন্ট ফাইল রিড করার মধ্যে সাধারণত কোনো পার্থক্য কোনো দেখা যয়া। এ ছাড়া আধুনিক এসএসডি ফ্র্যাগমেন্টকে সেলে রাখার উদ্দেশে ফাইলকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে যা ব্যাপকভাবে খুব একটা ব্যবহার হয় না। যেহেতু ডিফ্র্যাগমেন্টেশন চতুর্দিকের ফাইল অন্তর্ভূক্ত এবং রাইট করে, তাই এসএএডি এর জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াঁতে পারে।

চিত্র - ৪ : ভিএসএস কম্প্যাটিবল মোডে ডিফ্র্যাগমেন্ট

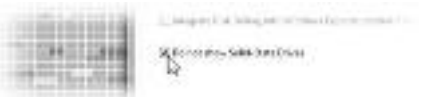

চিত্র - ৫ : Auslogics Disk Defrag এ সলিড স্টেট ড্রাইভ না দেখা

চিত্র - ৬ : সিস্টেম ফাইলকে হার্ডডিস্কের শুরুতে মুভ করানো

Auslogics Disk Defrag টুল আপনাকে প্রোগ্রাম সেট করার সুযোগ দেবে যাতে আপনার এসএসডি ড্রাইভ লিস্ট প্রদর্শন না করে। দুর্ঘটনাক্রমে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন যাতে চালু না হয় তা প্রতিরোধ করে ।

কৌশল ৫ : যেখানকার ফাইল সেখানে রাখুন

বিভিন্ন ধরনের ডিফ্র্যাগমেন্টার বিভিন্ন ধরনের অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে পারে। Auslogics Disk Defrag টুলের Defrag & Optimize ফিচার ফাইল ডিফ্র্যাগমেন্টিংয়ের পাশাপাশি ড্রাইভে ফ্রি স্পেস সুদৃঢ় করে, মাস্টার ফাইল টেবল (MFT) এর জন্য সংরক্ষিত স্পেসে রেগুলার ফাইলকে সরিয়ে নেয় এবং সিস্টেম ফাইলকে সরিয়ে হার্ড ডিস্কের সামনে নিয়ে আসে।

সিস্টেম ফাইলগুলো আপনার অপারেটিং সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য। এসব ফাইলের যথাযথ প্লেসমেন্ট সিস্টেমের পারফরমেন্স বেশ উন্নত করতে পারে। এসব ফাইল ড্রাইভের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। ফলে যখন ফাইলে এক্সেসের প্রয়োজন হবে, তখন উইন্ডোজকে ড্রাইভের সব জায়গায় খোজ করতে হয়। ভালো ডিফ্র্যাগমেন্টারে পাবেন সিস্টেম ফাইলকে হার্ড ড্রাইভের সামনে প্লেস করার অপশন। যেখান থেকে উপাদানগুলো দ্রুতগতিতে রিড করা যায়। Auslogics Disk Defrag টুলে আপনি Settings - Program Settings – Algorithms –এ এই অপশন সিলেক্ট করতে পারবেন। অবশ্য এতে ডিফ্র্যাগমেন্টেশনকে বেশ ধীর গতিসম্পন্ন করে ফেলে। সুতরাং সব সময় ডিফ্র্যাগের জন্য এ অপশন উপযোগী নয়। এ ফিচার সপ্তাহে অন্তত একবার বা মাসে একবার ব্যবহার করা উচিত।

কৌশল ৬ : ডিফ্র্যাগমেন্টেশন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ার অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই

আধুনিক ডিফ্র্যাগমেন্টার যেমন Auslogics Disk Defrag দিয়ে আপনি পিসি ব্যবহার করতে পারেন যখন ডিফ্র্যাগমেন্টেশন রানিং থাকে। এখনো অনেক ব্যবহারকারীর মনে করেন, যদি আপনি সেরা আউটপুট পেতে চান, তাহলে, পিসির ব্যবহার সীমিত করা এক ভালো অভ্যাস অথবা পিসির কাছ থেকে যখন দূরে থাকবেন, তখন ডিফ্র্যাগ রান করা উচিত। অনেক ব্যবহারকারী আছেন, যারা দিন শেষে ডিফ্র্যাগ করতে পছন্দ করেন। Auslogics Disk Defrag টুলের ক্ষেত্রে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না অথবা সারা রাতের জন্য পিসিকে অন রাখা দরকার নেই। ডিফ্র্যাগমেন্টেশন শেষে কমপিউটারকে শাটডাউন করার জন্য রয়েছে এক সহজ চেক বক্স। এই চেক বক্সে টিক করা থাকলে পিসি নিরাপদে বন্ধ হবে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন শেষে।

কৌশল ৭ : মন আবিষ্ট করা বা না করা, যদি আপনি সত্যি সত্যি পছন্দ করেন

ডিফ্র্যাগমেন্টেশন আকষর্ণীয় হতে পারে এবং অনেক পিসি ব্যবহারকারী ডিফ্র্যাগমেন্ট প্রসেসকে মন্ত্রমুগ্ধ নয়নে অবলকন করতে থাকেন। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়- আপনি সম্ভবত আকর্ষণীয় ডিফ্র্যাগমেন্ট প্রসেসে মনো আবিষ্ট হয়ে হার্ড ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্টেশনের পয়েন্ট পুরোপুরি হারিয়ে ফেলতে পারেন। অপর দিকে আপনি পেতে পারেন যথার্থ নতুন এক নতুন কার্যকর চিত্তবিনোদনের কৌশল। যেহেতু ধারণা করা হয়, ডিফ্র্যাগমেন্টেশন কমপিউটারকে দ্রুততর করে এবং কাজ শেষ করার সময় আপনাকে কমপিউটারের সামনে বসিয়ে না রাখতে সহায়তা করে।

Auslogics Disk Defrag আবির্ভুত হওয়া ক্লাস্টার ম্যাপকে কাস্টোমাইজ করার সুযোগ দেয়। আপনি প্রায় এক ডজনের বেশি লুক থেকে একটি বেছে নিতে পারেন অথবা প্রতি বার ডিফ্র্যাগের সময় একটি নতুন লুক বেছে নিতে পারেন। এটি এমন এক ফিচার যা উইন্ডোজের বিল্ট-ইন ডিফ্র্যাগ টুলে পাওয়া যায় না। Auslogics Disk Defrag টুলে আপনি ম্যাপে স্বতন্ত্র ব্লকে ক্লিক করতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন সেখানে কোন কোন ফাইল আছে, সেখানে কতগুলো ফ্র্যাগমেন্ট আছে এবং তাদের স্ট্যাটাস কী ইত্যাদি জানতে পারবেন। প্রতিটি অপারেশনের পর আপনি একটি রিপোর্ট পাবেন। সুতরাং আপনি খুব সহজেই দেখতে পারবেন কী হয়েছে, কেন সেখানে ফ্র্যাগমেন্টেড রয়েগেছে ইত্যাদী।

উইন্ডোজ ওএস চালিত আধুনিক হার্ড ড্রাইভে ডিফ্র্যাগমেন্টেশন এখনো এক অপরিহার্য কাজ। ডিফ্র্যাগমেন্টেশন মোটেও কোনো ভীতিকর কোনো কাজ নয় অথবা আপনি ভাবেন না এমন কোনো কাজও নয়। আধুনিক ডিফ্র্যাগমেন্টার যেমন Auslogics Disk Defrag টাস্কে সুবিধাজনক সময়ের জন্য শিডিউল করতে পারেন যেমন, পিসিকে সেট করতে পারেন অপারেশনের পরে শাটডাউন হবে, বা সত্যি সত্যি উপভোগ করছেন কাস্টোমাইজেশন লুকসহ ডিফ্র্যাগমেন্টেশন। ডিফ্র্যাগের দরকার আছে কী নেই তা বিবেচ্য বিষয় নয়, সঠিকভাবে ডিফ্র্যাগের উপায় কী ইত্যাদী বিষয় এ লেখায় তুলে ধরা হয়েছে কজ

ফিডব্যাক : swapan5200@yahoo.com

উইন্ডোজ ১০-এর শীর্ষ ১০ ফিচার

লুৎফুন্নেছা রহমান

কমপিউটারের প্রধান চালিকাশক্তি হলো অপারেটিং সিস্টেম। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের প্রচলন থাকলেও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে মাইক্রোসফটের তৈরি অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম। মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেমের জগতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে ও ব্যবহারকারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিনিয়তই উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমকে উন্নত থেকে উন্নতর করে আসছে এবং উপহার দিয়ে আসছে উইন্ডোজের নিত্যনতুন সংস্করণ।

লক্ষণীয়, মাইক্রোসফট উইন্ডোজের সব উন্নততর সংস্করণ তথা ভার্সনই যে তার ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে, তা বলা যাবে না কোনোভাবেই। মাইক্রোসফটের কোনো কোনো ভার্সন ব্যবহারকারীদের প্রত্যাশ পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। যেমন– উইন্ডোজ ভিস্তা, উইন্ডোজ ৮ ও উইন্ডোজ ৮.১। তারপরও কিন্তু মাইক্রোসফট দমে যায়নি, বরং অপারেটিং সিস্টেমের জগতে নিজের আধিপত্যকে অক্ষুণ্ন রাখতে নতুন উদ্যমে লেগে

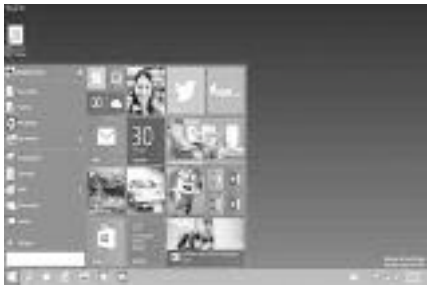

যায় পরবর্তী ভার্সনের জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় মাইক্রোসফট ২০১৫ সালের ২৯ জুলাই অবমুক্ত করতে যাচ্ছে উইন্ডোজের নতুন ভার্সন উইন্ডোজ ১০। উইন্ডোজ ৭ ও উইন্ডোজ ৮.১-এর ব্যবহারকারীরা এক বছরের জন্য ফ্রি ব্যবহার করতে পারবেন। এক বছর পর স্ট্যান্ডঅ্যালন পিসির জন্য দাম ধার্য করা হয় ১১৯ ইউএস ডলার।

মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৮-এর ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে এবার বেশ আটঘাট বেঁধেই নামছে উইন্ডোজের পরবর্তী ভার্সন উইন্ডোজ ১০ অবমুক্ত করতে। এই নতুন ভার্সনের জন্য অফার করা নতুন ফিচারগুলো হচ্ছে– উইন্ডোজের জন্য এক্স বক্স এবং ডেস্কটপের জন্য কর্টনা থেকে শুরু করে পুনরুজ্জীবিত স্টার্ট মেনু এবং নতুন মাল্টিটাস্কিং টুল পর্যন্ত সবকিছু।

এ লেখায় ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে উইন্ডোজ ১০-এ সম্পৃক্ত করা উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলোর মধ্য থেকে শীর্ষ কয়েকটি ফিচার নিচে তুলে ধরা হয়েছে।

স্টার্ট মেনু ফিরে এসেছে

মাইক্রোসফট তার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম থেকে বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় স্টার্ট বাটনকে উইন্ডোজ ৮ থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। মাইক্রোসফট সেই স্টার্ট মেনুকে আবার ফিরিয়ে আনে উইন্ডোজ ১০-এ। এখন স্ক্রিনে নিচে বাম প্রান্তে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে আপনি পাবেন পাশাপাশি দুটি প্যানেল। এখানে কলামে প্রদর্শিত হয় পিন করা অতিসাম্প্রতিক ও বহুল ব্যবহৃত অ্যাপ।

স্টার্ট স্ক্রিনের উপরে পাবেন পাওয়ার বাটন, যেখানে রয়েছে Hibernate, Standby ও Shutdown এবং উইন্ডোজ ৮-এর সব অ্যাপ অপশন। ডান দিকের কলাম ফিচার হলো লাইভ টাইল সিলেকশন, যা আপনি কাস্টোমাইজ, রিসাইজ এবং রিঅর্গানাইজ করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, নিচের সার্চ ফিল্ড প্রোগ্রাম এবং ফাইলসংশ্লিষ্ট ফলাফল খোঁজ করবে, যেমনটি উইন্ডোজ ৭-এ হয়। আপনি ইচ্ছে করলে মডার্ন উইআই স্টার্ট স্ক্রিনের প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দিয়ে যখন-তখন স্টার্ট মেনুকে পূর্ণ স্ক্রিনে সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

ডেস্কটপে কর্টনা

মাইক্রোসফট ডেস্কটপ কমপিউটারের জন্য উইন্ডোজ ১০-এ নিয়ে এসেছে মাইক্রোসফটের ভয়েজ-কন্ট্রোল্ড ডিজিটাল অ্যাসিসট্যান্ট কর্টনা। উইন্ডোজ ১০-এ সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচারগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো এই কর্টনা। ডেস্কটপে কর্টনা থাকার কারণে আপনি খুব সহজেই ডিভাইসের ইন্টারেক্ট করতে পারবেন আঙ্গুল না উঠিয়েই। অর্থাৎ ভয়েজের মাধ্যমে ইন্টারেক্ট করতে পারবেন। কর্টনা স্মার্টফোনে যেভাবে কাজ করে, পিসিতে সেভাবে কাজ না করে একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। আপনি ভয়েজের মাধ্যমে অর্থাৎ কমপিউটারের হার্ডডিস্কের নির্দিষ্ট কোনো ফাইলে সার্চ করতে পারবেন, নির্দিষ্ট কোনো দিনের নির্দিষ্ট কোনো ছবি খুঁজে বের করতে পারবেন বা চালু করতে পারবেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। এমনকি স্প্রেডশিট বা অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করার সময় কর্টনা ই-মেইল সেন্ড করতে পারে অর্থাৎ মাল্টিটাস্কিং সম্ভব।

এক্সবক্স অ্যাপ

আপনি খুব শিগগিরই আপনার পিসি বা ট্যাবলেটে উইন্ডোজ ১০-এর জন্য এক্সবক্স অ্যাপ দিয়ে এক্সবক্স ওয়ান গেম প্লে করতে পারবেন। ডিরেক্টএক্স ১২-এর সাপোর্টের কারণে উইন্ডোজের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১০ উন্নততর স্পিড এবং গ্রাফিক্স পারফরম্যান্সে এক্সবক্স গেম স্ট্রিমিং সাপোর্ট করবে। উইন্ডোজ ১০-এর জন্য এক্সবক্স অ্যাপ আপনাকে সুযোগ দেবে গেম ডিভিআর ফিচার (Game DVR) দিয়ে গেম রেকর্ড, এডিট এবং শেয়ার করার, যার মাধ্যমে আপনি গেমের পূর্ববর্তী ৩০ সেকেন্ড গ্র্যাব করতে পারবেন। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গেমের বিজয় হাতছাড়া হবে না। উইন্ডোজ ১০ অথবা এক্সবক্স প্লাটফরম জুড়ে গেমে আপনার বন্ধুদের যুক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং এক্সবক্স লাইভ ফিচারের মাধ্যমে আপনার বন্ধুদের অ্যাক্টিভিটিও দেখতে পারবেন।

প্রজেক্ট স্পারটান ব্রাউজার

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের কথা ভুলে যান, যা দীর্ঘদিন ধরে অনেকের কাছে উপহাসের খোড়াক হিসেবে ছিল, তা দূর করা হয়েছে উইন্ডোজ ১০-এ। মাইক্রোসফটের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ১০-এ সম্পৃক্ত করা হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের ব্রাউজার প্রজেক্ট স্পারটান (Project Spartan)। এ ব্রাউজার উইন্ডোজ ১০ ডিভাইস পরিবারে ব্যবহার করা যাবে। এটি বেশ দ্রুততর কাজ করে, কম্প্যাটিবল এবং আধুনিক ওয়েবের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন ফিচারে সম্পৃক্ত করা হয়েছে পিডিএফ সাপোর্ট, একটি রিডিং মোড– যা উন্নত করেছে দীর্ঘ আর্টিকলের লেআউট ও একটি নোট টেকিং ফিচার। আপনি যেভাবে কাজ করেন প্রজেক্ট স্পারটানকে, সেভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে কিছু কিছু বিষয়, যেমন– ওয়েব পেজে ▸

রাইট বা টাইপ করার ফিচার এনাবল করা হয়েছে। প্রজেক্ট স্পারটান ফিচার ব্রাউজারের ভেতরে কর্টনা সাপোর্ট সমৃদ্ধ। এটি এমন এক ব্রাউজার, যা তৈরি করা হয়েছে সহজে শেয়ারিং, রিডিং ও অনলাইনে তথ্য পাওয়ার জন্য।

উন্নততর মাল্টিটাস্কিং

একটি নতুন মাল্টিপল ডেস্কটপ ফিচার আপনাকে সুযোগ দেবে উইন্ডোজের আরেকটি সেট রান করানোয়। দেখে মনে হবে আরেকটি স্ক্রিন, তবে ফিজিক্যাল মনিটর ছাড়া। এটি অ্যাপলের ওএসএক্সের স্পেসেস (Spaces) ফিচারের মতো, যা আপনাকে সহায়তা দেবে বহুসংখ্যক ওপেন উইন্ডো ও অ্যাপ ম্যানেজে করার ক্ষেত্রে। ডেস্কটপে মাল্টিপল উইন্ডো একটির ওপর আরেকটি ওপেন রাখার পরিবর্তে আপনি সবগুলোকে ওইসব প্রোগ্রামের জন্য অন্য ভার্চুয়াল ডেস্কটপে সেট করতে পারেন স্থায়ীভাবে। হোমের জন্য এটিকে বিশেষভাবে সেটআপ করুন এবং আপনার অ্যাপকে যেমন নেটফ্লিক্স ও অ্যামাজন ওপেন রেখে দিন এবং কাজের জন্য আরেকটি ডেস্কটপ তৈরি করুন– যেখানে আপনি ওয়ার্ড, এক্সেল ও ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ওপেন রাখতে পারবেন।

উইন্ডোজ ১০-এ নতুন ডেস্কটপে ওপেন অ্যাপের দিকে খেয়াল রাখার জন্য এক নতুন উপায় পাবেন। নতুন অপারেটিং সিস্টেমে টাস্কবারে নতুন টাস্ক ভিউ বাটনে হিট করতে পারবেন অথবা স্ক্রিনের বাম প্রান্ত থেকে সোয়াইপ করে সব ওপেন অ্যাপ এবং ফাইলকে এক পেজ ভিউতে টেনে আনতে পারবেন। কিবোর্ডের Alt-Tab শর্টকাট কম্বিনেশন থেকে এর খুব একটা পার্থক্য না থাকলেও উপস্থাপন করে টাচ অরিয়েন্টেড সুবিধা, যাতে ওভার ভিউ করা যায় কোনটি রান করছে।

মাইক্রোসফট তার স্ন্যাপ ভিউ (Snap View) মাল্টিটাস্কিং ফিচারকে আপডেট করেছে, যাতে স্ক্রিনের চারপ্রান্তে ডক (dock) উইন্ডোর সুবিধা পাওয়া যায়। এখানে ডিসপ্লেকে বিভিন্ন অ্যাপে স্প্লিট করতে পারবেন। প্রোগ্রামের সংখ্যা পাশাপাশি থাকতে পারবে ডিভাইসের স্ক্রিনের রেজ্যুলেশনের ভিত্তিতে।

ইউনিভার্সাল অ্যাপ

ডিভাইসজুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ট্রানজিশন করতে মাইক্রোসফট চালু করে নতুন ক্যাটাগরির সফটওয়্যার, যাকে ইউনিভার্সাল অ্যাপ বলে। এটি একই কোড ব্যবহার করলেও এদের ইন্টারফেস আপনার হাতে ডিভাইসের উপযোগী। মাইক্রোসফট আরও তৈরি করেছে ওএসের সাথে নিজস্ব ইউনিভার্সাল অ্যাপ সেট। এতে সম্পৃক্ত রয়েছে ফটো, ভিডিও, মিউজিক, ম্যাপ, পিওপল অ্যান্ড মেসেজিং এবং ই-মেইল অ্যান্ড ক্যালেন্ডার– এগুলোর সবই একইভাবে ট্যাবলেট, ফোন এবং পিসির সাথে কাজ করে। কনটেন্ট স্টোর এবং সিঙ্ক হয় মাইক্রোসফটের ক্লাউড সার্ভিস ওয়ানড্রাইভের (OneDrive) মাধ্যমে।

এসব অ্যাপের মধ্যে কোনো কোনোটি যেমন ফটোস (Photos) হলো একেবারেই নতুন ফিচার। ফটোস আপনার ইমেজকে টেনে আনবে পিসি ও মোবাইল ডিভাইস জুড়ে এবং অর্গানাইজ করবে। ওয়ানড্রাইভের মাধ্যমে এনহ্যান্স ও সিঙ্ক করবে সেগুলো। সিস্টেম ডুপ্লিকেট ইমেজকে শনাক্ত করবে এবং একই ইমেজের শুধু একটি কপি স্টোর করবে এবং আপনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করবে একটি চমৎকার দর্শনীয় অ্যালবাম। ই-মেইল অ্যাপকেও ওভারহল করা হয়েছে এবং এখন আউটলুকের একটি ভার্সন হবে, সম্পন্ন হবে এডিটরভিত্তিক মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে।

আপনি একটি অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন, যা রান করবে সব উইন্ডোজ ১০ ডিভাইসে।

আপনার পেজকে এমনভাবে ডিজাইন করুন, যাতে সেগুলো যথাযথভাবে রেন্ডার হয়। এ ক্ষেত্রে এগুলোকে ভিউ করতে কোন ডিভাইস ব্যবহার হবে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আপনার অ্যাপকে উইন্ডোজ ১০ ফোন, উইন্ডোজ ১০ ডেস্কটপ বা এক্সবক্সে রান করুন। এটি একই অ্যাপ প্যাকেজ। উইন্ডোজ ১০ কোর এবং

ইউনিভার্সাল উইন্ডোজ প্লাটফরম প্রবর্তনের সাথে এটি অ্যাপ প্যাকেজে সব প্লাটফরমে রান করতে পারে।

অফিস অ্যাপ টাচ সাপোর্ট করে

ফোন, ট্যাবলেট ও পিসি জুড়ে অফিস অ্যাপের একটি নতুন ভার্সন ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং আউটলুক প্রদান করে একটি টাচ-ফার্স্ট ইন্টারফেস। অ্যাপের ওপরের দিকে স্থির ফাংশন রিবন এখন অ্যাপ বার, যা শুধু দেখা যায় যখন প্রয়োজন হয়। আউটলুকে আপনি এখন ইনবক্স থেকে মেসেজ ডিলিট করতে পারবেন বাম দিকের প্রতিটি এন্ট্রিতে সুইপ করে। অ্যাপ পিসিতেও একইভাবে পারফরম করবেন যেমনটি মোবাইল ডিভাইসে করেন।

কন্টিনাম

ল্যাপটপ-ট্যাবলেট সঙ্করায়ণের ডিভাইসের প্রবণতা বাড়াতে মাইক্রোসফট চাচ্ছে প্রতিটি মোডের মধ্যে সুইচ করার উপায়কে সহজ করতে। যদি আপনি কিবোর্ড বা মাউস প্ল্যাগ করেন, তাহলে সিস্টেম তা শনাক্ত করবে এবং সুইচ মোড হবে অধিকতর সুবিধাজনক ইন্টারেকশনের জন্য। যদি আপনি কিবোর্ড/মাউস অপসারণ করে নেন তাহলে টাস্কবার থেকে একটি নোটিফিকেশন পপআপ করবে এবং জিজ্ঞাস করবে আপনি ট্যাবলেট মোডকে সক্রিয় করতে চান কি না। যদি আপনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহলে পাবেন অধিকতর টাচ ফ্রেন্ডলি প্রোফাইল।

অ্যাকশন সেন্টার

আপনার সব নোটিফিকেসন এক জায়গায় দেখার এক নতুন উপায় প্রদান করবে উইন্ডোজ ১০। চার্ম মেনুকে প্রতিস্থাপন করার জন্য অ্যাকশন সেন্টার আবির্ভূত হয়। অ্যাকশন সেন্টার আপনার ডিভাইস থেকে সব অ্যাপের অ্যালার্ট সংগ্রহ করে যেমনভাবে আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়িডে নোটিফিকেশন ড্র করা হয় ঠিক তেমনভাবে। অ্যাপের ওপর নির্ভর করে আপনি সারা দিতে পারেন বা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন এই প্যানেল থেকে। এসময় প্রতিটি নোটিফিকেশন অ্যাকশন প্রদর্শনের জন্য সম্প্রসারিত হয়। অ্যাকশন সেন্টার অফার করে একটি দ্রুতগতির টোগাল কানেকটিভিটি অপশন এবং অন্যান্য সেটিং যেমন– ডিসপ্লে ব্রাইটনেস ও কন্ট্রাস্ট।

ইউনিফায়েড সেটিংস/কন্ট্রোল প্যানেল

কন্ট্রোল প্যানেল ও পিসি সেটিংয়ের ডিভাইস সেটিং কন্ট্রোল করার জন্য দুটি অ্যাপ রাখার পরিবর্তে মাইক্রোসফট তৈরি করছে এমন এক উপায়, যা কম বিভ্রান্তিকর। নির্দিষ্ট কোনো মেনু খুঁজে বের করার পরিবর্তে আপনি এক জায়গা থেকে ডিভাইসগুলো ম্যানেজ করতে পারবেন কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

আসছে নানা ব্র্যান্ডের পাতলা ট্যাব

সোহেল রানা

ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনায় এবং ন্যানো প্রযুক্তির ফলে প্রযুক্তিপণ্য ছোট হচ্ছে দিন দিন। এখন আস্ত একটি কমপিউটারকেই পকেটে পুরে রাখা যায়। বিশ্বসেরা প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে পাতলা ট্যাব তৈরিতে এক ধরনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ফলে বাজারেও আসছে নতুন নতুন অত্যাধুনিক সব ট্যাবলেট পিসি।

চলতি বছরে বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা ৮ ও ৯ দশমিক ৭ ইঞ্চির দুটি মডেলের ট্যাব বাজারে আনছে স্যামসাং। গত বছর বাজারে আসা গ্যালাক্সি ট্যাব এস ৮ দশমিক ৪ ও ট্যাব এস ১০ দশমিক ৫-এর পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে এ বছর বাজারে আসবে হালকা-পাতলা দুটি ট্যাব। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকরাডার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, চীনের টেলিকমিউনিকেশন ইক্যুপমেন্ট সার্টিফিকেশন স্টোর স্যামসাংয়ের দুটি মডেলের ট্যাবকে ছাড়পত্র দিয়েছে এবং নতুন ট্যাবের কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। নতুন ট্যাব হিসেবে ট্যাব এস ২ এইটের ওজন ২৬০ গ্রাম ও এর আকার ১৯৮ বাই ১৩৪ বাই ৫ দশমিক ৪ মিলিমিটার। অর্থাৎ ৮ ইঞ্চি মাপের ট্যাব এস ২ হবে ৫ দশমিক ৪ মিলিমিটার পুরু। ৮ ইঞ্চি মাপের এস ২-এর পাশাপাশি ৯ দশমিক ৭ ইঞ্চি মাপের একটি ট্যাবও বাজারে আনতে পারে স্যামসাং।

ট্যাব এস ২-এ থাকবে অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যার রেজ্যুলেশন ১৫৩৬ বাই ১০৪৮। অ্যান্ড্রয়িড ললিপপচালিত এই ট্যাবে অক্টাকোর প্রসেসর ও ৩ গিগাবাইট র‍্যাম সুবিধা থাকবে। পেছনে ৮ ও সামনে ২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা থাকবে এই হালকা-পাতলা ডিভাইসে। ১৬ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজের পাশাপাশি এতে এক্সটারনাল মেমরি কার্ড ব্যবহারেরও সুযোগ থাকবে।

অন্যদিকে তাইওয়ানের বাজারে জুন মাসে এসেছে স্যামসাংয়ের নতুন ট্যাব গ্যালাক্সি 'ই'। কিন্তু তাইওয়ান ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য বাজারে গ্যালাক্সি সিরিজের নতুন ট্যাবটি ছাড়ার বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। এটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গ্যালাক্সি ট্যাব। ট্যাবটির নাম 'ই' দেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, 'ই'তে স্পষ্টভাবে বাজেট সলিউশন বোঝায়। এছাড়া যারা এখন এমন একটি ট্যাবলেটের খোঁজ করছেন, যাতে গুগলের অ্যান্ড্রয়িড সফটওয়্যার থাকবে, তাদেরকে এটি আকর্ষণ করবে। আরও বলা হচ্ছে, ট্যাবটির হার্ডওয়্যার বিবেচনায় যদিও এটি বাজেটসারির পণ্য, কিন্তু পণ্যটিকে দেখে মনে হয় বর্তমান বাজারের একই দামের সব পণ্যের তুলনায় অনেক উন্নত। তথ্য মতে, ই-এর বহিরাংশ অনুজ্জ্বল মসৃণ প্লাস্টিকে তৈরি, যা গ্রাহকদের মুহূর্তেই মন কাড়তে পারবে।

ট্যাবটির ভেতরের দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা সাধারণত মৌলিক সুবিধাগুলো পেতে আগ্রহী তারা নিশ্চিত এটি পেতে চেষ্টা করবেন। যদিও এতে অ্যান্ড্রয়িড ৫.০ ললিপপ দেয়া নেই, তবে স্যামসাংয়ের প্রচলিত টাচউইজ লেয়ারের গুরুত্ব বুঝে অ্যান্ড্রয়িড ৪.৪ কিটক্যাটকে বেছে নেয়া হয়েছে ই-এর জন্য। এর হার্ডওয়্যার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় ৯.৬ ইঞ্চি আকৃতির টাচস্ক্রিন পর্দায় পিক্সেল রেজ্যুলেশন ১২৮০ বাই ৮০০, ১.৩ গিগাহার্টজ কোয়াডকোর প্রসেসর সাথে ১.৫ জিবি র‍্যাম এবং ৮ জিবি ইন্টারনাল মেমরি (বর্ধনযোগ্য) এবং পেছনের দিকে ৫এমপি ও সামনের দিকে আছে ২এমপি সেলফি শুটার। আর ওয়াইফাই হলো এর একমাত্র সংযোগ। ব্যাটারি ৫ হাজার এমএএইচ, পুরুত্ব ৮.৫ মিমি, ওজন ৪৯০ গ্রাম। ধারণা করা হয়, এরপর একই ধরনের এর আরেকটি মডেলের ঘোষণা দেবে স্যামসাং। ট্যাব ই-এর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২২৬ ডলার, যা ভারতীয় রুপিতে পড়বে প্রায় ১৫ হাজার। কিন্তু পণ্যটিতে অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাম কিছুটা বেশি বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডেল নিয়ে এসেছে ৬.১ মিলিমিটারের পাতলা ট্যাবলেট। ডেলের দাবি, এটিই পৃথিবীর সবচেয়ে পাতলা ট্যাবলেট। পৃথিবীর সর্বাধিক পাতলা ট্যাবলেট দাবি করা এ ট্যাবে সংযুক্ত করা হয়েছে তিনটি ক্যামেরা। এই তিনটি ক্যামেরাই ইন্টেলের তৈরি। এতে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেল রিয়েল সেন্স স্ন্যাপশপ ডেপথ প্রযুক্তি।

ট্যাবটিতে আরও আছে ২.৩ গিগাহার্টজ কোয়াড কোর ইন্টেল অ্যাটম জেড৩৫০০ প্রসেসর ও ২ জিবি র‍্যাম। অভ্যন্তরীণ মেমরি পাওয়া যাবে এতে ১৬ জিবি, যা আবার এক্সট্রা মাইক্রোএসডি কার্ডের মাধ্যমে বাড়িয়ে নেয়া যাবে ৫১২ জিবি পর্যন্ত। আপাতত অ্যান্ড্রয়িডের কিটক্যাট সংস্করণে পরিচালিত হবে এটি। পরবর্তী সময় এই পদ্ধতিকে ললিপপ ৫.০ সংস্করণে আপগ্রেড করে নেয়া যাবে।

এলজি সম্প্রতি তিনটি নতুন ট্যাবলেট আনার ঘোষণা দিয়েছে। এলজি জানিয়েছে, একেক ব্যবহারকারী একেক আকারের ট্যাবলেট পছন্দ করেন। এই চাহিদানুযায়ী ৭ ইঞ্চি, ৮ ইঞ্চি ও ১০.১ ইঞ্চির ট্যাবলেট বাজারে ছাড়া হবে। কোরিয়ান এই কোম্পানিটি আরও জানায়, প্রতিটি ট্যাবলেটের নামেই তার আকার বোঝা যাবে। যেমন– জি প্যাড ৭.০, জি প্যাড ৮.০ ও জি প্যাড ১০.১। তবে কবে নাগাদ এগুলো বাজারে আসবে তা জানায়নি এলজি কজ

কমপিউটার জগতের খবর

বাংলাগভ ডটনেট প্রকল্পে অভিন্ন প্লাটফর্মে সরকারি দফতর

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ অভিন্ন অনলাইন যোগাযোগের নতুন প্লাটফর্মে এলো মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দফতর। বাংলাগভ ডটনেট প্রকল্পের আওতায় 'ন্যাশনাল ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট' কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এই অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। ফলে দ্রুত ডাটা ট্রান্সফার, ভিডিও কনফারেন্সিং ও আইপি ফোন ব্যবহারের সুবিধাসহ ইনফ্রা নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে সরকারি দফতরগুলো কোনো ভোগান্তিতে পড়বে না। সরকারি কার্যালয়গুলোর এই আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কার্যক্রমে গতি আসা, কাগজের ব্যবহার কমে যাওয়া, জনপ্রশাসনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োগে দক্ষতা তৈরি হবে।

সম্প্রতি রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক বাংলাগভ ডটনেট প্রকল্পে বাস্তবায়িত এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। অভিন্ন এই অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ৫৮টি মন্ত্রণালয়-বিভাগ, ২২৭টি অধিদফতর-দফতর-সংস্থা, ৬৪টি জেলা ও প্রতি জেলার একটি উপজেলা সংযুক্ত করা হয়েছে। বিসিসির নির্বাহী পরিচালক এসএম আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেবিনেট সচিব মো: নজরুল ইসলাম, তথ্যপ্রযুক্তি সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার, কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ইয়ুন ইয়ং লি ও বাংলাগভ ডটনেট প্রকল্প পরিচালক মাহবুবুর রহমান ◆

ফাউন্ডার ইনস্টিটিউট গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিষ্ঠানে ফেনক্সের বিনিয়োগ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ সিলিকন ভ্যালিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডার ইনস্টিটিউটের প্রথম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েটদের সমাপনী অনুষ্ঠান 'পিচ নাইট ফর ফাউন্ডার ইনস্টিটিউট গ্র্যাজুয়েট' অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে দুই গ্র্যাজুয়েটকে চেক দেয়া দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফেনক্স ক্যাপিটাল। সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)।

সম্প্রতি বেসিস সভাকক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসিস সভাপতি, এফবিসিসিআই পরিচালক ও ফেনক্স ভেঞ্চার ক্যাপিটালের জেনারেল পার্টনার শামীম আহসান। উপস্থিত ছিলেন ফেনক্সের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাইল ক্লিং, ফাউন্ডার ইনস্টিটিউট ঢাকা চ্যাপ্টারের পরিচালক সাজিদ রহমান, সহ-পরিচালক মিনহাজ আনোয়ারসহ মেন্টর, বিচারক ও বিনিয়োগকারীরা।

ফাউন্ডার ইনস্টিটিউটের তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের পর পাঁচজন গ্র্যাজুয়েট বিচারক বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তুলে ধরেন। এর মধ্যে বিচারক ও বিনিয়োগকারীদের বিচারে বিনিয়োগের জন্য শাহ পরান (হ্যান্ডিমামা) ও মাহবুব ই ইলাহী রন (স্মার্টকমপেয়ার) নির্বাচিত হন। নির্বাচিতদের প্রত্যেকের হাতে ফেনক্সের পক্ষ থেকে ১৫ হাজার মার্কিন ডলারের চেক তুলে দেন বেসিস সভাপতি শামীম আহসান ◆

কলসেন্টার অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্য) ২০১৫-১৭ মেয়াদের নির্বাচনে ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে ভার্গোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমাদুল হক সভাপতি ও ফিফো টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌহিদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আহমাদুল হক, সভাপতি

বাক্য কর্তৃক আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আইসিটি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি ছিলেন এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ। অতিথিরা কলসেন্টার ও বিপিও ইন্ডাস্ট্রি উন্নয়নে সরকারের ও ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা হলেন– সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট টাইমস এএসএল কলসেন্টার লিমিটেডের মো: আবুল খায়ের, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের ওয়াহিদুর রহমান শরীফ, যুগ্ম মহাসচিব ইম্পেল সার্ভিস অ্যান্ড সলিউশনস লিমিটেডের মোহাম্মদ আমিনুল হক, কোষাধ্যক্ষ সার্ভিস সলিউশনস লিমিটেডের (এসএসএল) তানভীর ইব্রাহিম। পরিচালক পদে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্য হলেন– সিপরোকো কমপিউটারস লিমিটেডের সাফকাত হায়দার, উইনটেল লিমিটেডের ফয়সাল আলিম, মার্স সলিউশন লিমিটেডের মাহাবুব ইলাহী চৌধুরী, মাই আউটসোর্সিং লিমিটেডের মো: তানজিরুল বাসার, কোজেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রিন্স মজুমদার।

বাক্যর এই নবনির্বাচিত পরিষদ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে সর্বোত্তম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশে-বিদেশে এ দেশের বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) শিল্পের অবস্থান সুদৃঢ় করা তথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ◆

ইউআইইউতে ই-কমার্স বুট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

দেশে ই-কমার্স দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় এ খাতের উদ্যোক্তারা বর্তমানে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। লেনদেনকেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে পারলে আগামী ১০ বছরে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় খাত হবে ই-কমার্স। সম্প্রতি রাজধানীর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে 'ই-কমার্স বুট ক্যাম্প-২০১৫' অনুষ্ঠানে বক্তারা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইউআইইউ ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং সেন্টার ও ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) যৌথভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ই-ক্যাব সভাপতি রাজীব আহমেদ। এতে প্যানেল আলোচক ছিলেন কোডেরো লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা নাজমুস সাকিব নাঈম, ওয়ালেটমিকস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী হুমায়ন কবির, এসএসএল কমার্জের প্রতিষ্ঠাতা আশীষ চক্রবর্তী, আপনজন ডটকমের প্রধান নির্বাহী আসিফ আহনাফ ও পেওনারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রিফাত আহমেদ ◆

আইএসপিএবির আয়োজনে রূপগঞ্জে তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা কর্মশালা

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) আয়োজনে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের দাউদপুর পুটিনা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা ও হাতে-কলমে শিক্ষাদানের কর্মশালা। কর্মশালার আর্থিক সহযোগিতায় ছিল আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (আইবিপিসি)। অনুষ্ঠানে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী এবং ৫০ জন শিক্ষক ও চেম্বার অব কমার্সের ৫০ জন সদস্য অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি এমএ হাকিম। অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন আইএসপিএবির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আলহাজ শহীদুল হক ভূঁইয়া এবং দাউদপুর পুটিনা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেএম সলিমুজ্জামান ◆

ওরাকল ১১জি ডিবিএ অ্যান্ড ডেভেলপার কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে জুলাই মাসে ওরাকল ১১জি ডিবিএ অ্যান্ড ডেভেলপার ভেন্ডর সার্টিফিকেশন কোর্সে শুক্র ও শনিবারের ব্যাচে ভর্তি চলছে। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে কোর্স সমাপ্তির পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭ ◆

রবির ই-টিকেটিং সেবা বিডিটিকেটস ডটকম চালু

মোবাইল ফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড বিডিটিকেটস ডটকম (bdtickets.com) নামে প্রিমিয়াম ই-টিকেটিং সেবা চালু করেছে। এর মাধ্যমে কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই গ্রাহকেরা সারাদেশে বাস টিকেট সংগ্রহ করার সুবিধা পাবেন। বিডিটিকেটস ডটকম সেবাটি বর্তমানে শুধু বাস টিকেট সরবরাহ করলেও শিগগিরই অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও ই-টিকেটিং সুবিধা চালু করা হবে। অনলাইন টিকেট সেবা

বিডিটিকেটস ডটকমের মাধ্যমে গ্রাহকেরা দেশের ছয়শ'রও বেশি রুটে চলাচলকারী শীর্ষস্থানীয় ২০টিরও বেশি বাস সার্ভিসের টিকেট ক্রয় করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে রবির চিফ কর্পোরেট ও পিপল অফিসার মতিউল ইসলাম নওশাদ, রবির হেড অব ডিজিটাল সার্ভিসেস মোহাম্মদ মনজুর রহমান, হেড অব ক্যারিয়ার বিজনেস অব স্পাইস ডিজিটাল নবঙ্কুর সুদ, কান্ট্রি ম্যানেজার, স্পাইস ডিজিটাল রেজওয়ানুল হক এবং চুক্তিবদ্ধ বাস প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ◆

এসার ট্যাবলেটে উপহার ও মূল্যছাড়

বিশ্বখ্যাত কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এসারের বাংলাদেশ পরিবেশক এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস সম্প্রতি ঘোষণা করেছে 'এসার সামার সারপ্রাইজ' অফার। এই অফারে এসারের সব অ্যান্ড্রয়িড ও উইন্ডোজ ট্যাবলেটের ওপর থাকছে মূল্যছাড়। এছাড়া এসারের যেকোনো ট্যাবলেট কিনলেই তার সাথে উপহার হিসেবে থাকছে ১৬ জিবি মাইক্রো এসডি কার্ড। উল্লেখ্য, এসারের ট্যাবলেটগুলো ওয়াইফাই বা থ্রিজিসহ পাওয়া যাচ্ছে। আর এসারের উইন্ডোজ ট্যাবলেটগুলোতে অফিস ২০১৩ হোম অ্যান্ড স্টুডেন্ট এডিশন বিল্ট-ইন থাকে। এসার সামার সারপ্রাইজ অফারটি এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিসের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র ও এসার খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রেতাসাধারণ পেতে পারবেন। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২। ফেসবুক পেজ : facebook.com/etlbd ◆

রেডহ্যাট সার্ভার ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে রেডহ্যাট সার্ভার হার্ডেনিং ট্রেনিংয়ে তৃতীয় ব্যাচে ভর্তি চলছে। ৩২ ঘণ্টার কোর্সটির প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন সার্টিফায়েড অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। কোর্সটি শেষে রেডহ্যাট কর্তৃক সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮ ◆

লন্ডনে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার আয়োজনে সমঝোতা চুক্তি

আগামী ১১-১২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের 'The Atrium'-এ দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হবে ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার। আইসিটি ডিভিশন, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি ও কমপিউটার জগৎ-এর যৌথ আয়োজনে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলা অয়োজনে সম্প্রতি আইসিটি ডিভিশনের সাথে কমপিউটার জগৎ-এর এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। আইসিটি ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব মো: হারুনুর রশিদ ও কমপিউটার জগৎ-এর সিইও মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মেলার আয়োজক পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, মেলায় বাংলাদেশ ও ইউরোপের শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়ে তাদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করবে। মেলায় অংশ নিতে বর্তমানে স্টল বুকিং চলছে।

মেলায় ই-কমার্স ওয়েবসাইট, ই-গভ সার্ভিস, ক্রেডিট কার্ড অ্যান্ড পেমেন্ট সার্ভিস, ব্যাংকিং সার্ভিস, ই-ডুকেশন, সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার, রিয়েল এস্টেট, টেলিকম, কুরিয়ার/ডেলিভারি সার্ভিস, এয়ারলাইন্স, ট্যুরিজম-ট্রাভেল অ্যান্ড হোটেল, ফ্যাশন হাউসসহ অন্যান্য ই-সেবাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে।

মেলায় ই-কমার্সবিষয়ক সেমিনারের পাশাপাশি থাকবে বিটুবি, বিটুসি, জিটুবিবিষয়ক আলাদা সেশন। মেলা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ই-কমার্স বিশেষজ্ঞ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদসহ প্রায় ৫০ হাজার দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হবে বলে আশা আয়োজকদের। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। বিস্তারিত ওয়েবসাইট : www.e-commercefair.com, ই-মেইল : expo@e-commercefair.com, মোবাইল : ০১৮১৯ ৮৯৮ ৮৯৮ ◆

গিগাবাইট গেমিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

'বাংলাদেশে আইসিটি এক্সপো' উপলক্ষে গত ১৫ থেকে ১৭ জুন ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় গিগাবাইট গেমিং প্রতিযোগিতা। মেলায় ফিফা১৫, ডটা২, কড৪, কফ১৩ (কিং অব ফাইটারস) গেমের ওপর প্রতিযোগিতা হয়। গেমিং কনটেস্টের বিজয়ীদের মধ্যে ২৩ জুন পুরস্কার বিতরণ এবং গিগাবাইট ডিলারদের নিয়ে ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গিগাবাইটের কর্মকর্তা অ্যালান সু, স্মার্ট টেকনোলজিসের বিক্রয় মহাব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ ও বিপণন মহাব্যবস্থাপক মুজাহিদ আল বেরুনী সুজন, গিগাবাইট বাংলাদেশের ম্যানেজার খাজা মো: আনাস খান, কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল হক, আমব্রেলা ম্যানেজমেন্টের বাসিতুল ইসলাম ও অর্পণ কমিউনিকেশনের সায়েম।

এই গেমিং কনটেস্টে সারাদেশ থেকে ৩৪টি দল ও প্রায় ১ হাজার গেমার অংশ নেয়। কনটেস্টে ডটা২ গেমে চ্যাম্পিয়ন হয় রেড ভাইপারজ দল। এই দলের সদস্যরা হলেন– ডেভিন ছোলেট, মাহাদ মোহাম্মদ, মহিউদ্দিন রহমান সজল, আতিফ রশিদ (দলনেতা) ও সাদমান আবিদুর রহমান। প্রথম রানারআপ দলের সদস্যারা হলেন– অয়ন (দলনেতা), ইব্রাহিম হোসেন, হিমালয় ইসলাম, নাভিদ কামাল, ফারহান অনি ও তানভীর হোসেন। দ্বিতীয় রানারআপ দলের সদস্যরা হলেন– নাবিদ (দলনেতা), রিফাত আহমেদ, দেওয়ান মো: অভি, মোদাচ্ছের আলী কাউসার ও নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

কড৪ গেমে চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যরা হলেন– আজমির খান, সাইফ আলম, জেসন তরিস, সাজিদ কাইয়ুম, সাখওয়াত খান সৌরভ ও ইমরুল ফারহান প্রিতম। রানারআপ দলের সদস্যরা হলেন– রানা পারভেজ, হাসিন রকি, তাহসিন সাকিব, অমিত ডি উৎস, সাদী রুলির রাইভি ও রকিব হাসান ◆

Prince2 Foundation ট্রেনিং ও এক্সামে শতভাগ সাফল্য

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে গত ৬ ও ৭ জুন সার্টিফাইড Prince2 এক্সপার্ট ইন্ডিয়া প্রশিক্ষকের অধীনে Prince2 Foundation ট্রেনিং ও এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ জন প্রফেশনাল প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ব্যাচটি সফলভাবে শেষ করে পেপার বেইজড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে Prince2 Foundation সার্টিফিকেট অর্জন করে। আগামী আগষ্ট মাসে Prince2 Foundation ২য় ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

বাজারে ডি-লিংক ইউএসবি রাউটার

একই ডিভাইস থেকে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্টফোনে উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সমন্বিত একটি ইউএসবি রাউটার দেশের বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। পেনড্রাইভ আকৃতির ডি-লিংক ব্র্যান্ডের ৭১০ মডেলের লে পেটিট রাউটারটি একই সাথে মডেম ও রাউটার হিসেবে কাজ করে। এতে জিএসএম মডিউলের সিম ব্যবহার করা যায়। ডাউনলোড গতি ২১ এমবিপিএস। আর আপলোড গতি ১১.৪ এমবিপিএস। সিকিউরিটির জন্য এই থ্রিজি রাউটারটিতে রয়েছে ফায়ারওয়াল প্রটেকশন। রাউটারটি একসাথে ৮ জন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। এটি ২১০০ মগাহার্টজ গতিতে থ্রিজি ফ্রিকোয়েন্সিতে ইন্টারনেট সংযোগ ছড়িয়ে দেয়। রাউটারটির দাম ৩ হাজার ৫০০ টাকা। আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ডি-লিংক ৭১০ লে পেটিট রাউটারটিতে ১০ শতাংশ মূল্যছাড় দিয়েছে বাংলাদেশে ডি-লিংক পরিবেশক কমপিউটার সোর্স। যোগাযোগ : ০১৯৩৯৯১৯৫৮৯

এসার পণ্যে ঈদ অফার

দেশে এসার পণ্যের পরিবেশক এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস আসন্ন ঈদ উপলক্ষে নিয়ে এসেছে ডাবল ধামাকা অফার। এর আওতায় এসার নোটবুক, নেটবুক, ট্যাবলেট কিনে ক্রেতারা জিতে নিতে পারেন মোটরসাইকেল, এসি, টিভ ও ফ্রিজ। এছাড়া নিশ্চিত উপহার হিসেবে রয়েছে ১০ হাজার টাকার শপিং ভাউচার। এই ভাউচার দিয়ে স্বপ্ন, ইয়োলো, কে ক্রাফট, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড, রস, কফিওয়ার্ল্ড, স্বপ্ন লাইফ এবং দ্য গ্লাস হাউসে কেনাকাটা করা যাবে। অফার চলবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত

সিসা সার্টিফায়েড হলেন আইবিসিএসের ৫ প্রশিক্ষণার্থী

সম্প্রতি আইবিসিএস-প্রাইমেক্সের ৫ প্রশিক্ষণার্থী সৈয়দ মো: ইমতিয়াজ মোরসেদ, মো: রিফাত হাসান, সাবাব এম. জামান, মোহাম্মদ খাইয়ুল আলম ও মো: মইনুল কাদির জামান পরীক্ষায় অংশ নেন এবং প্রত্যেকে সার্টিফায়েড ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিটর (সিসা) সার্টিফায়েড টাইটেল অর্জন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সিসা কোর্সে ভর্তি চলবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

এসার পণ্যে স্টুডেন্ট অফার

বিশ্বখ্যাত কমপিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এসারের বাংলাদেশ পরিবেশক এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লিমিটেড বাজারে নিয়ে এসেছে এসার স্টুডেন্ট অফার। এই অফারে এসার ব্র্যান্ডের বিশেষ কিছু নেটবুক ও নোটবুকে থাকছে আকর্ষণীয় মূল্যছাড় ও বিনামূল্যে নানা উপহার।

এসার অ্যাস্পায়ার ই৩-১১২ মডেলের তিনটি নেটবুক এই বিশেষ অফারে পাওয়া যাবে। একটি মডেলে থাকছে ২.৫৮ গিগাহার্টজ পর্যন্ত গতির ইন্টেল সেলেরন ডুয়াল-কোর প্রসেসর, ২ জিবি র‍্যাম, ৫০০ জিবি হার্ডডিস্ক। ১১.৬ ইঞ্চি পর্দার এই নেটবুকটির স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ দাম নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২৩ হাজার টাকা। বিংসহ অরিজিনাল উইন্ডোজ ৮.১ দিয়ে এর বিশেষ দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২৩ হাজার ৩০০ টাকা। আর ২.৬৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত গতির ইন্টেল পেন্টিয়াম কোয়াড-কোর প্রসেসরসহ এই নেটবুকটির বিশেষ দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৫০০ টাকা। রুপালি, নীল, বাদামি অথবা গোলাপি রংয়ের সুদৃশ্য এই মডেলগুলোর যেকোনো নেটবুক কিনলেই ক্রেতা বিনামূল্যে পাচ্ছেন একটি এক্সক্লুসিভ এসার পোলো টি-শার্ট ও একটি ৮ জিবি পেনড্রাইভ।

এসার অ্যাস্পায়ার ইএস১-৪১১ মডেলের তিনটি ১৪ ইঞ্চি পর্দার নোটবুকেও এই বিশেষ অফার পাওয়া যাবে। একটি মডেলে থাকছে ২.২৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত গতির ইন্টেল সেলেরন কোয়াড-কোর প্রসেসর, ২ জিবি র‍্যাম, ৫০০ জিবি হার্ডডিস্ক, ডিভিডি রাইটার। এই নেটবুকটির স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ দাম নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৫০০ টাকা। বিংসহ অরিজিনাল উইন্ডোজ ৮.১ দিয়ে এর বিশেষ দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২৪ হাজার ৮০০ টাকা। আর ২.৬৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত গতির ইন্টেল পেন্টিয়াম কোয়াড-কোর প্রসেসরসহ এই নেটবুকটির বিশেষ দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২৫ হাজার ৫০০ টাকা। এই তিনটি মডেলের যেকোনো নোটবুক কিনলেই ক্রেতা বিনামূল্যে পাচ্ছেন একটি এক্সক্লুসিভ এসার পোলো টি-শার্ট, একটি ৮ জিবি পেনড্রাইভ ও একটি ওয়্যারলেস মাউস।

এসারের এই বিশেষ স্টুডেন্ট অফার আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত সব এসার মল ও রিসেলার প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২ অথবা facebook.com/etlbd

স্মার্ট টেকনোলজিসের যমুনা শাখায় রমজান অফার

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে স্মার্ট টেকনোলজিসের যমুনা শাখায় চলছে অফারের ছড়াছড়ি। প্রতিটি এইচপি ল্যাপটপ কিনলে কাস্টমারদের জন্য থাকছে একটি আকর্ষণীয় ছাতা। ডেল ল্যাপটপে মডেলভেদে উপহার হিসেবে থাকছে আকর্ষণীয় স্পিকার ও শপিং ভাউচার। অন্যদিকে তোশিবা ল্যাপটপের প্রতিটি মডেলেই শপিং ভাউচার। উল্লেখ্য, পুরো রমজান মাসে বিশেষ মূল্যে পাওয়া যাবে এইচপি ও ডেল ব্র্যান্ডের ব্র্যান্ড পিসি ও ক্লোন পিসি। রমজান মাস উপলক্ষে দেশের সর্ববৃহৎ ল্যাপটপ ডিসপ্লে সেন্টারের এই অফার চলবে পবিত্র ঈদুল ফিতর পর্যন্ত। উল্লেখ্য, যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল ৪-এ অবস্থিত স্মার্ট টেকনোলজিসের শোরুম

ভিডিও লেকচারে সিসিএনএ কোর্স

সিসিএনএ হলো সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক এসোসিয়েট। সিসকো কোম্পানি এই কোর্সটি চালু করে। কোর্সটি করা থাকলে আইটি অথবা নেটওয়ার্কিং এর কাজ করা যায়। এই কোর্সটি আইটিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী যেকেউ করতে পারেন। কোর্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে- নেটওয়ার্ক পরিচিতি, ওএসআই মডেল, টিসিপি/আইপিপরিচিতি, সাবনেটিং, ভিএলএসএম, রাউটিং, সুইচিং, নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা, এনএটি, আইপিভি-৬, এইচএসআরপি, ভিআরআরপি, জিএলবিপি, ডব্লিউএএন। কোর্সটির সবগুলো লেকচার ভিডিও আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যোগাযোগ : tsoftit.com

গেমারদের জন্য সাইবেরিয়া ভি-থ্রি হেডফোন

গেমারদের জন্য স্টিল সিরিজের সাইবেরিয়া ভি-থ্রি হেডফোন দেশের বাজারে নিয়ে এসেছে কমপিউটার সোর্স। তুলতুলে এয়ার কুশন, ইলাস্ট্রেটেড হেডব্যান্ড, মিউট বাটন এবং রিট্র্যাক্টেবল মাইক হেডফোনটিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। রিট্র্যাক্টেবল মাইক থাকায় সবসময় এটি মুখের কাছে ঝুলে থেকে অস্বস্তির কারণ হয় না। একই সাথে প্রয়োজন মতো টেনে বের করে মুখ বরাবর নিয়ে আসা যায়। এর এয়ারফোনের রেসপন্স ফ্রিকোয়েন্সি ১০-২৮ হাজার হার্টজ, সেন্সিভিটি ৮০ ডিবি এবং মাইক্রোফোনের রেসপন্স ফ্রিকোয়েন্সি ৫০-১৬ হাজার হার্টজ। হেডফোনটি পিসির পাশাপাশি এক্সবক্স, পিএস থ্রিতে সংযুক্ত করা যায় অনায়াসে। সাথে রয়েছে এক্সেটেনডেবল ক্যাবল। সাদা ও কালো দুই রংয়ের বিশেষ এই হেডফোনটির দাম ১১ হাজার টাকা

জেন্ড পিএইচপি-৫.৫ কোর্সে ভর্তি

পিএইচপি-৫.৫ জেন্ড সার্টিফিকেশন কোর্সের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আইবিসিএস-প্রাইমেক্স। জুলাই মাসে জেন্ড কোর্সে ভর্তি চলছে। এই কোর্স সমাপ্তির পর জেন্ড সার্টিফায়েড ইঞ্জিনিয়ার সনদের জন্য অনলাইন পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

এইচপি প্রো ওয়ান ৪০০ কোরআই৩ অল-ইন-ওয়ান পিসি

স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে নিয়ে এসেছে এইচপি প্রো ওয়ান ৪০০ মডেলের প্রফেশনাল অল-ইন-ওয়ান পিসি। ইন্টেল ফোর্থ জেনারেশন কোরআই৩ প্রসেসরসম্পন্ন আকর্ষণীয় এই অল-ইন-ওয়ান পিসিতে রয়েছে ৪ জিবি ডিডিআর৩ র‍্যাম, ১ টেরাবাইট সাটা হার্ডড্রাইভ, ১৯.৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে, ইন্টেল ৮১ চিপসেট মাদারবোর্ড, ইন্টেল ৪৪০০ মডেলের এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড, ডিভিডি রাইটার, ওয়াইফাই, ওয়েবক্যাম, ইউএসবি কিবোর্ড ও স্পেস সেভিং ফিচারসহ অন্যান্য সুবিধা। এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ৫০ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৩৩

টিম ব্র্যান্ডের ডিডিআর৩ র‍্যাম

দেশে টিম ব্র্যান্ডের বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ইউসিসির সম্প্রতি ডার্ক সিরিজের ডিডিআর৩ র‍্যাম পাওয়া যাচ্ছে, যা ডুয়াল চ্যানেল কিট (২ বাই ৪) ৮ জিবি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই র‍্যামটি ডিডিআর৩ ১৬০০ বাস পর্যন্ত সাপোর্ট করবে এবং যার ডাটা ট্রান্সফার ব্যান্ডউইডথ পাওয়া যাবে ১২৮০০ এমবি/সে.। এই র‍্যামগুলো ইউনিক ও সেপড ডিজাইনের নিউ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে আবৃত, যা তাপ রোধ করে ও বিল্টইন এক্সএমপি এক্সট্রিম মেমরি প্রোফাইল সহজেই বায়োস এবং ওভার ক্লকিংয়ে সহায়তা করবে। এই র‍্যামটির ওয়ার্কিং ভোল্টেজ ১.৫ ভোল্ট ও ক্যাশ লিটেনসি ৯-৯-৯-২৪। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

স্যামসাংয়ের নতুন সেলফি স্মার্টফোন

দক্ষিণ কোরিয়ার স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্যামসাং নতুন দুটি সেলফি ফোন বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে। নিখুঁত সেলফি তুলতে দুটি স্মার্টফোনেরই ৫ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরার সাথে আছে ফ্ল্যাশ। স্মার্টফোন দুটি হলো গ্যালাক্সি জে৫ ও গ্যালাক্সি জে৭। গ্যালাক্সি জে৫ স্মার্টফোনটিতে আছে ৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে, কোয়াড কোর প্রসেসর, ২৬০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। আর গ্যালাক্সি জে৭ স্মার্টফোনে আছে ৫.৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে, অক্টা-কোর প্রসেসর, ৩০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। দুটি স্মার্টফোনেই ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন চিপসেট। রয়েছে ১.৫ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৬ গিগাবাইট রম ও ১৩ মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা। অ্যান্ড্রয়িড ললিপপ অপারেটিং সিস্টেমে চলবে এ দুটি স্মার্টফোন। প্রাথমিকভাবে শুধু চীনের বাজারেই পাওয়া যাবে স্মার্টফোন দুটি। তবে অন্যান্য দেশে কবে নাগাদ পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি

সার্টিফায়েড আইএসও আইএসএমএস-২৭০০১ লিড অডিটর কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে ২০ জুন, ২০১৫ তারিখে সার্টিফায়েড আইএসও এক্সপার্ট প্রশিক্ষকের অধীনে সার্টিফায়েড আইএসও আইএসএমএস-২৭০০১ লিড অডিটর ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২জন প্রফেশনাল প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ব্যাচটি সফলভাবে শেষ করে। জুলাই মাসে সার্টিফায়েড আইএসও আইএসএমএস-২৭০০১ লিড অডিটর-এর ২য় ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : অতিথিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন

এক্সপ্রেস সিস্টেমসের আয়োজনে সিপি প্লাসের ডিলার সম্মেলন

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আবদুল ফাত্তাহ

জার্মানির বিশ্বখ্যাত 'সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিল্যান্স' ব্র্যান্ড 'সিপি প্লাস'-এর বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক এক্সপ্রেস সিস্টেমস লিমিটেডের (ইএসএল) আয়োজনে গত ৭ জুন বসুন্ধরা সিটির গোল্ডওয়াটার কনভেনশন সেন্টারে 'সিপি প্লাস নাইট-২০১৫' শিরোনামে এক ডিলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সিপি প্লাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট আনন্দ স্বামীনাথ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ মদন মোহন সিসি টিভি ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য, কারিগরি দিক ও এই পণ্যের প্রসারে ডিলারদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া সিপি প্লাসের পণ্য ক্রয়ে শীর্ষ চারজন ডিলারের পুরস্কার হিসেবে কক্সবাজার ভ্রমণের প্যাকেজও ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে এক্সপ্রেস সিস্টেমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল ফাত্তাহ, পরিচালক আবদুল মুকাদ্দীম, সিইও ওয়াহিদুজ্জামান, সিএমও বিবি দেওয়ানজি ও ইএসএলের ১৬০ জন ডিলার উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৩৫টি সিসি টিভি ক্যামেরা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের

রেডহ্যাট ভার্চুয়ালাইজেশন কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে রেডহ্যাট লিনআক্সের ভার্চুয়ালাইজেশন কোর্সে শুক্র ও শনিবারের ব্যাচে ভর্তি চলছে। ৩২ ঘণ্টার কোর্সে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোর্স শেষে রেডহ্যাট কর্তৃক সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

এএসপি ডটনেট কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এএসপি ডটনেট ইউজিং সি# কোর্সে ভর্তি চলছে। কোর্সটিতে এজেএএক্স, জেকুয়েরি, এনটিটি ফ্রেমওয়ার্ক, ক্রিস্টাল রিপোর্ট ও এসকিউএল সার্ভার প্রজেক্টসহ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

উইন্ডোজ ১০ চালিত ল্যাপটপ আনছে তোশিবা

তোশিবার সি সিরিজের ল্যাপটপ মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমনির্ভর পণ্য বাজারে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত তোশিবা। নতুন পাঁচটি সিরিজের ল্যাপটপ উইন্ডোজ ১০ উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে তোশিবা কর্তৃপক্ষ। তোশিবা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন সিরিজের ল্যাপটপগুলোতে নতুন সফটওয়্যার দেয়া থাকবে বা হালনাগাদ করে নেয়ার সুযোগ থাকবে। নতুন পিসিগুলো সব ধরনের গ্রাহকের কথা মাথায় রেখেই ছাড়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বেসিক ল্যাপটপ, হাইব্রিড থেকে শুরু করে গেমিং ল্যাপটপ। মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ১০ সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই পিসিগুলো তৈরি করা হয়েছে।

তোশিবা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্যাটেলাইট সিরিজের ল্যাপটপগুলো হবে নিত্যব্যবহার্য পণ্য। ৩৪৯ মার্কিন ডলার দামের এই ল্যাপটপগুলো ২১ জুন থেকে বাজারজাত শুরু হয়েছে। এতে থাকছে উইন্ডোজ ৮.১ অপারেটিং সিস্টেম বা ২৯ জুলাইয়ের পর উইন্ডোজ ১০ উন্মুক্ত হলে তা হালনাগাদ করে নেয়া যাবে। সি সিরিজ ছাড়াও এল, এস ও রেডিয়াস সিরিজে নতুন পণ্য বাজারে ছাড়ছে তোশিবা

অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে অ্যান্ড্রয়িড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট কোর্সে ভর্তি চলছে। ৮০ ঘণ্টার এই কোর্সটির সার্বিক পরিচালনায় থাকবেন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রশিক্ষক। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

সিসিএনএ কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সিসিএনএ ও সিসিএনপি নতুন সিলেবাসে প্রশিক্ষণ ও ভর্তি চলছে। জুলাই মাসে রবি ও মঙ্গলবার ব্যাচে ক্লাস শুরু হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

পান্ডা সিকিউরিটির অ্যাম্বাসাডর হলেন নাঈলা নাইম

এখন থেকে দেশে পান্ডা সিকিউরিটির সব ধরনের প্রচারণায় শুভেচ্ছাদূত হিসেবে অংশ নেবেন মডেল-অভিনেত্রী নাঈলা নাইম। সম্প্রতি 'পান্ডা অ্যান্টিভাইরাস' গ্লোবাল ব্র্যান্ডের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এ কথা জানায়। সংবাদ সম্মেলনে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের পান্ডা

অ্যান্টিভাইরাসের প্রোডাক্ট ম্যানেজার আজিম মোর্তুজা এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিজানুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২০১৩ সালে পান্ডা সিকিউরিটি বাংলাদেশের বাজারে আসে এবং মাত্র দুই বছরে ধারাবাহিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়

ওরাকল ১১জি ডিবিএ পারফরম্যান্স টিউনিং প্রশিক্ষণ

ওরাকল ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত পার্টনার আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে ওরাকল ১১জি ডিবিএ পারফরম্যান্স টিউনিং কোর্সটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে প্রশিক্ষক থাকবেন ওরাকল ইউনিভার্সিটির অনুমোদিত শিক্ষক। জুলাই মাসে ওরাকল ১১জি ডিবিএ, আরএসি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

এমএসআই ৯৯০এফএক্সএ গেমিং মাদারবোর্ড

ইউসিসি গেমারদের জন্য বিশ্বখ্যাত এমএসআই ব্র্যান্ডের ৯৯০এফএক্সএ সিরিজের গেমিং মাদারবোর্ড বাজারজাত করছে। এএমডি চিপসেটের এই সিরিজের মাদারবোর্ডের দুটি মডেল ৯৯০এফএক্সএ-জিডি৬৫ ও ৯৯০এফএক্সএ-জিডি৬৫ ভি২ এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আরও আছে ২ ওয়ে এসএলআই ও ক্রসফায়ার সাপোর্ট। এছাড়া এতে রয়েছে সুপার চার্জার, এম ফ্ল্যাশ, ইউএসবি সেফগার্ড, কুল এন কোয়াইট এবং টেবি ইনফিনিটির মতো আকর্ষণীয় ফিচার। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

রেডহ্যাট এন্টারপ্রাইজ ক্লাস্টারিং ট্রেনিং

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে রেডহ্যাট এন্টারপ্রাইজ ক্লাস্টারিং অ্যান্ড স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভারতের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। জুলাই মাসে চারটি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

বাগেরহাটের শ্রীফলতলায় ওয়াইফাই ইন্টারনেট সেবা

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার শ্রীফলতলা গ্রাম ওয়াইফাই ইন্টারনেটে যুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রকল্প আমাদের গ্রামের শ্রীফলতলা জ্ঞানকেন্দ্রে উচ্চগতির ওয়াইফাই ইন্টারনেট সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আবু রাফা মোহাম্মদ আরিফ (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা)। বিশেষ অতিথি ছিলেন শেখ জালাল উদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত দায়রা জজ), ডা. রিচার্ড লাভ (টিম লিডার) ও আমাদের গ্রাম প্রকল্পের পরিচালক রেজা সেলিম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রামপালের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আমাদের গ্রামের মো: রিজাউল করিম

লেনোভোর মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের পার্টনারদের নিয়ে সম্মেলন

ধানমণ্ডির প্রিন্স প্লাজায় গত ৮ মে সন্ধ্যায় বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড লেনোভোর মাল্টিপ্ল্যানভুক্ত পার্টনারদের নিয়ে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'লেনোভো ডোয়ারস মিট' নামে এক জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন। সম্মেলনে লেনোভো ব্র্যান্ডের বিভিন্ন পোর্টফোলিওর বিশেষত্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের বাজারে লেনোভোর বিভিন্ন পণ্য যেমন– লেনোভো ফ্লেক্স, গেমিং পিসি, ইয়োগা, ডেস্কটপ পিসি, অল-ইন-ওয়ান পিসি প্রভৃতির বাজার চাহিদা ও বাজারে পার্টনারদের করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় করা হয়। অনুষ্ঠানে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের চেয়ারম্যান আবদুল ফাত্তাহ, লেনোভোর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হাসান রিয়াজ জিতু ও মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের পার্টনাররাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

থার্মালটেক পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট

ইউসিসি সম্প্রতি বাজারজাত করেছে থার্মালটেকের টাফ পাওয়ার ও টিআর২ সিরিজের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট। হাই-এন্ড কমপিউটার ব্যবহারকারীদের সব কম্পোনেন্টে সঠিক পাওয়ার নিশ্চিত করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে থার্মালটেক ব্র্যান্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাই দেবে ট্রু পাওয়ারের নিশ্চয়তা। টাফ পাওয়ার সিরিজের দুটি ভার্সন রয়েছে, যার একটি টাফ পাওয়ার গ্র্যান্ড ভার্সন, যার পণ্যগুলো হলো ৬৫০ডব্লিউ, ৭৫০ডব্লিউ ও ৮৫০ডব্লিউ মডিউলার ও ১০৫০ডব্লিউর ফুল মডিউলারে পাওয়া যাবে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

মাইক্রোসফট-স্মার্ট টেকনোলজিস বুট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গত ৭-৮ জুন গাজীপুরের অঙ্গনা রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হয় মাইক্রোসফ-স্মার্ট টেকনোলজিস বুট ক্যাম্প। স্মার্ট টেকনোলজিসের মাইক্রোসফট পণ্য রিসেলারদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মো: রাশেদুল ইসলাম ও মাশরুর হোসাইন এবং স্মার্ট টেকনোলজিসের পক্ষে মুহাম্মদ মিরসাদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফটের নতুন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে বিক্রয় প্রতিনিধিদের বিভিন্ন ধারণা দেয়া হয়

কমপিউটার সোর্সে ডেল গেমিং ল্যাপটপ

গেমারদের জন্য বেশি গতির নতুন ল্যাপটপ দেশের বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। ডেল ইন্সপায়রন সিরিজের ৭৪৪৭ মডেলের ল্যাপটপটিতে রয়েছে ৪ জিবি ডিডিআর৩ গ্রাফিক্স সমন্বিত এনভিডিয়া জি ফোর্স জিটিএক্স ৮৫০এম গ্রাফিক্স। কোরআই৭ প্রসেসরনির্ভর চতুর্থ প্রজন্মের এই ল্যাপটপটির গতি ৩.৫ গিগাহার্টজ। এর তথ্য ধারণক্ষমতা ১ টেরাবাইট। আছে ১৬০০ মেগাহার্টজ গতির ৮ জিবি ডিডিআর৩ র‍্যাম। ১৪ ইঞ্চি প্রশস্ত পর্দার এই ল্যাপটপটি অ্যান্টিগ্লেয়ার সুবিধার হওয়ায় আলোর প্রতিফলন হয় না। ডেল ইন্সপায়রন সিরিজের ৭৪৪৭ ল্যাপটপটিতে আরও আছে ওয়াইড স্ক্রিন এইচডি ক্যামেরা, স্পিকার, সাবউফার, ডিভিডি রাইটার, ব্লুটুথ ৪.০ (ওয়াইফাই), ইউএসবি ৩ পোর্ট ও এইচডিএমআই পোর্ট। দাম ৭৬ হাজার ৫০০ টাকা। এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা ছাড়াও সাথে থাকছে একটি ক্যারি কেস। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩৩৪১৬৩

এসইও কোর্সে ভর্তি

বর্তমানে আইটিতে ফ্রিল্যান্সিং, ইন্টারনেটে আয় ও আউটসোর্সিং কাজের চাহিদার ভিত্তিতে আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি চলছে। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

আসুসের ওয়্যারলেস রাউটার

গ্লোবাল ব্র্যান্ড এনেছে আসুস ব্র্যান্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের সমর্থনযোগ্য আরটি-এসি৫২-ইউ মডেলের থ্রিজি ও ফোরজি সমর্থনযোগ্য ওয়্যারলেস রাউটার। রাউটারটি প্রতি সেকেন্ডে ৭৩৩ মেগাবাইট পর্যন্ত নেটওয়ার্ক সমর্থন দিতে পারে। এটি নির্দিষ্ট অবস্থানের ১৫০ শতাংশ বিস্তৃত জায়গায় উঁচুস্তরের অ্যান্টেনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে। রাউটারটির মাধ্যমে প্রিন্টার ও স্টোরেজ ব্যবহার করার জন্য ইউএসবি পোর্ট রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আইপিভিসিক্স সাপোর্ট, মাল্টিপল এসএসআইডি ও ভিপিএন অ্যাকসেস। দাম ৪ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫৩

ট্রান্সসেন্ডের ৪ টিবি পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ

ইউসিসি বাজারে নিয়ে এসেছে ৪ টিবি ধারণক্ষমতার বিশ্বখ্যাত ট্রান্সসেন্ড ব্র্যান্ডের পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ। এতে রয়েছে সুপার স্পিড ইউএসবি৩ টেকনোলজি, যা ব্যাকওয়ার্ড কম্পিটিবল ইউএসবি২সহ আছে ওয়ান টাচ ব্যাকআপ বাটন, পাওয়ার সেভিং স্লিপ মোড ও ফ্যানলেস লো নয়েজ অপারেশন। এটি অটো প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইনস্টলেশন সিস্টেম ডিভাইস, যার সাথে থাকবে ট্রান্সসেন্ড এলিট ব্যাকআপ ও সিকিউরিটি সফটওয়্যার। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

চট্টগ্রামে ওরাকল ১০জি ডিবিএ ও সিসিএনএ কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামে দি কমপিউটার্সে ওরাকল ১০জি ডিবিএ অ্যান্ড ডেভেলপার ও সিসিএনএ কোর্সে ভর্তি চলছে। এ ছাড়া রেডহ্যাট লিনআক্স, জেন্ড সার্টিফিকেশন ও সিসিএনএ কোর্সের ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭৬০৪৮৬৭৯৫ (চট্টগ্রাম), ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮ (ঢাকা)

ট্রান্সসেন্ডের ১২৮ জিবি ফ্ল্যাশ কার্ড বাজারে

ইউসিসি সম্প্রতি বাজারজাত করেছে উচ্চক্ষমতার ১২৮ জিবি মেমরি কার্ড। স্টোরেজ স্পেস বৃদ্ধি ও ডাটা সুরক্ষার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও আল্ট্রা স্পিড সংবলিত মেমরি কার্ড বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে চার ধরনের কার্ড সরবরাহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ক্লাস৪ দেবে সর্বোচ্চ ২০ এমবি/সে. রিড স্পিড ও ৫ এমবি/সে. রাইট স্পিড। এই কার্ডগুলো হাই স্পিড ও স্টোরেজের পাশাপাশি ৪-কে আল্ট্রা এইচডির মতো কোয়ালিটি ভিডিও সাপোর্টের নিশ্চয়তা দেবে। ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুসারে ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ ও ১২৮ জিবি আকারে পাওয়া যাবে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

এইচপির নতুন ওয়েবক্যাম

স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে নিয়ে এসেছে এইচপি ব্র্যান্ডের এইচডি ২৩০০ মডেলের ওয়েবক্যাম। ৭২০পি রেজ্যুলেশনের এই ওয়েবক্যামটিতে রয়েছে বিল্টইন মাইক্রোফোন, ইউএসবি হাইস্পিড ২.০, এইচডি ভিডিও ও ফটো ক্যাপচার সুবিধা। এক বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ১ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৩৩

ভিএমওয়্যার অথরাইজড ট্রেনিংয়ে ভর্তি

দেশে আইবিসিএস-প্রাইমেক্স ও ইন্ডিয়ার জিটি এন্টারপ্রাইজ যৌথ উদ্যোগে ভিএমওয়্যার অথরাইজড ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ৪০ ঘণ্টার এই কোর্সটির সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন ভিএমওয়্যার কর্তৃক সার্টিফায়েডধারী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

টুইনমস ট্যাবলেটে ঈদ অফার

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টুইনমস ট্যাবলেটে চলছে ঈদ অফার। অফারের আওতায় টুইনমসের

যেকোনো মডেলের ট্যাবলেট কিনেই কাস্টমাররা পাবেন আগোরা শপিং ভাউচার। অফারটি ঈদ পর্যন্ত চলবে। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৮৭

এএমডির অ্যাথলন ৫১৫০ প্রসেসর

ইউসিসি সরবরাহ করছে এএমডি ব্র্যান্ডের বাজেটসাশ্রয়ী অ্যাথলন ৫১৫০ প্রসেসর। প্রসেসরটি দিচ্ছে কোয়াড কোর সুবিধা, ১.৬ গিগাহার্টজ ক্লক স্পিড ও ২ এমবি ক্যাশ। প্রসেসরটির সাথে যুক্ত রয়েছে রেডিয়ন আর৩ গ্রাফিক্স, যার ক্লকস্পিড ৬০০ মেগাহার্টজ। গ্রাফিক্স যুক্ত হওয়ায় ক্রেতারা মিডিয়াম লেভেলের গেম ও অন্যান্য কাজ অনায়াসে করতে পারবেন। প্রসেসরটি জিডিআর৩ ১৬০০ পর্যন্ত র‍্যাম সাপোর্ট করে এবং বিদ্যুৎ খরচ মাত্র ২৫ ওয়াট। প্রসেসর দুটি ব্যবহারের জন্য গ্রাহকদের এএমআইএম সিরিজের মাদারবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

সার্টিফায়েড ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিটর কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে ডিসেম্বরে সার্টিফায়েড ইনফরমেশন সিস্টেমস অডিটর (সিসা) কোর্সটি অনুষ্ঠিত হবে। সিসা রিভিউ ম্যানুয়াল ২০১৪ সালের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সিসা পরীক্ষার প্রস্তুতিসহ কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সার্টিফায়েড অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

এমএসআই বি৮৫এম গেমিং মাদারবোর্ড

ইউসিসি সম্প্রতি বাজারজাত করছে ইন্টেল চিপসেটের এমএসআই বি৮৫এম গেমিং মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি ইন্টেল চতুর্থ ও পঞ্চম প্রজন্মের প্রসেসর ব্যবহারোপযোগী। এতে

র‍্যামের জন্য রয়েছে চারটি স্লট, যা ডিডিআর৩ ১৬০০ বাস পর্যন্ত সাপোর্ট দেবে। এর কিলার ডি২২০০ সিস্টেম দেবে গেম নেটওয়ার্কিংয়ে সর্বোচ্চ ফ্ল্যাগ ও সর্বনিম্ন ল্যাগের নিশ্চয়তা। অডিও বুস্ট সাউন্ড সিস্টেম দেবে ক্লিয়ার সাউন্ড, মিলিটারি ক্লাস ৪ দেবে মাদারবোর্ডটির সর্বোচ্চ গুণগত মানের নিশ্চয়তা। ওভারক্লকিং সুবিধার জন্য রয়েছে ওসি জিনি ৪ ও ক্লিক বায়াস ৪-এর মাধ্যমে সহজে বায়োসের সুবিধা। এছাড়া মাদারবোর্ডটিতে রয়েছে ইউএসবি ৩.০ ও সাটা ৬-এর মতো আকর্ষণীয় ফিচার। আউটপুটের জন্য রয়েছে একটি এইচডিএমআইসহ ডিভিআই ও ভিজিএ পোর্ট। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

স্যামসাং স্মার্টফোন কিনে স্যামসাং টিভি জেতার সুযোগ

স্যামসাং মোবাইল বাংলাদেশ নিয়ে এসেছে নতুন অফার। এর আওতায় নির্দিষ্ট কিছু মডেলের স্যামসাং স্মার্টফোন কিনলে গ্রাহকেরা প্রতিদিন জিতে নিতে পারবেন স্যামসাং ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি। মাসব্যাপী এই ক্যাম্পেইনের আওতায় স্যামসাং জেড১, গ্যালাক্সি এইস নেক্সট, গ্যালাক্সি গ্র্যান্ড প্রাইম এবং গ্যালাক্সি এস ডুয়োস ৩ কিনে প্রতিদিন তিনজন গ্রাহক স্যামসাং ৩২ ইঞ্চি এলইডি টিভি জিতে নেয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়া এই স্মার্টফোন মডেলগুলো কেনার সময় গ্রাহকেরা নিশ্চিত ১ হাজার টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। যোগাযোগ : ০৯৬১২৩০০৩০০

ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ ঢাকা চ্যাপ্টারের নতুন কমিটি

ইন্টারনেট সোসাইটি বাংলাদেশ ঢাকা চ্যাপ্টারের নতুন নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নতুন কমিটিতে ড. সাব্বির আহমেদ সভাপতি ও মোহাম্মদ কাওছার উদ্দীন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পাঁচ সদস্যের নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো: জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো: রবিউল আলম এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মো: আবদুল আওয়াল। ইন্টারনেট সোসাইটি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চ্যাপ্টার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ও নির্বাচনের নির্বাচন কমিশন প্রধান নাভিদ হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। গত ৩১ মে থেকে ১২ জুন অনলাইনে সদস্যদের ভোটের পর ২২ জুন ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন কমিটি আগামী এক বছর দায়িত্ব পালন করবে

ভিউসনিকের নতুন ২৪ ইঞ্চি মনিটর

ইউসিসি বাজারজাত করছে ভিউসনিকের ২৪ ইঞ্চি মনিটরের নতুন মডেল ভিএ২৪৬৫এস। মাল্টিমিডিয়া, গেমিং অথবা যেকোনো কাজে এটি দেবে ফুল এইচডি ১৯২০ বাই ১০৮০ রেজ্যুলেশনের জীবন্ত ছবি। এর আল্ট্রা হাই স্ট্র্যাটিক কন্ট্রাস্ট রেশিও ৩০০০০০০০:১ ও রেসপন্স টাইম ৫ মিলি সেকেন্ড। এই মনিটরটির ভিউ অ্যাঙ্গেল ১৭৮ ডিগ্রি ও পাঁচটি ভিন্ন মোড থেকে আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী পছন্দের মোড সেট করে নিতে পারেন। মনিটরটির আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো এর ফ্লিকার ফ্রি টেকনোলজি এবং ব্লু লাইট ফিল্টারিং সিস্টেম, যা আপনার চোখকে দীর্ঘক্ষণ দৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। এছাড়া এটি বিদ্যুতের অপচয় রোধ করবে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

ট্রান্সসেন্ডের অ্যাপল সলিউশন পণ্য

ট্রান্সসেন্ড ব্র্যান্ডের অ্যাপল সলিউশন পণ্য এখন বাজারে সরবরাহ করছে ইউসিসি। প্রোডাক্টগুলো হলো– এসএসডি আপগ্রেড কিট ফর ম্যাক, যা ম্যাক বুক এয়ার, ম্যাক বুক প্রো ও ম্যাক বুক প্রো উইথ রেটিনা ডিসপ্লে প্রোডাক্টগুলো বিভিন্ন ভার্সনের ওপর ভিত্তি করে আলাদাভাবে বাজারে পাওয়া যাবে। ২৪০ জিবি, ৪৮০ জিবি ও ৯৬০ জিবি আকারে পাওয়া যাবে এই এসএসডি আপগ্রেড কিট, যার সাথে গ্রাককেরা পাবেন একটি করে এনক্লোজার ও কমপ্লিট টুলস বক্স। এই এনক্লোজার ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকেরা অরিজিনাল এসএসডি পোর্টেবল হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

রেডহ্যাট লিনআক্স-৭ কোর্সে ভর্তি

রেডহ্যাট লিনআক্সের বেস্ট ট্রেনিং ও এক্সাম পার্টনার আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে রেডহ্যাট লিনআক্স-৭ কোর্সে ভর্তি চলছে। ১০৪ ঘণ্টার এই কোর্সে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সার্ভার কনফিগারেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোর্স শেষে রেডহ্যাট কর্তৃক সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

স্যামসাং গ্যালাক্সি জে১ ও গ্যালাক্সি কোর প্রাইমে মূল্যছাড়

স্যামসাং মোবাইল বাংলাদেশ দুটি অভিনব হ্যান্ডসেট গ্যালাক্সি জে১ ও গ্যালাক্সি কোর প্রাইম জন্য নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় নতুন মূল্য। নতুন মূল্যের আওতায় গ্রাহকেরা এখন স্যামসাং গ্যালাক্সি জে১ কিনতে পারবেন মাত্র ১০ হাজার ৯৯০ টাকায় (পূর্বমূল্য ১১ হাজার ৯০০ টাকা) এবং গ্যালাক্সি কোর প্রাইম কিনতে পারবেন মাত্র ১২ হাজার ৯৯০ টাকায় (পূর্বমূল্য ১৩ হাজার ৯০০ টাকা)। যোগাযোগ : ০৯৬১২৩০০৩০০

গিগাবাইট জিএ-এক্স৯৯-এসওসি চ্যাম্পিয়ন মাদারবোর্ড

স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে এনেছে গিগাবাইট জিএ-এক্স৯৯-এসওসি চ্যাম্পিয়ন মডেলের গেমিং মাদারবোর্ড। ইন্টেল কোরআই৭ এক্সট্রিম এডিশন প্রসেসর সমর্থিত এই মাদারবোর্ডে রয়েছে ডিডিআর৪ চ্যানেল, জেনুইন ডিজিটাল পাওয়ার ডিজাইন, গোল্ড প্লাটেড

সিপিউ সকেট, টার্বো এম২ কানেক্টর, ১০ গিগাবিট ডাটা ট্রান্সফার, ইন্টেল ে গ ি ম ং নেটওয়ার্কিং, ২এক্স কপার পিসিবি ডিজাইন, রিয়েলটেক অডিও, দীর্ঘস্থায়ী ব্ল্যাক সলিড ক্যাপস, ডুয়াল বায়োস ও থান্ডারবোল্ট। তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ৩২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

আসুসের নতুন ৩-ইন-১ ওয়্যারলেস রাউটার

গ্লোবাল ব্র্যান্ড দেশে এনেছে বিশ্বখ্যাত আসুস ব্র্যান্ডের আরটি-এন-১২এইচপি মডেলের ওয়্যারলেস রাউটার। রাউটারটি একই সাথে অ্যাকসেস পয়েন্ট ও রেঞ্জ এক্সটেনডার মোডে

ব্যবহার করা যায়। এতে রয়েছে মাল্টিপল ইনপুট-আউটপুট প্রযুক্তির শক্তিশালী অ্যান্টেনা। এটি নির্দিষ্ট অবস্থানের ৩০০ শতাংশ বিস্তৃত জায়গায় ৯ ডিবিআই উঁচুস্তরের দুটি অ্যান্টেনার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে। রাউটারটির মাধ্যমে ডায়নামিক ব্যান্ডউইডথ অ্যালোকেশন এবং এর সংযোগের পরিধি বিস্তৃত করা যায়। এছাড়া এতে রয়েছে শক্তিশালী অনলাইন মাল্টিটাস্ক, আউটপুট পাওয়ার ও ওয়্যারলেস সিগন্যাল। দাম ৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫৩

আইটিআইএল ২০১১ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সার্টিফায়েড আইটিআইএল এক্সপার্ট ইন্ডিয়া প্রশিক্ষক মহেশ পান্ডের অধীনে আইটিআইএল ২০১১ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং ও এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ জন প্রফেশনাল প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ব্যাচটি সফলভাবে শেষ করে অনলাইন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রত্যেকে আইটিআইএল ২০১১ ফাউন্ডেশন সার্টিফিকেট অর্জন করেন। চলতি মাসে আইটিআইএল ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

রেডহ্যাট এন্টারপ্রাইজ পারফরম্যান্স টিউনিং কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে রেডহ্যাট এন্টারপ্রাইজ পারফরম্যান্স টিউনিং কোর্সে ভর্তি চলছে। ৩২ ঘণ্টার কোর্সটির প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন রেডহ্যাট ইন্ডিয়া কর্তৃক অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। কোর্স শেষে রেডহ্যাট কর্তৃক সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

দেশের বাজারে টোটোলিংক পণ্য

গ্লোবাল ব্র্যান্ড দেশে এনেছে কোরিয়ার বিশ্বখ্যাত ওয়্যারলেস ও নেটওয়ার্ক ব্র্যান্ড টোটোলিংকের নেটওয়ার্কিং পণ্য। টোটোলিংকের নেটওয়ার্কিং পণ্যগুলো হলো– ওয়্যারলেস রাউটার, ওয়্যারলেস ইউএসবি অ্যাডাপ্টার, ওয়্যারলেস পিসিআই-ই অ্যাডাপ্টার ও সুইচ। টোটোলিংকের নেটওয়ার্কিং পণ্যগুলো শৈল্পিক দক্ষতা, আধুনিক সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি, সহজবোধ্য ব্যবহার এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের জন্য সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। যোগাযোগ : ০১৯৭৭৪৭৬৫৪৬

দেশে ডাটাসাশ্রয়ী অ্যাপ অপেরা ম্যাক্স চালু

বাংলাদেশে ডাটা ব্যবস্থাপনা ও ডাটাসাশ্রয়ী অ্যাপ অপেরা ম্যাক্স চালু করল অপেরা সফটওয়্যার। অ্যাপটি ১৭ জুন থেকে গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাচ্ছে। মোবাইল ডাটা কানেকশন বা ওয়াইফাই উভয় ক্ষেত্রেই ভিডিও ও ছবির আকার ব্যাপক পরিমাণে কমিয়ে আনে এই সফওয়্যারটি। ফলে গ্রাহক তাদের ডাটা প্ল্যানের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ডাটা ইউজেসের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অপেরা ম্যাক্সটি পেতে Google Play store ev http://opr.as/f2t সাইটটি থেকে অপেরা ম্যাক্স ডাউনলোড করা যাবে

সার্টিফায়েড ইথিক্যাল হ্যাকার কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে ইসি কাউন্সিল সার্টিফায়েড ইথিক্যাল হ্যাকার (সিইএইচ) সার্টিফিকেশন কোর্সে শুক্রবারের ব্যাচে ভর্তি চলছে। ৪০ ঘণ্টার কোর্সে অভিজ্ঞ ও সার্টিফায়েড প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোর্স শেষে ইসি কাউন্সিল কর্তৃক কোর্স সমাপ্তি সার্টিফিকেট দেয়া হবে। এ ছাড়া সার্টিফিকেশন পরীক্ষার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ ফ্রি ভাউচার দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

এএমডি এফএক্স ৮৩৫০ প্রসেসর

দেশে এএমডি ব্র্যান্ডের পরিবেশক ইউসিসি বাজারজাত করছে সর্বাধিক ৮ কোর সংবলিত এএম৩+ সকেটের প্রসেসর এএমডি এফএক্স ৮৩৫০। ৪.০ গিগাহার্টজ এই প্রসেসরটিতে টার্বো মুডে সর্বোচ্চ ৪.২ গিগাহার্টজ পর্যন্ত স্পিড পাওয়া যাবে। ১২৫ ওয়াটের এই প্রসেসরটি তৈরি হয়েছে পাইল ড্রাইভার নামে পরবর্তী প্রজন্মের মাইক্রো আর্কিটেকচারাল প্রযুক্তিতে। ইন্টেল কোরআই৭ সমতুল্য এই প্রসেসরটি ব্ল্যাক এডিশন নামে পরিচিত। এতে এল২ ও এল৩ দুই ধরনের ক্যাশ মেমরি বিদ্যমান, যার একটি ৮ এমবি এল২ ক্যাশ ও অন্যটি ৮ এমবি এল৩ ক্যাশ। পণ্যটি বর্তমানে ইউসিসি ও ইউসিসির নির্ধারিত সব ডিলার শপে পাওয়া যাচ্ছে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সার্টিফায়েড পিএমপি এক্সপার্ট ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষকের অধীনে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল (পিএমপি) ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। চার দিনের কোর্সটির দায়িত্বে থাকবেন ভারতের অজয় ভট্টাচার্য। জুলাই মাসে পিএমপি ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

এডেটা পিটি১০০ মডেলের নতুন পাওয়ার ব্যাংক

দেশে এডেটা ব্র্যান্ডের পরিবেশক গ্লোবাল ব্র্যান্ড এনেছে পিটি১০০ মডেলের নতুন পাওয়ার ব্যাংক ডিভাইস। এর রয়েছে দুটি ইউএসবি পোর্ট, যা একই সাথে স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটের দ্রুততার সাথে পাওয়ার রিচার্জ করতে পারে। মাত্র ২৮৫ গ্রাম ওজনের, সহজে বহনযোগ্য এই পাওয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে মাইক্রো ইউএসবিচালিত ডিভাইসগুলোর ব্যাটারির পাওয়ার রিচার্জ করা যায়। এতে রয়েছে এলইডি ফ্ল্যাশলাইট ও ২০ সেকেন্ডের স্মার্ট এনার্জি সঞ্চয়ের ক্ষমতা। ১০ হাজার এমএএইচ ধারণক্ষমতার এই পাওয়ার ব্যাংক ডিভাইসের দাম ১ হাজার ৬০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯০৪

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে পিএমপি ট্রেনিং সমাপ্ত

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে গত ১৮ এপ্রিল সার্টিফায়েড পিএমপি এক্সপার্ট প্রশিক্ষক আবদুল্লাহ-আল-মামুনের অধীনে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল (পিএমপি) ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ জন প্রফেশনাল প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ব্যাচটি সফলভাবে শেষ হয়। চার দিনব্যাপী পিএমপি চতুর্থ ব্যাচটি চলতি মাসে অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭

আসুস কে৫৫৫এলএ-৪২১০ইউ ল্যাপটপ

গ্লোবাল ব্র্যান্ড বাজারে এনেছে চতুর্থ জেনারেশনের ইন্টেল কোরআই৫ প্রসেসরসমৃদ্ধ ও ১.৭০ গিগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন আসুসের কে৫৫৫এলএ-৪২১০ইউ মডেলের নতুন ল্যাপটপ। এর রয়েছে ৪ জিবি র‍্যাম, ১০০০ জিবি স্টোরেজ, ১৫.৬ ইঞ্চি পর্দা, ওয়েব ক্যামেরা ও সুপার মাল্টিডিভিডি অপটিক্যাল ড্রাইভ। রয়েছে থ্রি-ইন-ওয়ান কার্ড রিডার সিস্টেম ও দুটি ইউএসবি পোর্ট। ল্যাপটপটির ওজন ২.১০ কেজি। এতে ব্যবহার হয়েছে পলিমার ব্যাটারি, চিকলেট কিবোর্ড ও এইচডি ৪৪০০ ভিডিও গ্রাফিক্স। দাম ৪৮ হাজার ৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৩৩

গিগাবাইট পাওয়ার সাপ্লাই

স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে নিয়ে এসেছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের জিজেড-ইএফএস৬৫এ-সিও৩ মডেলের পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাইটির ডাইমেনশন ১৪০ বাই ১৫০ বাই ৮৬ মিমি ও ওজন ১.৮৫ কেজি। গিগাবাইট পাওয়ার সাপ্লাইয়ে রয়েছে ওভার পাওয়ার প্রটেকশন, ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন, শটসার্কিট ও আন্ডার ভোল্টেজ প্রটেকশন। গুণগত মানের পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এই মডেলটি ইতোমধ্যেই বিশ্বজুড়ে ৮০টি সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৮

হুয়াওয়ে টি১ সিরিজের মিডিয়া প্যাড

ইউসিসি বাজারজাত করতে যাচ্ছে হুয়াওয়ে টি১ সিরিজের ৭.০ ও ১০ ইঞ্চি মিডিয়া প্যাড এবং টি১ ৮ ইঞ্চি মিডিয়া প্যাড ইতোমধ্যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। টি১ সিরিজের ৭.০ ইঞ্চি ট্যাবটি পাওয়া যাবে আইপিএস ডিসপ্লেতে, যার পিকচার রেজ্যুলেশন থাকবে ১২৮০ বাই ৮০০ পিক্সেল। কোয়াডকোর প্রসেসরের এই ট্যাবে থাকবে ওয়াইফাই ডাটা কানেকশন ও উচ্চগতির থ্রিজি সুবিধা, ফ্রন্ট ও রেয়ার ২ মেগা পিক্সেল ক্যামেরা, ১ জিবি ও ৮ জিবি রম। অতি পাতলা ইউনিবডির এই ট্যাবটির ওজন মাত্র ২৭৮ গ্রাম। টি১ ১০ ইঞ্চি মডেলটিতে পাওয়া যাবে ৯.৬ ইঞ্চি আইপিএস ডিসপ্লে, যার পিকচার রেজ্যুলেশন ১২৮০ বাই ৪০০ পিক্সেল কোয়াড কোর স্নাপগার্ডন ৪১০ চিপসেটের প্রসেসর যুক্ত এবং ট্যাবে ১ জিবি র‍্যাম ও ১৬ জিবি রম পাওয়া যাবে। ৪৮০০ অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিসহ ৬৪ জিবি মেমরি সাপোর্টেড স্লট থাকবে। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

২৮ হাজার টাকায় এইচপি ব্র্যান্ড পিসি

স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে নিয়ে এসেছে এইচপি ২০২ জি১ এমটি মডেলের ব্র্যান্ড পিসি। ইন্টেল থার্ড জেনারেশন ডুয়াল কোর প্রসেসরসম্পন্ন এই ব্র্যান্ড পিসিতে রয়েছে ইন্টেল এইচ৬১ এক্সপ্রেস চিপসেট মাদারবোর্ড, ২ জিবি ডিডিআর৩ র‍্যাম, ৫০০ জিবি সাটা হার্ডড্রাইভ, ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স কার্ড, ডিভিডি রাইটার, এইচপি ব্র্যান্ডের ১৮.৫ ইঞ্চি এলইডি মনিটর, এইচপি ব্র্যান্ডের ইউএসবি অপটিক্যাল মাউস ও ইউএসবি কিবোর্ড। তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাসহ দাম ২৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ :

জাভা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে জাভা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন কোর্সে জুলাই সেশনে ভর্তি চলছে। এই কোর্স শুক্র ও শনিবার ৫৫ ঘণ্টার। প্রশিক্ষণে ওরাকল কর্তৃক অরিজিনাল স্টাডি মেটেরিয়াল, অনলাইন পরীক্ষার ডিসকাউন্ট ভাউচার ও কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭-৮

সাফায়ার ব্র্যান্ডের নতুন সিরিজ গ্রাফিক্স কার্ড

গ্রাফিক্স কার্ডের জগতে সাফায়ারের নতুন আর৯ ৩৮০ ও ৩৯০এক্স এবং আর৭ ৩৬০ ও ৩৭০ গ্রাফিক্স কার্ড দেশে বাজারজাত শুরু করেছে ইউসিসি। সর্বাধুনিক জিডিডিআর৫ মেমরির এই কার্ড সর্বোচ্চ ৮ জিবি পর্যন্ত আকারে পাওয়া যাবে। ট্রাইএক্স কার্ডগুলো তিনটি ফ্যানসমৃদ্ধ ও ২৮এনএম চিপসেটে তৈরি সর্বোচ্চ ২৮১৬ স্ট্রিম প্রসেসর যুক্ত আছে। মেমরি ক্লক ৬০০০ মেগাহার্টজ ও সর্বোচ্চ পাঁচটি ডিসপ্লে আউটপুট হিসেবে পাওয়া যাবে। আর৯ ৩৮০ কার্ডটি ৪ জিবি ডিডিআর৫ আকারে পাওয়া যাবে, যার ইঞ্জিন ক্লক ৯৮৫ মেগাহার্টজ, মেমরি ক্লক ৫৮০০ মেগাহার্টজ ও ১৭৯২ স্ট্রিম প্রসেসর যুক্ত সর্বোচ্চ চারটি আউটপুট পাওয়া যাবে। নতুন এই সিরিজের সিলেক্টিভ কিছু মডেল কিনলে গ্রাহকেরা একটি আকর্ষণীয় টি-শার্ট পাবেন। যোগাযোগ : ০১৮৩৩৩৩১৬০১

সার্টিফায়েড লিড অডিটর কোর্সে ভর্তি

আইবিসিএস-প্রাইমেক্সে সার্টিফায়েড আইএসও আইএসএমএস-২৭০০১ লিড অডিটর সার্টিফিকেশন কোর্সে ভর্তি চলছে। ৪০ ঘণ্টার কোর্সটির প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন সার্টিফায়েডধারী অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দেয়া হবে। জুলাই মাসে ব্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৯৭৫৬৭